

আইশু
বাংলাপিডিএফ প্রিমিয়াম
আফারীট
সামিয়া খান প্রিয়া
Aishu Rehman



'আপনারা কারা?'

আন্দ্রেয়াজের পেছন থেকে আনাহিতা প্রশ্নটা করলো। ইতোমধ্যে বলয় বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আন্দ্রেয়াজ বললেন, 'ইফ্রীত্ব।'

আনাহিতার শরীর কেঁপে উঠলো। আন্দ্রেয়াজ ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'ভয় পাচ্ছেন?'

আনাহিতা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আপনাকে আমার একটুও ভয় লাগে না। সত্যি করে বলেন আপনি ইফ্রীত্ব নন।'

আন্দ্রেয়াজ নিজের ডান হাত দিয়ে আনাহিতার গালে স্পর্শ করলেন। প্রচণ্ড গরম তার হাত। পিছিয়ে গেল আনাহিতা। গালটা জ্বলে যাচ্ছে।

'বলেছিলাম না, আমি আগুন।'

আন্দ্রেয়াজের শরীর থেকে আগুন বের হচ্ছে। শুভ্র চামড়াভেদ করে আগুনের হলুদ স্তর বের হয়ে আসছে।

হঠাৎ সবকিছু ঝাপসা হয়ে এলো আনাহিতার কাছে। এমনকি আন্দ্রেয়াজও। ঢলে পড়লো কাঠের মেঝের ওপর।


আলোর ঠিকানা
প্রকাশনী

আফারীট

সামিয়া খান প্রিয়া



প্রকাশনায় :
আলোর ঠিকানা প্রকাশনী, বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল : +৮৮০১৯৭৯০০২৭৩৭

তৃতীয় মুদ্রণ : ০২ এপ্রিল ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২৭ মার্চ ২০২১
প্রথম প্রকাশ : ২০ মার্চ ২০২১
প্রচ্ছদ : সজল চৌধুরী
শব্দ বিন্যাস : আলোর ঠিকানা টিম
মুদ্রণ : আশরাফ প্রিন্টার্স
মূল্য : ৩৯০ টাকা
অনলাইন পরিবেশক :
www.alorthikana.com ।। www.rokomari.com ।। www.durbiin.com
মুঠোফোনে অর্ডার করতে : +৮৮০১৯৭৯০০২৭৩৭

Afarit
Written By Samia Khan Priya
Published by Alor Thikana Prokashoni
Books & Computer Complex (4th Floor), 45 Banglabazar, Dhaka, Bangladesh.
E-mail : prokashoni@alorthikana.com ।। www.fb.com/alorthikanaprokashoni
Price : 390 tk only.
ISBN : 978-984-95093-9-4

উৎসর্গ

আমি যাকে উৎসর্গ করব- তিনি বাস্তব কেউ নন। আমার কল্পনার একজন নীল চোখের পুরুষ। আমি জানি না, সিজোফ্রেনিয়া বা অন্যকিছু কিনা, যার দরুণ আমি একজন নীলচোখের পুরুষকে সবসময় কল্পনা করি। তবে এতটুকু জানি, যখনই আমি ভেঙে পড়ি, তখনই তাকে অনুভব করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি।

আমার প্রথম বইটি নীলের সমারোহে সেই নীলচোখকেই উৎসর্গ করলাম।

বইটি আমি আরও একজনকে উৎসর্গ করছি, তবে এই ব্যক্তিটির বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে! সে হলো- আমার বোন সাদিয়া খান মুন। যাকে পাঠকমহল সুবাসিনী নামে চেনেন। লেখালিখির জগতে সে আমাকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন ও অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে।

লেখকের কথা

জিন কোনো কল্পনার জীব নন; স্বয়ং আল্লাহ কুরআনে এদের উপস্থিত সম্পর্কে বলেছেন। তবে আমার রচিত 'আফারীত' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোনো ধর্ম, ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায়কে আঘাত করে কিছু লেখা হয়নি।

কোনো মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নন, তবে ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়। তাই আমারও কোনো বিষয়ে ভুল হলে, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

উপন্যাসটির নামকরণ 'আফারীত' কেন হলো? এরকম প্রশ্নে বলব- উপন্যাসটি পুরোটাই অন্যতম জিন জাতি ইফ্রীত্বদের নিয়ে রচিত। ইফ্রীত্ব-এর বহুবচন হচ্ছে আফারীত। সেখান থেকেই এই নামটি গ্রহণ করা হয়েছে।

বইটিতে লেখা চরিত্রগুলো আমার কল্পনা থেকেই সৃষ্টি। তবে বাস্তবে আফারীতরা আছেন। হয়তো আমাদের আশেপাশেই ঘুরাঘুরি করছেন, কিন্তু আমরা চিনে উঠতে পারছি না!

সামিয়া খান প্রিয়া
টাঙ্গাইল।

অধ্যায়– এক

ভঙ্গুর তরবারির দিকে একমনে তাকিয়ে রয়েছেন আন্দ্রেয়াজ। নীল, সাদা মিশেলে চন্দ্রাকৃতির তরবারিটা ঠিক মধ্য বরাবর ভেঙে গেছে। ইদানীং রাতে এই তরবারির পরিচর্যায় কিছু সময় অতিবাহিত করেন তিনি। বৃদ্ধ সিরাব বুঝতে পারেন না একটা ভাঙা অস্ত্রের উপর মহামান্যের এত বেশি মায়া কেন! আজকে নিজের কৌতূহল দমন করতে না পেরে আন্দ্রেয়াজকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, 'মহামান্য, আপনি কেন একটি ভাঙা অস্ত্রের পেছনে নিজের অতি মহামূল্যবান সময় বিনষ্ট করেন?'

হালকা বাতাসে আন্দ্রেয়াজের কেশ মৃদু দুলে উঠলো। তরবারির ভাঙা অংশে নিজের তর্জনি ঘুরিয়ে বললেন, 'অস্ত্রটা ভেঙে গেছে, তাই বলে আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে, এটা সেই অস্ত্র, যার সাহায্যে পূর্বে বহুবার শত্রুদের নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম হয়েছি। অস্ত্র বা জীব কারও প্রতি এই আমি আন্দ্রেয়াজ অকৃতজ্ঞ নই।'

সিরাব সম্মতিতে মাথা দুলালেন। বয়সে তিনি আন্দ্রেয়াজের থেকে হাজার বছরের বড়ো হলেও সম্মানের দিকে তার থেকে আন্দ্রেয়াজ বহুগুণে বড়ো। সিরাব বিদ্রুপের সুরে বললেন, 'কিন্তু তারা ভাবছে, এই অস্ত্র ভেঙে যাওয়ায় আপনার ক্ষমতার হ্রাস ঘটেছে।'

'কারণ তারা অজ্ঞ ও মূর্খ। যোদ্ধার অস্ত্র ভেঙে যাওয়া মানে এই নয় যে, তার ক্ষমতার হ্রাস ঘটে যাওয়া। প্রকৃত বীরের নির্দিষ্ট কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।'

কাঁচের দেয়াল বন্ধ করে আন্দ্রেয়াজ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার সুশ্রী মুখমণ্ডলে এক ধরণের চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। আয়নার উপর নিজের মুখমণ্ডলে স্পর্শ করে তিনি বললেন, 'সিরাব! তার জন্ম হয়ে গেছে?'

'এখনো জন্ম হয়নি। তবে আপনার কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে ডিম্ব ক'টি।'

'তাহলে চলুন, কক্ষে যাওয়া যাক। এত সময়ে জন্মের সূচনা হওয়ার কথা।'

আন্দ্রেয়াজ মাথা উঁচু করে অস্ত্রগার থেকে বের হয়ে এলেন। তাকে দেখে দুই দিকে দণ্ডায়মান সৈন্যগুলো তটস্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাদের সামনে আফারীতদের স্বয়ং মহামান্য হেঁটে যাচ্ছেন। উনার সাথে কোনো প্রকার বেয়াদবি করার কল্পনাও করতে পারে না কেউ।

মখমলের ন্যায় স্নিগ্ধ শীতল এক বায়ু বয়ে চলেছে পূর্বদিকে। বাতাসেও উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার; তবুও কোথা থেকে যেন এক উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে। কতগুলো উৎসুক নীল চোখের দৃষ্টি সুবিশাল কক্ষের ঠিক মধ্য বরাবর সেই আলোর উৎসের উপর নিবদ্ধ। যেখানে একটি ডিম্বক ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত হচ্ছে। সাথে মোলায়েম বাতাসে যুক্ত হচ্ছে অদ্ভুত এক সুগন্ধ। নীল রঙের আভা ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ডিম্ব থেকে একটি শিশুর হাত বের হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনধ্বনিতে চারিধার মুখরিত হয়ে উঠলো।

আন্দ্রেয়াজ সোনার তৈরি সিংহাসনে বসে একটি শিশুর স্পষ্ট কান্না শুনতে পেলেন। কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই জিনদাসীরা ছুটে এলো সংবাদ দিতে। 'মহামান্য! তার জন্ম হয়ে গেছে।'

আন্দ্রেয়াজ মৃদু হাসলেন। যার দরুণ তার শরীরে হালকা কম্পনের সৃষ্টি হলো। মুখ খুললেন তিনি, 'আমার অনুমানে ভুল না হলে তিনি একজন কন্যা।'

'জি মহামান্য, তার শরীরের উজ্জ্বলতা হীরার মতো এবং মসৃণতা সাগরের মুক্তার সমান।'

'আমি তার দর্শন করতে ইচ্ছুক।'

'জি, অবশ্যই মহামান্য।'

আন্দ্রেয়াজের সামনে শিশুটিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন দাসীরা। সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটিকে নিজের ক্রোড়ে তুলে নিলেন তিনি। পদ্ম পাপড়িতে মুড়িয়ে রাখা ছোট্ট দেহটি। দাসীরা ঠিকই বলেছে, কন্যাটির রূপ অবর্ণনীয় হবে। আন্দ্রেয়াজ নিজের ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে শিশুটির নাক সামান্য স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমবারের মতো শিশুটি তার দীর্ঘ আঁখি পল্লব মেলে তাকালেন। সেই চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে আন্দ্রেয়াজ আস্তে করে বললেন, 'আপনাকে স্বাগতম মহামান্যিতা।'

শিশুটি অদ্ভুত একটা শব্দ বের করলো মুখ দিয়ে। মনে হলো, আন্দ্রেয়াজের কথায় একাগ্রতা প্রকাশ করছে।'

'মহামান্য! মহামান্যিতার পিতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।'

আন্দ্রেয়াজ জবাব দিলেন না। ইতোমধ্যে শিশুটি তার ছোট্ট হাত বের করে আন্দ্রেয়াজকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। তিনি শিশুটির শুভ্র কপালে নিজের তর্জনি বুলিয়ে চলেছেন। শিশুটির দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। তিনি সিরাবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মহামান্যিতার জন্য একটি সুন্দর নাম বলতে পারবেন?'

সামনে থাকা বয়োঃবৃদ্ধ জিনটি বললেন, 'তা আমার থেকে আপনিই ভালো নির্ণয় করতে পারবেন, মহামান্য।'

হঠাৎ শিশুটি আন্দ্রেয়াজের তর্জনি নিজের মুঠোয় ভরে নিলো। অনেক চেষ্টার পর সক্ষম হয়েছে সে। আন্দ্রেয়াজ তর্জনিটি ছাড়িয়ে নিতে একবারও ভাবলেন না। মুখে হাসি টেনে বললেন, '"আনাহিতা"! মহামান্যিতা, আপনার নাম হবে, "আনাহিতা"। আন্দ্রেয়াজের আনাহিতা।'

শিশুটি সামান্য অধর প্রশস্ত করলো। আন্দ্রেয়াজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের তিনি নির্দেশ করলেন, 'মহামান্যিতাকে তার পিতার নিকট নিয়ে যাও। তাকে বলবে, জঙ্গল থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত পেছন ফিরে না তাকাতে। চক্রের কথা বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে বলবে।'

একজন নারী সৈন্য আনাহিতাকে কোলে তুলে নিলো। তারপর আন্দ্রেয়াজকে কুর্নিশ করে বিদায় নিলো সকলে।

অধ্যায়– দুই

দূরে কোথাও আরবিতে ফিসফিস করে কথা বলছে কেউ। জিবরান এটা বুঝতে পারছে না এত দূর থেকেও কীভাবে সে কথাগুলো স্পষ্টত শুনতে পাচ্ছে। কথাগুলো নিজ ভাষায় অনুবাদ করে কেঁপে উঠলো সে। কবরের কতগুলো বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে আলাপ করছে তারা। যেগুলোর বর্ণনা শুনেই কেঁপে উঠলো জিবরানের শরীর। মনে মনে এখন সেই অসীম শক্তিকে স্মরণ করছে। তাকে স্মরণ করা ব্যতীত এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের হতে পারবে না। গুহার মুখ থেকে বিকট শব্দ করে একটা পাথর সরে গেল।

অপরিচিত একটা পাখি ডেকে উঠলো সেই শব্দে। মনে হচ্ছে প্রাণীটি বেশ ভয় পেয়েছে। কয়েকটি বিশাল অবয়ব গুহা থেকে বের হয়ে এলো। তাদের পরনে কালো আলখেল্লা, যেটা একদম মুখসহ ঢেকে রেখেছে। জিবরান বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। এখনো সে সমানতালে অসীম ক্ষমতাধরকে ডেকে চলেছে।

জিবরানের সামনে অবয়বগুলো একত্রে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে বৃহৎকার পদ্ম পাপড়িতে আবৃত কন্যা শিশুটিকে আগতদের মধ্যে একজন তার দিকে এগিয়ে ধরলো। কম্পমান হস্তে সে শিশুটিকে ক্রোড়ে তুলে নিলো। এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও তার মনে এক সুখকর স্রোত দুলে উঠলো। অবয়বগুলোর মধ্যে কেউ একজন কথা বলে উঠলো। মুখ কাপড়ে আবৃত থাকায় সঠিক বোঝা গেল না, কে বলল কথাগুলো।

'আপনি অতি দ্রুত নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করুন। গ্রামে একজন বৃদ্ধা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। মনে রাখবেন, মহামান্যিতার জন্ম শুধু মহামানিনীর জন্য। আপনাদের ভুল শুধরে নেওয়ার এটাই শেষ সুযোগ। অবশ্য গ্রামে পা দেওয়ার আগ পর্যন্ত ভুলেও পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।'

'মনে রাখবো। আমার স্ত্রী?'

‘সে মৃত। আপনার যাত্রা শুভ হোক।’

মুহূর্তেই অবয়বগুলো গুহার ভেতরে প্রবেশ করলো। জিবরান হতভম্ব হয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখে তার অশ্রু সাকুল্যে। তবুও সে কালবিলম্ব না করে সন্তানকে নিয়ে ছুটে চলেছে। যাওয়ার সময় শুনতে পেলো পেছনে অনেকগুলো লোক ফিসফিস করে কথা বলছে আরবিতে। তার অন্তর কাঠ হয়ে গেলেও সে প্রাণপণে ছুটছে। কারণ হলো, এখন যদি সে পেছন ফিরে তাকায়; তবে চক্রে আবদ্ধ হয়ে যাবে। এই চক্রের ব্যাপারে ইজরা তাকে পূর্বেই সতর্ক করেছিল।

কালো জঙ্গল ভেদ করে যখন জিবরান গ্রামে প্রবেশ করলো, তখন সূর্য উঠতে শুরু করেছে। কুসুম রাঙা আলোতে ধীরে ধীরে পৃথিবী আলোকিত হচ্ছে। জিবরান কৌতূহল হয়ে পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পেলো বৃহদাকার অনেকগুলো সাদা সাপ এঁকে-বেঁকে চলে যাচ্ছে। অবশেষে তিনি বের হতে পারলেন সেই অন্ধকারের চক্র থেকে। নিজের কোলে থাকা শিশু সন্তানটিকে দেখার জন্য তার মুখ থেকে পদ্ম পাপড়ি সরালো জিবরান। গভীর ঘুমে মগ্ন শিশুটি। হঠাৎ হাওয়াতে একটি গমগম কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বাসিত হলো, ‘তিনি আনাহিতা। তিনিই মহামান্যিতা।’

‘আনাহিতা’ শব্দটি বেশ কয়েকবার হাওয়াতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে মিলিয়ে গেল। নাম শোনার সাথে সাথেই শিশুটি চোখ মেলে তাকালো। অদ্ভুত কালো মিশমিশে নয়ন তার।

অধ্যায়– তিন

বিড়ালটি সবুজ ঘাসের উপর নিজের সাদা রঙের মাথা ঘষে চলেছে। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি; বরং তুলতুলে সাদা দেহটি নিয়ে ঘাসে এক দফা গড়াগড়ি খেয়ে নিলো। দূর থেকে সেটির এসব কর্মকাণ্ড দেখতে ভালোই লাগছে আম্মিরার। রোদের কারণে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে সবকিছু।

'অল অফ ইউ স্টুডেন্টস, পে এটেনশন হেয়ার।'

প্রফেসর জিবরানের আহ্বানে সকল ছাত্র একটু নড়েচড়ে বসলো। আম্মিরাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রফেসর একবার পুরো ক্লাসরুমে চোখ বুলিয়ে বলতে শুরু করলো, 'আমি আজ তোমাদের একটা ঘটনা শোনাবো। নোরা নামের একটি মেয়ের ঘটনা। তোমাদের পুরো ঘটনাটা শুনে এর একটি চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে। তৈরি সকলে?'

প্রফেসর জিবরান হ্যাঁ-বোধক সম্মতি পেয়ে বলতে শুরু করলো, 'একটা কথা মনে রাখবে সকলে, ঘটনাটি সত্য। তবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়গুলো শুনতে বানোয়াটও লাগতে পারে। বিশ্বাস করা বা না করা পুরোটা তোমাদের মস্তিষ্কের ব্যাপার। ওয়েল, তবে শুরু করা যাক।

রেইপ বর্তমান পরিবেশে অনেকটা স্বাভাবিক ঘটনা। তবে যদি নিজের আপন ভাই ও বাবাকে কেউ নিজ রেইপের জন্য দোষারোপ করে, সেক্ষেত্রে কী বলবে? ঘটনাটির আবির্ভাব এ জায়গা থেকেই হয়েছে। বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াই দ্যাট গার্ল ওয়াজ সাসপেক্টিং হার ফাদার এন্ড ব্রাদার? সম্প্রতি এ ঘটনাটা ঘটেছে ব্রিটেনে।

নোরা নামের এক মাতৃহীন মেয়ে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বিবস্ত্র অবস্থায় আবিষ্কার করে। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কামড়, আচঁড় ও

লাল রঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পায় এবং তলপেটে প্রচণ্ড অসহনীয় ব্যথা অনুভব করে। বুঝতে বাকি থাকে না সে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অথচ রাতে তার রুমের দরজা বন্ধ ছিল। এমনকি সকাল পর্যন্ত তা বন্ধ অবস্থাতেই ছিল। কেউ যে প্রবেশ করেছে রুমে, সেরকম কোনো নির্দশন ছিল না। এমনকি একবারের জন্যও তার ঘুম ভাংঙেনি।

ঘটনাটি এমন যে, কাউকে বলাও যায় না। সেই হিসেবে নোরাও বলতে পারেনি। কারণ বাড়িতে ছেলে বলতে তার ভাই ও বাবা। বেশ কয়েকদিন টানা এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে নোরা সরাসরি তার বাবা ও ভাইয়ের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে চায়। অবশ্য সন্দেহ তীর তাদের দিকেই ছিল। দরকার ছিল স্ট্রং প্রুফের। তাই একদিন সে স্থির করলো, রাত জাগবে। যাতে সে পুরো বিষয়টা ক্যামেরাতে রেকর্ড করতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী রুমের এক জায়গায় ক্যামেরা লাগিয়ে রাখে।

ঘড়িতে যখন রাত একটা বাজে, ঠিক তখন খেয়াল করলো তার বেডরুম সুগন্ধে ভরে উঠেছে। আচমকা অন্ধকারে ধীরে ধীরে একটা অবয়ব তৈরি হলো। নোরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অবয়বটিকে দেখে। এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের বাহক সেটি। একসময় অবয়বটি বিছানার কাছে এলে শরীরে তীব্র কম্পন অনুভূত হয় নোরার। অর্থাৎ সহজ কথায় তার সাথে অবয়বটি মিলনে লিপ্ত হয়েছিল।

পরেরদিন সকালে বিষয়টির সম্পর্কে নোরা নিজের বাবা ও ভাইকে অবগত করে। তারা জিনিসটা নিকটস্থ চার্চের ফাদারকে বলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিছুদিন সব ঠিক থাকলেও কয়েকদিন পর নোরার আধখাওয়া লাশ কবরস্থানে পাওয়া যায়। পুরো বিষয়টা নিয়ে একটা প্রতিবেদনও রয়েছে। কেউ কি জানতে এ বিষয়ে?’

প্রফেসর-এর কথার কেউ উত্তর করলো না। পুরো রুমে পিনপতন নিরবতা। সকলে টানটান উত্তেজনা নিয়ে ঘটনাটি শুনছিল। এরপর কী হলো তার জন্য উৎসুক হয়ে তারা প্রফেসর-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, শুধু আম্মিরা বাদে। তার মনোযোগ ক্লাসের বাইরে সেই বিড়ালটার উপর।

আম্মিরার অমনোযোগিতা প্রফেসর জিবরানের দৃষ্টি এড়াতে পারলো না। একটু মুচকি হেসে সে বলল, ‘নোরার সাথে ঠিক কী ঘটেছিল, বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পারবে, আম্মিরা?’

নিজের নাম হুট করে শুনে হকচকিয়ে উঠলো আম্মিরা। পুরো ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী পেছন ফিরে তাকে দেখছে। তাদের তাকাতে দেখে মাথা নিচু করে ফেলল সে। বেশ অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে তাকে। চোরা চোখে একবার প্রফেসর জিবরানের

দিকে তাকালো। লোকটা হাসি হাসি মুখ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আম্মিরার কেন যেন প্রফেসর জিবরানকে অন্যরকম লাগে। কেমন যেন অদ্ভুত, তবে ভয় লাগে না। প্রফেসর প্রশ্ন করলো, 'আর ইউ ওকে, আম্মিরা?'

'ইয়েস, প্রফেসর।'

'তাহলে এটা বলো নোরার সাথে কী হয়েছিল।'

আম্মিরা কিছু একটা ভেবে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমি বলতে পারবো না কেন তার মৃত্যু ঘটেছিল। প্রথমবার শুনলাম ঘটনাটি।'

'ওহ! কিন্তু আমি যদি বলি জিন মেরেছে তাকে?'

প্রফেসরকে থামিয়ে ক্লাসের একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'জিনই যে মেরেছে তার ব্যাখ্যাটা কী? এই আধুনিক যুগে এত ধরণের মানসিক রোগ সম্বলিত খুনিদের মধ্যে আপনি কীভাবে জিনকে দায়ী করতে পারেন?'

মেয়েটির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে প্রফেসর দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো। ক্লাসের জন্য আজকের বরাদ্দকৃত সময় শেষ। এই সময়ের অধিক সে থাকে না। তাই বলল, 'তোমার প্রশ্নে উত্তর কালকে দেবো। ঘড়িতে দেখো ক্লাসের সময় শেষ।'

অধ্যায়– চার

রোদের প্রখরতা অনেকটা কমে এসেছে। এজন্য রোদ মেখে হাঁটতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না আম্মিরার। রোজকার মতো আজকেও প্রফেসরকে নিজের মনের কথাগুলো বলতে পারলো না সে। অন্তত আজকে বলা উচিত ছিল তার। কালকে রাতে সেই বিভীষিকাময় সময়ের মধ্যে দিয়ে আবার যেতে হয়েছে আম্মিরার। প্রায় দুই মাস ধরে একটা জিনিসের সম্মুখীন হচ্ছে সে। যা তাকে অনেকটা ভাবিয়ে তুলেছে। সাইন্সের সমস্ত কিছু চেষ্টা করার পর অবশেষে প্রফেসর জিবরানের নিকট এসেছে।

প্রফেসর জিবরান বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত একজন মার্কিন নাগরিক। পেশায় সাইকোলজিক্যাল টিচার। বয়সে যৌবনতার ধাপ পেরিয়েছে বহু আগে। কিন্তু কোথাও সজীবতার ছাপ রয়ে গেছে। তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে অতি-প্রাকৃতিক বিষয়ে বা মানসিক সমস্যা নিয়ে। এজন্য রোজ এক ঘন্টা তার ক্লাস করে আম্মিরা। এই এক ঘন্টা ক্লাসে সে যে বিষয়ে সব থেকে বেশি কথা বলে তা হলো 'আফারীত'। আম্মিরার এসব শুনতে ভালো লাগে না। অন্তত তার সব সমস্যা জিনের জন্য, এটা সে বিশ্বাস করতে চায় না।

আম্মিরার জন্ম তুর্কিতে। পাঁচ বছর বয়সে তার মা আমালির মৃত্যু হয়। এরপর কিছুদিন বাবা ও দাদার সাথে বাংলাদেশে থেকেছে। পরবর্তীতে তার বাবা তাকে আমেরিকায় নিয়ে আসে। সম্প্রতি আম্মিরার বাবা মৃত্যুবরণ করেছে। তার মৃত্যুর সাথে সাথে যেন আম্মিরার সুখনিদ্রা উধাও হয়ে গেছে।

গ্রোসারী শপ থেকে কিছু জিনিস কিনে রাস্তা ধরে বাসার দিকে এগিয়ে চলছে আম্মিরা। পথে একটা ছোটো কবরস্থান আছে। যদিও কখনো এটা নিয়ে ভয় পায় না সে। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ মূহূর্ত। চারপাশে ধীরে ধীরে নিরব হয়ে আসছে। কবরস্থানের গেটের সামনে হুট করে দাঁড়িয়ে পড়লো আম্মিরা। তার

চোখ ভেতরে আটকে গেছে। একটা অত্যন্ত সাদা পশমের নীল চোখের বিড়াল খুবই রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে রয়েছে ইট ভাঙা কবরের উপরে।

তার মনে পড়লো এই বিড়ালটিকে রোজ সে ক্লাসের সময় জানালা দিয়ে দেখে। হুট করে আজ কেন যেন সেটাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে মন চাইলো। এগিয়ে গিয়েও থেমে পড়লো আম্মিরা। এমন সময় কবরস্থানে প্রবেশ করা সমীচীন হবে কিনা একবার ভেবে দেখলো। পরবর্তীতে অবশ্য ভেতরে যাওয়ার সিদ্ধান্ততেই অটলে থাকলো সে।

গেট খুলে কবরস্থানে প্রবেশ করলো আম্মিরা। অচেনা মানুষ দেখে বিড়ালটি একটুও বিচলিত হলো না। পূর্বের ন্যায়ই চুপ করে বসে থাকলো। সে প্রাণীটিকে ধরতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তা লাফ দিয়ে পাশের গাছে উঠে পড়লো। মুখ দিয়ে একটা হতাশামূলক শব্দ করলো আম্মিরা। এজন্য বিড়াল প্রজাতির উপর রাগ হয়। বড্ড বেশি চঞ্চল তারা।

ভ্রুটা হালকা কুঞ্চিত করে আম্মিরা গেটের দিকে হাঁটতে লাগলো। আশেপাশে কোথাও একটা পেচা ডেকে উঠল। কেমন গা হিম করা তার ডাক। পাখির শব্দকে ছাপিয়ে একটা ঠক ঠক শব্দ হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছে কেউ হাতুড়ি দিয়ে পাথরের মেঝেতে শব্দ করছে। থেমে গিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে শব্দের উৎস খুঁজতে লাগলো সে। তার থেকে হাত দশেক দূরে একটা পাথরের তৈরি কবরের উপর কালো পোশাক পরে একজন বসে রয়েছে। ব্যক্তিটার পুরো শরীর কাপড়ে মোড়ানো। এমনকি মুখটাও আড়াল করে রাখা।

লোকটা একটা হাতুড়ি দিয়ে কবরে আঘাত করছে, যার ফলে এমন শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসের সাথে একটা বিদঘুটে গন্ধ নাকে এসে লাগলো আম্মিরার। পচা মাংসের উপর আতর ছিটিয়ে দিলে যেমন গন্ধ হয়, ঠিক তেমন। কৌতূহল হয়ে আম্মিরা সেদিকে এগিয়ে চলল। একটু দূর থেকেই সে প্রশ্ন করলো, 'হ্যালো স্যার, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং হেয়ার?'

আম্মিরা এখনো লোকটার থেকে কয়েক হাত দূরে আছে। প্রশ্নের জবাব না পাওয়ায় পুনরায় প্রশ্ন করলো, 'আর ইউ হেয়ারিং মি? হোয়াট আর ইউ ডুয়িং? হোয়াই আর ইউ হিটিং দ্য গ্রেভ উইথ দ্য হ্যামার ইন ইত্তর হ্যান্ড? ইফ দেয়ার ইজ এন ইনটেনশন টু স্টেল দ্য স্কেলেটন লিভ ইট আউট। ইন দ্যাট কেইস আই উইল কল দ্য পুলিশ।

তবুও কোনো উত্তর না দেওয়ায় একটু এগিয়ে গিয়ে সে উক্ত ব্যক্তির কাঁধে হাত রাখলো। হাতের তালুতে ভেজা থকথকে মাংসের আভাস পেলো আম্মিরা। অনেকদিন ঘা হয়ে থাকলে শরীরে যেমন পুঁজ জমে মাংস পচে জায়গাটা নরম

হয়ে যায়, ঠিক তেমন নরম ও ভেজা। ঘেন্নায় আম্মিরা হাত উঠিয়ে নিলো। হাতে দুর্গন্ধ যুক্ত চটচটে একটা পদার্থ লেগে আছে।

লোকটা এখনো স্থির হয়ে বসে রয়েছে। হাত নিজের কাপড়ে মুছে আম্মিরা আবার লোকটার মুখ দেখার চেষ্টা করলো। আচমকা একটা ঠান্ডা হাত তার হাতের কবজি ধরে ফেললো। ভয়ে আম্মিরা জোরে চিৎকার শুরু করলে একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠের কোমল স্বর শুনতে পেলো, 'স্টপ!'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটির নীল রঙের মণি দুটো হাসছে। তাতে তাকিয়েই আম্মিরার সব ভয় ভেতর থেকে উবে গেল। তুষারের ন্যায় শুভ্র, অদ্ভুত মোহময় দুটি নীল আঁখি, তাও ঘনপল্লবে ঘেরা, কেশর রঙের ঠোঁটে মৃদু হাসি। বিশালকার দেহ এবং অন্যরকম ঠান্ডা দুটো হাত। পুরো পরিবেশ আলাদা আতরের গন্ধে ভরে গেছে। ব্যক্তিটির উপস্থিততেই পুরো পরিবেশের অনুভূতিটুকুও পালটে গেছে।

'মনে হচ্ছে, আপনি বেশ ভয় পেয়েছিলেন।'

'একটুও না, প্রফেসর।'

কবরের উপর বসে থাকা ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে গেছে। এসমাদ শুধু তার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলো। বিনা বাক্য ব্যয়ে তখনই শান্ত ধীরে ব্যক্তিটি চলে গেল। তার হাঁটার ভঙ্গিও কেমন যেন অদ্ভুত।

'লোকটা কী ডেমন ছিল, প্রফেসর? নাকি কঙ্কাল চুরি করতে এসেছিল?'

'ঠিক বলেছেন, দুটোর একটা হবেই। এখন আমি না এলে মেরে ফেলতো আপনাকে! মেয়ে সাহস তো কম নয় দেখছি?'

দ্বন্দ্বমাখা কণ্ঠে আম্মিরা বলল, 'একথা কেন বলছেন, প্রফেসর? আমি এখানে একটা বিড়ালের জন্য এসেছিলাম মাত্র।'

'আহা! তা বিড়ালটা আপনাকে পাত্তা দিলো না তো?'

'তা নয় অবশ্য, কিন্তু আপনি এখানে কেন এলেন?'

'বাড়ি ফিরে যান।'

'যাচ্ছি।'

'আর একটা কথা- এটা ড্যান্স ফেস্টিবল নয়, কবরস্থান। যখন তখন ঢুকবেন না।'

আম্মিরার মনটা খারাপ হয়ে গেল, 'প্রফেসর এভাবে না বললেও পারতেন।'

সে এসমাদের থেকে কোনো বিদায় বাক্য না শুনেই কবরস্থান থেকে বের হয়ে এলো। তার যাওয়ার পথে এসমাদ এক দৃষ্টিতে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে হেঁটে কবরস্থানের আরও ভেতরে চলে গেল।

অধ্যায়– পাঁচ

গভীর ঘুমে মগ্ন থেকেও আম্মিরা পানির ছলছল আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। পানির শব্দের সাথে তার শরীরটাও হালকা দুলছে। চোখের পাতা দুটো খুলে যাওয়ার জন্য যেন একে অপরের সাথে যুদ্ধে মেতে উঠেছে। হুট করে জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে চোখ খুলে ফেললো আম্মিরা। একটি দোদুল্যমান নৌকার পাটাতনে গুটি মেরে শুয়ে আছে সে। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে মিনিটখানেক সময় লাগলো তার।

আশেপাশে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলো, সে মাঝ সমুদ্রে এক নৌকায় শুয়ে আছে। নৌকার অপরপ্রান্তে সন্ধ্যায় কবরস্থানে দেখা সেই ব্যক্তিটি বসে আছে। আম্মিরা অবাক হয়ে গেল, কারণ সে তার রুমে ডিভানের উপর ঘুমাচ্ছিল। ভীত কণ্ঠে সে লোকটির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো, এগেইন ইউ।'

লোকটিকে তার স্বভাব সুলভ আচরণে চুপ করে থাকলো। তা দেখে আবার প্রশ্ন করলো আম্মিরা, 'স্যার, প্লিজ সে সামথিং। হু আর ইউ এন্ড হোয়াট এম আই ডুয়িং হেয়ার।'

নৌকা আগে থেকেই মাঝ সমুদ্রে থেমে ছিল। এবার লোকটি তা চালানো শুরু করলো। সাথে একটি ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর তার গলা দিয়ে উদ্ভাসিত হলো, 'সে আসছে।'

'মানে? কে আসছে?'

আকস্মিকভাবে ব্যক্তিটি আম্মিরার একদম মুখের সামনে ঝুঁকে এলো। এই প্রথম আম্মিরা তার পূর্ণ রূপ দেখতে পেলো। কেমন বিদঘুটে রূপ। গা থেকে ভুরভুরে এক পচা গন্ধ আসছে। পেট গুলিয়ে সব বের হয়ে আসতে চাচ্ছে আম্মিরার। তাকে এখন ব্যক্তি নয়, অবয়ব বলা চলে। অবয়বটির হাতে জায়গায় জায়গায় মাংসবিহীন একটি শিশুদেহ ধরে রাখা। শিশুটি যে এখনো জীবন্ত, তা

বোঝা যাচ্ছে। বাচ্চাটির ঘাড়ে মুরগির রানের মতো একটা কামড় বসিয়ে আম্মিরার উদ্দেশ্য আবার বলল, 'সে আসছে।'

কিছু সময় ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে আম্মিরা জোরে একটা চিৎকার দিলো। তার চিৎকারের সাথে মিলিয়ে অবয়বটি হাসছে। বিকট হাসি। হন্তদন্ত হয়ে উঠে বসলো আম্মিরা। হাত পা কাঁপছে তার। আবার সেরকম স্বপ্ন।

পাতার মরমর আওয়াজটাকে কুকুরের আয়েশ করে হাড় চিবুনোর মতো মনে হচ্ছে। বাসার ব্যাক ইয়ার্ডে কোনো প্রাণী এসেছে হয়তো। ব্যালকনির ডিভানে বসে রয়েছে আম্মিরা। একটু আগের ঘটনাতে তার শরীরটা বেশ নেতিয়ে পড়েছে। উঠে রুমে গিয়ে ঘুমানো যেন তার নিকট পাহাড় ভাঙার মতো কষ্টের। পাতার আওয়াজটা ক্রমশ পরিবেশকে ভারী করে তুলছে। ক্রমাগত সামনের অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আম্মিরার চোখ দিয়ে পানি বের হওয়ার উপক্রম।

তার সমস্যাটা খুব বেশিদিন শুরু হয়নি। সমস্যাটা হলো– একটু আগে নৌকার ঘটনাটা স্বপ্ন ছিল নাকি বাস্তব, তা ঠাহর করতে পারছে না। রোজই এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। অথচ তা স্বপ্ন নাকি বাস্তব, সেটার পার্থক্য করা যায় না।

গলাটা লেগে এসেছে আম্মিরার। তখনকার চিৎকারটা যদি সত্য হয়, তবে কীভাবে সে এখন নিজের রুমে? মাঝেমধ্যে তার মনে হয় সে সিজোফ্রেনিয়াতে ভুগছে। অথচ ডক্টররা বলেছে তার সব ঠিক। শেষে নিরুপায় হয়ে সবটা প্রফেসর জিবরানকে জানানো উচিত বলে মনে করছে। সাইন্স মাঝেমধ্যে কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেমন- মৃত্যুর রহস্য যদি ব্যাখ্যা করতে পারতো, তবে তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ খুঁজে বের করে সকল প্রাণী অমর হয়ে যেত।

'আম্মি ডিয়ার!'

ডিভান থেকে মাথা উঠিয়ে আম্মিরা দেখতে পেলো তার সামনে প্রৌঢ়া একজন মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে হাসি হাসি মুখ করে উঠে বসলো আম্মিরা। সে বলল, 'ওসনে, কাম সিট হেয়ার।'

ওসনে অনেক আগে থেকে আম্মিরাদের বাড়িতে ভৃত্য হিসেবে রয়েছে। বয়স বর্তমানে পঞ্চাশের কোঠায়। খুবই বিশ্বস্ত। সেজন্য হয়তো বাপ-মা মরা বাইশ বছর বয়সি আম্মিরাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। ওসনের জন্মগত ভূমি হচ্ছে তুর্কি। মাথায় সবসময় তার নীল রঙের একটি স্কার্ফ বাঁধা থাকে।

ওসনে আম্মিরার পাশে এসে বসলো। গভীর মমতায় দু'হাত বাড়িয়ে ওর মাথাটা রাখলো নিজের কাঁধে। সে বলল, 'ডোন্ট অরি ডিয়ার। আওয়ার ক্রিয়েটর ইজ অলয়েজ উইথ আস। হ্যাঁভ ফেথ ইন হিম।'

আম্মিরা কোনো জবাব দিলো না। সান্ত্বনামূলক বাণীতেও এখন বড্ড কষ্ট লাগে। তার বাবা মরে যাওয়ার পর থেকে এসবই শুনতে হচ্ছে। ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। ভোর হতে চলেছে, এক নতুন ভোর। নতুন দিন।

অধ্যায়– ছয়

কাঁচের অভ্যন্তরে অবস্থিত অগ্নিশিখাটি জ্বলজ্বল করে নিজের আলো প্রকাশিত করছে। হলুদ রঙের আলোতে পুরো কক্ষ ভরে উঠেছে। সদ্য অভিষেকপ্রাপ্ত বাদশাহ নুরাইন যুদ্ধের কলাকৌশল কষতে ব্যস্ত। তার সামনে বড়ো করে যুদ্ধের ছক আঁকা আছে। সেখানে ছোটো ছোটো সৈন্যের আকৃতি পুতুল-ঘোড়া-হাতি সবই একটা সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে সাজানো। নুরাইন তার ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত করে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। যুদ্ধের এই কৌশলটাতে হয়তো তার মনঃসংযোগ ঘটেনি।

'দেখছি, অভিষেকপ্রাপ্ত হয়েই বাদশাহ যুদ্ধের চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন!' নারীকণ্ঠ শুনে নুরাইন পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসলো। হাসার সময় তার মুখের ঠোঁটের আশপাশ দিয়ে সুন্দর একটি রেখার সৃষ্টি হলো। অভিমানী কণ্ঠে বললেন, 'মাতা! দয়া করে আপনি আমাকে বাদশাহ সম্বোধন করে উপহাস করবেন না।'

নুরাইনের মাতা হুমেরা নিজের হাতের কারুকার্যখচিত রুপোর থালাটি একটি জায়গায় রাখলেন। তারপর বললেন, 'বাদশাহ সম্বোধন তো সম্মানের, যুবরাজ। এতে অবশ্যই উপহাসের কিছু নেই। আপনি তো কোনো পেয়াদাকে কখনো বাদশাহ বলে সম্বোধন করবেন না। যদি তার নামটা বাদশাহ না হয়।'

হুমেরার কথায় হেসে উঠলেন নুরাইন। হাত থেকে রুপোর তৈরি থালাটি রেখে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি ভুল বললেন, আমাদের জাতিতে কারও নাম বাদশাহ হয় না। এরকম নীতি দেখেছি আমি ইনসানদের মধ্যে। তারা নিজেদের নাম বাদশাহ, রাজা, যুবরাজ, রাজকুমার, রাজকন্যা রাখতে বেশ তৃপ্তিবোধ করে।'

'তারা আশরাফুল মাখলুকাত, এজন্য হয়তো এমন নাম রাখেন। আপনি এখানে বসুন। আপনার জন্য মিষ্টান্ন নিয়ে এলাম। উৎসবের সময় তো কিছু খেলেন না।'

নুরাইন মায়ের সাথে একটি আসনে বসলেন। তার রুমের সবকিছুই হীরা দিয়ে নির্মিত। হুমেরা একটি ছোট্ট থালায় করে মিষ্টান্ন নুরাইনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আপনার উচিত এখন নিজের বিবাহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। শাহাজাদী জেস্মিয়া কিন্তু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।'

নুরাইন একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, 'মাতা, এখন আমি বিবাহ নিয়ে চিন্তাগ্রস্থ নই।'

'কিন্তু আপনার উচিত এ বিষয় নিয়ে একটু ভেবে-চিন্তে দেখা।'

হুমেরা একবার যুদ্ধের ছকের দিকে তাকালেন। কপালে ভাজ টেনে বললেন, 'আপনি কি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছেন? সামুম গোত্রের জিনরা কিন্তু কারও সাথে যুদ্ধে মেতে উঠে না।'

'আমি এ বিষয়ে অবগত, মাতা। আমরা জিনদের মধ্যে অন্যতম ও সেরা। তবে যুদ্ধ অদূর ভবিষ্যতে একবার সংঘটিত হবে। তাও স্বয়ং মহামান্যের সঙ্গে!'

হুমেরা চমকে উঠলেন। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তার পুত্র নুরাইন একটা আজব সংবাদ শুনিয়ে দিলেন তাকে। গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আপনি এই আশঙ্কা কেন করছেন?'

'অবশ্যই একটি কারণ রয়েছে। এবং তা মহামানিনীকে ঘিরে।'

'মহামান্য ইফ্রীত্ব হলে কী হবে। তিনি সমস্ত জিন জাতির কল্যাণ করেছেন। এমনকি ঘৌল ও গইলানদেরও। তবে তারা কেন আফারীতদের এত বিরোধীতা করে বোধগম্য হয় না।'

'এজন্য পূর্ণ কারণ হলো, ইফ্রীত্বরা চরম অভিশপ্ত ও পাপী। মহামান্য স্ব-জাতির মধ্যে কিছু সংখ্যক বাদে আর কাউকে উচিত বা অনুচিত বোঝাতে সক্ষম হননি, সেই হিসেবে তারা তো শয়তানের মতোই।'

'আল্লাহের উপর ভরসা রাখুন, নুরাইন। তিনি উত্তম।'

'অবশ্যই সর্বসেরা উত্তম দানকারী। তবে মহামান্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কারও জন্য মঙ্গলদায়ক হবে না।'

'আমি জানি, মাতা। তবে আমি না চাইতেও এটা হয়ে যাবে। যখন মহামানিনী মুক্ত হবেন।'

কাঁচের পাত্রে থাকা অগ্নিশিখাটি নিভু নিভু পর্যায়ে চলে এসেছে। নুরাইন উঠে গিয়ে তাতে আরও তেল ঢেলে দিলেন। এমন সময় তার চোখ পড়লো সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা জেস্মিয়ার উপর। নুরাইনকে দেখেই যিনি মাথা নিচু করে চলে গেলেন। আচমকা নুরাইনের মনে হলো, তিনি ও জেস্মিয়া একই রঙ ও ধরণের পোশাক পরিধান করে আছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পুরো দাওয়াতের অনুষ্ঠানে একবারও সেটা খেয়াল করেনি নুরাইন।

অধ্যায়– সাত

আজকে রোদ অনেকটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আম্মিরা ছোটোবেলা থেকেই রোদের প্রখরতা তেমন সহ্য করতে পারে না। আলোতে এলেই গায়ের চামড়াতে সূক্ষ্ম এক ধরণের ব্যথা অনুভূত হয়। দ্রুত গতিতে পা ফেলে সে ছায়ায় এসে দাঁড়ালো। সামনে এসমাদ দাঁড়িয়ে থেকে একটা ছেলের সাথে কথা বলছে। কালকে কবরস্থানে ওই কথাটা বলার পর থেকে ভালো লাগছে না আম্মিরার। জীবনে প্রথমবার ডান্স ফ্যাস্টিবলে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটাই বাজে ছিল। তার থেকেও বাজে প্রফেসরের বারবার খোঁচা মেরে কথা বলা।

এসমাদ একবার তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটাকে কিছু বলল। ছেলেটি ঘুরে একবার আম্মিরাকে দেখে নিলো। বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো সে। কারণ তাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। কিছু না বলে মাথা নিচু করে ক্লাস রুমে ঢুকে পড়লো আম্মিরা।

আম্মিরার নিজস্ব একটা ডেস্ক আছে। যাতে সে রোজ এসে বসে। আজকে শুধু সে একা নয়, প্রফেসরের সাথে কথা বলতে থাকা ছেলেটিও এসে বসেছে। বিষয়টা ভালো লাগলো না আম্মিরার। তবুও মেনে নিলো। যেহেতু সে ক্লাসের একমাত্র স্টুডেন্ট না। আড়চোখে এবার ছেলেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা শুরু করলো আম্মিরা। সজারুর কাটার মতো চুল, ধবধবে সাদা গায়ের চামড়া একদম মনে হয় শরীরে রক্ত নেই। চোখের মণি হালকা সবুজ, পাপড়ীগুলো অনেক বড়ো বড়ো মনে হচ্ছে, চোখে প্রাকৃতিক সুরমা লাগানো। ঠোঁট দুটোতে মনে হয় পাঁকা জাম কেউ ঘষে দিয়েছে।

তাকে এভাবে দেখতে দেখে ছেলেটি বলল, 'আমাকে এত পর্যবেক্ষণের কিছু হয়নি।'

হকচকিয়ে উঠলো আম্মিরা। আস্তে করে বলল, 'সরি!'

'আপনি যায়তুনের তেল মাখেন?'

'মানে? জি হ্যাঁ।'

তেতে উঠলো এবার ছেলেটি। 'অসহ্য! যায়তুনের তেল মেখে এই জিবাদের কাছে আর আসবেন না।'

আকস্মিক এমন ব্যবহারে কী বলবে আম্মিরা বুঝতে পারলো না। প্রশ্ন করল সে, 'জিবাদ কে?'

'আমি জিবাদ।'

'তো আমি কি আপনার পাশে এসে বসেছি নাকি আপনি আমার পাশে এসেছেন?'

'এজন্য নারীরা অসহ্য হয়! এসেছিলাম চলে যাচ্ছি।' কথাটা বলে জিবাদ উঠে গেল। বেশ অবাক হলো আম্মিরা তার এমন ব্যবহারে। কখন বলা শুরু করলো আর কোন সময় শেষ করলো, কিছুই বুঝা গেল না। ততক্ষণে এসমাদ এসে গেছে।

এসমাদ পেশায় একজন এপ্লায়েড ফিজিক্স প্রফেসর। অথচ তার পোশাক বা চলার ধরণ দেখলে মনে হবে, সে একজন ক্লাসিক্যাল সাহিত্যিক। ক্লাসে ঢুকেই পড়ানো শুরু করে দিলো সে। আম্মিরার এটা ভালো লাগে না। একটা গোপন ব্যাপার রয়েছে তার মধ্যে এসমাদকে নিয়ে। সেটাকে ভালোবাসা বলে? হয়তো তা সুপ্ত ভালোবাসা।

'নেচার এন্ড ফিজিক্স কমপ্লিমেন্ট ইচ আদার। প্রকৃতির বিষয়গুলোর উপর গবেষণার ফলেই বিজ্ঞানীরা দিনে দিনে পদার্থতে এত প্রকার উন্নতি করছে। যদিও এখন আর সেরকম ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা হয় না। তবে গবেষণা করার লোকেরও কিন্তু অভাব নেই। এখন রোজ রোজ তো আর নিউটনের মাথায় আপেল পড়বে না।'

এসমাদের কথায় পুরো ক্লাস হেসে উঠলো। একটা মেয়ে এসমাদের উদ্দেশ্য বলে উঠলো, 'প্রফেসর, আপনি বললেন প্রকৃতি এবং পদার্থবিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। তবে ধরে নিতেই হয়, সেদিন প্রকৃতি ইচ্ছা করেই নিউটনের মাথায় আপেল ফেলেছিল!'

'হতেও পারে। আমরা তো আর প্রকৃতির রহস্যগুলো সম্পর্কে জানি না। এখনো অনেক তথ্য অজানা আছে।'

'এলিয়ানরাও কি তবে পদার্থ বিজ্ঞানের অংশ?' সেই মেয়েটিই প্রশ্ন করল।

এসমাদ একটু ভেবে উত্তর দিলো, 'হিউম্যানদের মধ্যে কেউ এখনো এলিয়েন দেখেনি। তাদের উপর গবেষণা করা তো দূরে থাক। আগে তাদের দেখা পাক। তখন বিবেচনা করা যাবে।'

ক্লাসে আরও কিছু সময় কথা বলে এসমাদ বের হয়ে এলো। একবারও আম্মিরার দিকে তাকায়নি সে। ডেস্ক থেকে উঠে আম্মিরা লাইব্রেরির দিকে হাঁটা আরম্ভ করলো।

এই ভার্সিটি যিনি তৈরি করেছিলেন, সেই স্যার জর্জ অরওয়েল উন্মাদ ছিলেন। তার ভাষ্যমতে, কবরস্থানে কোনো কোলাহল নেই। তার পাশে বই পড়া প্রশান্তিময় হবে। লাইব্রেরি আজকে বেশ নিরব। মাঝের সারির দুই সেলফের মধ্যে বই খুঁজে চলেছে আম্মিরা। বাতাসের সাথে আচমকা কানে একটা শব্দ এসে লাগলো। কালকের সন্ধ্যায় শোনা সেই ঠক ঠক আওয়াজটি চারিদিকে কোথাও থেকে শোনা যাচ্ছে। তড়িত গতিতে সে আশেপাশে তাকালো।

সেলফের একপাশে কালকের সেই অবয়বটা বসে রয়েছে। তার সামনে ডিকম্পোস্ট হয়ে যাওয়া আধ খাওয়া একটি লাশ। যাতে হাতুড়ি দিয়ে থেতলে থেতলে মাংস ছাড়াচ্ছে এবং তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে অবয়বটি। সেখান থেকে তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছে। আম্মিরা এক মিনিটও দেরি না করে যেই দৌড়ে বেরিয়ে যেতে চাইলো, ঠিক তখনই অবয়বটি ছুটে এসে তার মাথার চুল টেনে ধরে। ব্যথায় কোঁকিয়ে ওঠে আম্মিরা। ঘাম ছুটে গেছে তার। অবয়বটি নিজের মুখ আম্মিরার কাছে টেনে আনলো। সেখান থেকে পচা তীব্র রক্তের গন্ধে বমি আসার উপক্রম। আবার সেই কণ্ঠে অবয়বটি আম্মিরার উদ্দেশ্য বলল, 'সে এসেছে।'

আম্মিরার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে গন্ধে। কী অসহ্য গন্ধ! 'লিভ মি। আপনি কে? আর কী বলছেন?'

'সে এসেছে।'

'কে আপনি। ছাড়েন আমাকে।'

অবয়বটি তার দুর্গন্ধ যুক্ত জিহ্বা দিয়ে আম্মিরার কান চেটে বলল, 'ঘৌল।'

সাথে সাথে আম্মিরাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে অবয়বটা বিরাট কদাকার সাপের রূপ ধারণ করল। ভয়ে সে চিকৎকার করতে মুখ খুলায় সাপটি নিজের মাথা তার মুখে ঢুকিয়ে দিলো। না উগড়াতে পারছে, না গিলতে পারছে আম্মিরা। সাপটা ক্রমশ তার ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। চোখে অন্ধকার দেখছে আম্মিরা। মনে হয় বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে তার। সাপটাকে নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লো। কাতড়াচ্ছে সে। ঠিক এসময় এক জাদুকরী কণ্ঠ ভেসে এলো তার কানে, 'আর ইউ ওকে, মিস?'

চারপাশে সব ঠিক। আম্মিরার মুখের উপর ঝুঁকে আছে জিবাদ। আশেপাশে তাকালো আম্মিরা, কেউ নেই। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে উঠার চেষ্টা করলো। যেই জিবাদ তার দিকে হাত বাড়াবে অমনি কোথা থেকে যেন এসমাদ এসে তাকে কোলে তুলে নিলো। জিবাদকে ঝলসানো চোখ রাঙানি দিয়ে আম্মিরাকে নিয়ে এসমাদ চলে যাচ্ছিল, তখন পেছন থেকে জিবাদ বলল, 'আমি এসেছি!'

এসমাদ কিছু বলল না। সে যাওয়ার পর জিবাদ পরিবেশটা কিছু সময় অবলোকন করল। বিষয়টা বুঝতে পেরে সে খুব চিন্তিত হলো। সেখান থেকে চলে যাবে, ঠিক তখন পেছন থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলো। ঘুরে যাকে দেখলো, তাকে চেনে জিবাদ। কিছুসময় সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে জিবাদের সামনে থাকা ব্যক্তিটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

অধ্যায়– আট

আম্মিরার একগুচ্ছ চুল বড্ড পীড়া দিচ্ছে এসমাদকে। তার কাঁধে মাথা রেখে সিটে বসে আছে আম্মিরা। এক হাত দিয়ে সে গাড়ি চালাচ্ছে। একবার চোখ ঘুরিয়ে ওর মুখটা দেখলো এসমাদ। পরম শান্তিতে চোখ বুজে আছে সে। অসুস্থ থাকায় এসমাদ তাকে প্রফেসর জিবরানের বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে।

'জানেন, প্রত্যেক মানুষের রক্তে আলাদা সুগন্ধ আছে?' আম্মিরা মৃদু শব্দ করলো। তাতে বুঝা গেল না যে, হ্যাঁ নাকি না বলল। অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে বিধায় আম্মিরাকে পৌঁছে দিতে এসেছে।

লাইব্রেরির ঘটনাটিতে সে যথেষ্ট বিপর্যস্ত, তা বুঝতে পারছে এসমাদ। মুখে এক ধরণের পিচ্ছিল বিদঘুটে স্বাদ অনুভব হচ্ছে আম্মিরার। একবার পানি দিয়ে কুলি না করলে ভালো লাগবে না। এসমাদ সবসময় সুগন্ধি হিসেবে আতর ব্যবহার করে। স্নিগ্ধ পবিত্র সুগন্ধ সবসময় তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখে। নাকে সুগন্ধিযুক্ত আতরের গন্ধ এবং মুখে বিদঘুটে স্বাদ। বিষয়টা মোটেও সুখকর নয় আম্মিরার নিকট।

'যায়তুনের তেল মেখেছেন, আম্মিরা?'

'হুঁহ।'

'বাহ! এটা সবসময় মাখবেন। জানেন, যায়তুন একটা বরকতময় ফল। আল্লাহ তায়ালা সুরা তীন-এ যায়তুন-এর কসম খেয়েছেন। এবং এ তেল খেতে ও মালিশ করতে বলেছেন। নিশ্চয় এ তেল পরম উপাদেয়।'

'আপনি মাখেন?'

'দুঃখিত। আমার এলার্জি রয়েছে এ তেলে।'

এলার্জি কথাটা শুনে আম্মিরা ছিটকে দূরে সরে গেল। এসমাদ অবাক হয়ে একবার তার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভিং এ মনোযোগ দিলো।

'আপনার এলার্জি। তাই দূরে থাকাই শ্রেয়।'

বুকে হালকা দোলা তুলিয়ে হাসলো এসমাদ। 'ঠিক বলেছেন, আমার থেকে দূরে অবস্থান করাই শ্রেয়।'

বাক্যটি শুনে আম্মিরা মাথা তুলে তার দিকে তাকালো। এত কাছ থেকে সে খুব কমই এসমাদকে দেখেছে। তার ভ্রুগুলো বারবার কুঞ্চিত হয়ে একেক সময় একেক আকার ধারণ করছে। যেন ভ্রুযুগল দিয়ে কোনো কঠিন হিসেব কষতে ব্যস্ত। এসমাদ প্রশ্ন করল, 'কী দেখছেন এরকম করে, আম্মিরা?'

'আপনার ভ্রুযুগলের নৃত্য।'

'তাই নাকি? ভ্রুযুগুলের নৃত্যও হয়?'

'হয়। আপনি করছেন এখন।'

এসমাদ প্রসঙ্গ পালটানোর প্রয়োজন অনুভব করল, 'কিছু খাবেন?'

'উহুঁ! প্রফেসরের বাড়ির কাছেই তো এসে পড়েছি। এখন শুধু একটু পানি পান করব।'

কিছু সময় দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে থাকলো। গাড়ির জানালা ভেদ করে কুসুম রঙের আলো এসে আম্মিরার চোখে-মুখে লুটোপুটি খাচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত উষ্ণতা আসাদনে ব্যস্ত।

গাড়ি চলে এসেছে তাদের গন্তব্যে। এসমাদ গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে আম্মিরার উদ্দেশ্য বলল, 'নামুন। প্রফেসরের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে হয়তো।'

আম্মিরা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়লো। এসমাদের সাথে সময়টা তো ভালোই কাটছিল। কিন্তু ভালো লাগার সময়টুকু ক্ষণিক হওয়া প্রয়োজন। তবে তার স্থায়িত্ব অনেকদিন পর্যন্ত থেকে যায়। এসমাদের গায়ের সুগন্ধ বুক ভরে নিয়ে আম্মিরা নামতে যাবে, তখন হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিলো সে। নিজের গলা থেকে একটা নীল রঙের লকেট খুলে তা আম্মিরার গলায় পরিয়ে দিলো। লকেটটা স্পর্শ করে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আম্মিরা, 'হঠাৎ লকেট কেন?'

'এমনিতে। কালকে সন্ধ্যায় সেই কথাটা বলার জন্য দুঃখিত। এজন্য দিলাম।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝতে হবে না। এটা গলা থেকে খুলবেন না।' কথাটা বলে এসমাদ আম্মিরার গলায় একবার ফুঁ দিলো। কেঁপে উঠলো ওর শরীর।

লোকটার ধাক্কায় আম্মিরার হাত কেটে গেছে। অথচ আশেপাশে কোনো ধারালো যুক্ত বস্তু ছিল না। এক হাত দিয়ে নিজের ক্ষতস্থান আগলে রেখে উঠে দাঁড়ালো আম্মিরা। একটু ধাতস্থ হয়ে সামনে তাকিয়ে দেখলো এক নীল চোখের বিশাল বক্ষের সুপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ের রঙ একদম ধবধবে সাদা।

আম্মিরা তাকে দেখে বেশ অবাক হলো, কারণ ব্যক্তিটার আদল কিছুটা এসমাদের মতো। গা থেকে সেই একই ধরণের সুগন্ধি ছুটছে। অথচ মাঝখানে অতীব ক্ষীণ একটা পার্থক্য রয়েছে, যা দুটো গন্ধকে আলাদা করে। টকটকে লাল অধর ঈষৎ ফাঁক করে থমথমে ভারী গলায় আগন্তুক আম্মিরার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমাকে মাফ করবেন, ম্যাম। আমি অতীব দুঃখিত। আপনার কি খুব আঘাত লেগেছে?'

'দুঃখিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি, স্যার। আমি ঠিক আছি।'

'তবুও আমি ক্ষমা আশা করছি।'

আম্মিরা খেয়াল করলো, কথাগুলো বলার সময় ব্যক্তিটি নিচের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একবারও ওর দিকে তাকালেন না। লোকটার হাতে সাদা এক টুকরো কাপড়। যাতে রক্ত লেগে আছে। আম্মিরা বুঝতে পারলো কাপড়ে কোনো ধারালো বস্তু লাগানো রয়েছে। যার ঘর্ষণেই সে ব্যথা পেয়েছে। সে একটু কৌতূহল হয়েই সামনে থাকা ব্যক্তিটাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি প্রফেসর এসমাদের কিছু লাগেন? না মানে আপনাকে তার মতো কিছুটা দেখতে।'

আম্মিরার প্রশ্ন শুনে লোকটা কিছু বললেন না। তার ভাবভঙ্গি কেমন যেন নির্বিকার, প্রতিক্রিয়াহীন ছিল। নীল চোখ দিয়ে এক শীতর চাহনির বাণ তার দিকে ছুড়ে দিয়ে তড়িত গতিতে জায়গা প্রস্থান করলেন।

অধ্যায়– নয়

প্রফেসর জিবরান আম্মিরার হাতে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে। তখন আঘাতের জায়গা বড়ো মনে না হলেও, এখন বুঝা যাচ্ছে অনেকটা কেটে গেছে। ব্যান্ডেজ করতে করতে প্রফেসর জিবরান বলল, 'রক্ত মানবদেহের সামান্যতম একটি অংশ, অথচ তা নির্গত হয়ে মানুষকেই ভীত করতে সক্ষম। আচ্ছা, নোরার বিষয়ে কে যেন কালকে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে?'

ক্লাসের একপাশ থেকে লিন্ডা নামের মেয়েটি হাত উঁচু করে প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তা দেখে প্রফেসর বলল, 'বলো, লিন্ডা।'

'আমি নোরার ব্যাপারে গুগলে খোঁজ নিয়েছি, সেখানে লেখা- তার ভাই তাকে হত্যা করেছিল। তবে হত্যা করার নাকি অভিপ্রায় ছিল না তার ভাইয়ের।'

আম্মিরার ব্যান্ডেজ করা শেষ হয়েছে বিধায় জিবরান উঠে ঔষধের বক্সটা এক জায়গায় রাখতে রাখতে বলল, 'ঠিক, তার ভাই মেরেছিল বলা আছে, কিন্তু এটাও লেখা আছে, "আধখাওয়া লাশ পাওয়া গিয়েছিল।"'

'সেটা তো কোনো প্রাণীর কাজও হতে পারে। আইমিন অচেতন অবস্থায় ছিল যেহেতু।'

'আমি এটা বলব না। কারণ পুরো শরীরে এক ফোঁটা রক্তও ছিল না। এমনকি তার ভাই মাথার যেখানে আঘাত করে সেখানেও রক্তের ছিটেফোঁটাও ছিল না।'

হঠাৎ একটা স্টুডেন্ট বিদ্রুপ করে বলল, 'তবে ভ্যাম্পায়ার মেরেছে বোধহয়!'

'ইয়েস, ভ্যাম্পায়ার। কিন্তু তার সঠিক নাম হচ্ছে ঘৌল জিন।'

'ঘৌল' শব্দটা শুনে চমকে উঠলো আম্মিরা। আজকে লাইব্রেরিতেও সেই অবয়বটা 'ঘৌল' শব্দটা উচ্চারণ করেছিল। প্রফেসর জিবরানও বলছে এখন।

বেশ নড়েচড়ে বসলো আম্মিরা। এবং মনোযোগ দিয়ে প্রফেসর জিবরানের কথাগুলো শুনছে।

'পারস্য ইতিহাসের মতে, ঘৌল একধরণের সাধারণত খারাপ জিন। বলতে গেলে এক প্রকার শয়তান। প্রাচীন আরব্য রজনীর ১০০১-এ এই ঘৌলের কথা উল্লেখ আছে। নারী ঘৌলকে বলা হয় ঘুলা। এরা সাধারণত নরখাদক হয়।'

ঠিক এসময় ক্লাসে উপস্থিত আরেক ছাত্র প্রশ্ন করল, 'তাহলে বলতে চাচ্ছেন, নোরাকে ঘৌল মেরেছে?'

'হ্যাঁ, কারণ এভাবে শরীরে সমস্ত রক্ত শেষ করে শুধু ঘৌলরা মারতে পারে। যদিও প্রমাণিত নয়; তবুও অনেকের মতে এদের খচ্চরের মতো পা এবং ছাগলের মতো শিং রয়েছে। নরমাংস খাওয়া এদের স্বভাব। এজন্য নির্জন জায়গা ও কবরস্থানে বসবাস করে। নোরার ভাই তাকে আঘাত করে কবরস্থানেই রেখে গিয়েছিল। যার দরুণ ঘৌল প্রজাতির এক জিন আরামসে তাকে খাদ্যতে রূপান্তরিত করতে পেরেছে।'

'আর ধর্ষণ?'

'ওটা ইফরীত্বের কাজ। তাদের যে নারীকে পছন্দ হয়, তারা তার সাথে মিলিত হন। বুঝলে, নোরার ভাগ্যটাই মরিচে ধরা ছিল। জিনরা এজন্য সবসময় তার আশেপাশে থেকেছে।'

'কিন্তু প্রফেসর, আপনি এত নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছেন যে, জিনই মেরেছে।'

'এ পৃথিবীর কোনো কিছুই একদম সঠিক করে বলা যায় না। কী হয়েছে না হয়েছে তা শুধু অনুমান। যেমন- এক অনুমান পুলিশ করেন, এক অনুমান আমি।' কথাটা বলে প্রফেসর বিজয়ী সূচক হাসি হাসল।

প্রফেসর জিবরানের কথা শুনে বেশ ঘামছে আম্মিরা। যে অবয়বটাকে সে দেখেছে তারও পা খচ্চরের মতো এবং মাথায় শিং ছিল। তাহলে সে যাকে দেখে ওটা একটা জিন!

'ডিয়ার! কী ভাবছো? সবাই চলে গেছে, তুমি যাবে না?'

প্রফেসরের ডাকে আম্মিরা মুখ তুলে তাকালো। এত সময় ধরে তার মাথার ভেতর নানান চিন্তা-ভাবনা ঘুরছিল। আম্মিরার চোখে অশ্রু টলমল করছে। পুরো ক্লাস ফাঁকা। সে মুখ খুলে বলল, 'প্রফেসর! আসলে...'

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রফেসর হালকা হাসল। বলল, 'আল্লাহ সুবাহানতায়ালা ভালো-মন্দ মিশিয়ে সৃষ্টি জগত তৈরি করেছেন। খারাপ আছে তো ভালোও আছে। শুধু অসীম শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে চলতে হবে।'

'কিন্তু?'

‘এসমাদ আছে, আম্মিরা। গলা থেকে ওটা খুলবে না। আর এ পানি রাখো। এটা পবিত্র জমজম কূপের পানি। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।’

একটা সাদা শুভ্র কাঁচের বোতল আম্মিরার দিকে এগিয়ে দিলো জিবরান। বোতলটার গায়ে নানারকম আরবি হরফ লেখা। আচমকা ওর চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু কাঁচের বোতলের গায়ে এসে গড়িয়ে পড়লো। এভাবে আরও দু'তিন ফোঁটা।

গভীর রাত। আম্মিরা এখনো জেগে নেট ঘাটাঘাটি করতে ব্যস্ত। অজানাকে জানার দারুণ পিপাসী সে। তার বাবার লাইব্রেরিতে অনেকগুলো বই আছে, যার বেশিরভাগই তার পঠিত। উইকিপিডিয়াতে Urban Legend লিখে সার্চ করলো আম্মিরা। বেশ কতগুলো আর্টিকেল, পুরোনো ছবি ও তথ্য সামনে এলো। হঠাৎ একটা ছবিতে তার চোখ আটকে গেল।

ছবিটা একশ বছর পুরোনো। ছবির মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখতে হুবুহু এসমাদের মতো। তার পাশে আজকের ক্লাসের সেই জিবাদ ছেলেটি দাঁড়ানো। দুজনের পরনে উনিশ শতকের পোশাক। আম্মিরা অবাক হয়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে ছবিটা জুম করে দেখতে পেলো, আসলে তারা জিবাদ আর এসমাদ নয়, তাদের চেহারার আশি শতাংশ মিল হলেও তারা অন্য কেউ।

আসলেই কি তারা অন্য কেউ? ওখানে শুধু তারা দুজন নয়, আরও একজন যুবক রয়েছেন। যার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এটা ১৯০৬ সালের কোনো এক সময়কার ছবি। অথচ এসমাদের সেই নীল চোখ আর জিবাদের সবুজ চোখের দৃষ্টি। কিন্তু তার থেকেও মোহনীয় তৃতীয় যুবকের ধ্বংসাত্বক দৃষ্টি।

অধ্যায়– দশ

মাথায় স্কার্ফটা আরেকটু ভালো করে মুড়িয়ে নিলো নিয়ানা। এই কক্ষে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। অন্তত এই রাতের অন্ধকারের মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে তার। নিয়ানার বড্ড আফসোস হলো সে কেন দিনের আলোতে এখানে এলো না। তার সামনে হোজ্জা বসে কী যেন করছে। ওসনে বলেছিল গ্রামের যে কোনো কবিরাজকে তারা 'হোজ্জা' বলে সম্বোধন করে। হোজ্জা নিয়ানার দিকে না তাকিয়েই একটা পানীয় এগিয়ে দিয়ে চোখের ইশারায় তা পান করতে বলল।

একটু শঙ্কা নিয়ে পানীয়টা পান করলো নিয়ানা। স্বাদ একদম ম্যানহোলের পানির মতো। শুয়োরের রক্ততে পরিপূর্ণ একটি থালা থেকে ভুরভুর করে পচা উটকো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাতে একদলা মাংসপিণ্ড দিয়ে তৈরি নারী অবয়বের পুতুল দণ্ডায়মান করে রাখা। পচা মাংস, রক্ত ও পুঁজের গন্ধে বসে থাকা যাচ্ছে না। পুরোটা রুমে নিকষ কালো অন্ধকার বিদ্যমান।

কোনোরকম নিজেকে স্থির রেখে বসে আছে নিয়ানা। তরলটা পান করার পর থেকে মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। হোজ্জা লোকটি অনেকটা অদ্ভুত গড়নের। ভেড়ার চামড়ার তৈরি পোশাক এখনো মানুষ পরে তা জানা ছিল না নিয়ানার। সাথে ইয়া লম্বা দাড়ি এবং গলার নিচের দিকটায় অনেক বড়ো একটা কাটা দাগ আছে। মনে হয় কোনো ধারালো নখরযুক্ত প্রাণী ওই জায়গা থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে। নিয়ানা বারবার নাক কুঁচকাচ্ছে গন্ধে। হঠাৎ কথা শোনা গেল, 'এত বড়ো কাজ করতে এসেছিস, আর সামান্য গন্ধ সহ্য করতে পারছিস না?'

'না আসলে...'

নিয়ানাকে কথা শেষ করতে দিলো না, তার আগেই বলা শুরু করল, 'ওসনে যদি না বলতো, তবে আমি কখনো একাজ করতাম না। যাহোক, জানিস, তোর সামনে এই পুতুল কী দিয়ে তৈরি?'

নিয়ানা না-বোধক উত্তর দিলো,

'সাতজন বেজন্মা মানুষের বুকের মাংস দিয়ে তৈরি!'

'এটা দিয়ে কী হবে?'

'আম্মিরার ক্ষতি হবে। সেই মেয়ের নাম আম্মিরা তো?'

'জি।'

'হুঁহ! আর ওর উপর কালো যাদু এটা দিয়েই হবে।'

হঠাৎ ক্রোশানলে ফেটে পড়লো নিয়ানা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আপনি বলেছিলেন জিন দ্বারা যাদু করবেন ওর উপর। যাতে সে একদম মরে যায়। তাহলে?'

'চুপ! জিন এত সহজ জিনিস না। আস্তে ধীরে ধৈর্য ধর। আমি ওর উপর তাদের দ্বারাই যাদু করবো। জানিস, কোন প্রজাতির তারা? মারাদাহ্। এরা নাস্তিক জিন। নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে সবসময়। ভয়ানক, অনেকটা শয়তানের মতো।'

নিয়ানা শান্ত হয়ে বলল, 'আম্মিরা মরবে তো?'

'আমার উপর ভরসা নেই তো কেন এসেছিস?'

'আছে। ওই মেয়ের মরা উচিত। ওর জন্য আমি জীবনে কিছু পাইনি।'

লোকটা কোনো জবাব দিলো না। মন দিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করল, 'আম্মিরার শরীরের কিছু এনেছিস?'

নিয়ানা ব্যাগ থেকে একটা টিস্যু পেপার বের করে দিলো। তাতে কিছু চুল ও নখ রাখা। লোকটা তা নিয়ে শুয়োরের রক্তে চুবালো। তার জানতে চাইলো, 'মেয়েটা তোর আত্মীয়?'

এই প্রশ্নে নিয়ানার মুখ শুকিয়ে গেল। কিছু সময় চুপ থেকে বলল, 'আমার সৎ বোন হয়।'

হোজ্জা লোকটি অদ্ভুত শব্দ করে হাসলো। যেন এই মুহূর্তে একটা মজার কথা বলেছে নিয়ানা। মিনমিন করে বলল, 'একটা জিনিস বুঝলাম না, ওসনে এত সামান্য কাজ আমাকে কেন দিলো!'

'সামান্য নয়। গুরুত্বপূর্ণই।'

'তা আমি বুঝতে পেরেছি। সামনে যে আগুন দেখছিস না? জানিস, জিন হলো এই আগুনের তৈরি। তার নাম হলো 'লু' আগুন। আগুনের সবুজ ও হলুদ স্তর থেকে তৈরি জিন। এই আগুন দ্বারাই ওদের এখন আমি আহবান করবো।'

নিয়ানা একটু নড়েচড়ে বসলো। তার ভয় লাগছে না, এমন নয়। হঠাৎ সামনে থাকা লোকটা মৃদু স্বরে আরবিতে কিছু বলা শুরু করল। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠস্বরের আওয়াজ বৃদ্ধি পেতে পেতে চিৎকারে পরিণত হলো, 'মারাদাহ্! আমি আপনাকে আহবান করছি। আপনি নিশ্চয় কল্যাণকর নন!'

বাক্যটা ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে। সাথে ঘরে কম্পন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিকট গন্ধটা মনে হয় আরও দশগুণ বেড়ে গেল। গন্ধে নিয়ানার বমি আসার উপক্রম। বেশ কিছুসময় পর সব বন্ধ হয়ে গেল। লোকটাও থম মেরে রইলো। নিয়ানা অতি আগ্রহে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বলা শুরু করল সে, 'আগামী দশদিনের মধ্য মেয়েটা মরে যাবে। মারাদাহ তার কাজ করে দেবে। কিন্তু মনে রাখবি। কেউ আর এ যাদু ভাঙতে পারবে না, শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া। তাতে পাক জিনের সাহায্য লাগবে।'

'তার আগেই আম্মিরা মরে যাবে।'

'হ্যাঁ। এই যাদু করতে আমার অনেক শক্তি খরচ হয়েছে।'

'আপনি যত বলবেন, তত টাকা পাবেন এজন্য।'

রক্তে চুবানো পুতুলটির দিকে তাকালো নিয়ানা। তার পীতবর্ণের চোখ থেকে যেন আগুনের লাভা বের হচ্ছে।

অধ্যায়– এগারো

আম্মিরা ভেতরে ভেতরে উত্তেজনার সুড়সুড়ি অনুভব করছে। কালকে রাত থেকে সেই ছবিটা মাথায় ভনভন করে ঘুরছে। এসমাদের ছবি তাও একশ বছর পূর্বের! তা কীভাবে সম্ভব? প্রথমে বিশ্বাস হয়নি তার। নানারকম খুঁত খোঁজার চেষ্টা করেছে ছবিতে। তবুও সবশেষে মানতে বাধ্য হয়েছে ছবিতে ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রফেসর এসমাদ আরেকজন জিবাদ।

আম্মিরা লাইব্রেরির কাছাকাছি এসে এসমাদকে দেখতে পেলো। বেশ কয়েকবার ডাকলেও সে তা শুনতে পায়নি, হনহন করে লাইব্রেরিতে ঢুকে গেল। কালকের ঘটনার পর আজকে লাইব্রেরির ভেতরে ঢুকতে মন চাচ্ছে না আম্মিরার। তবে জানার অনুভূতিটা আটকে রাখতে পারছে না। যত লাইব্রেরির দিকে এগুচ্ছে তত তার বুকের টিপটিপ আওয়াজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি অবয়বটা সামনে এসে দাঁড়াবে। সাহস জুগিয়ে মেন দরজা দিয়ে সে ঢুকতে যাবে, ঠিক সে সময় তার হাত পেছন দিক থেকে কেউ টেনে ধরলো। মনে হলো ভূমিকম্প হয়ে গেল আম্মিরার শরীরে।

'ভয় পেয়েছেন?'

'কিছুটা, কারণ এই মুহূর্তে তো আপনাকে ভেতেরে প্রবেশ করতে দেখালাম।'

এসমাদ প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করুন, ভয় কেটে যাবে।'

এসমাদ কিছুটা সময় দিলো আম্মিরাকে স্থির হতে। তার দেহের তীব্র সুগন্ধ ওর নাকে এসে লাগলো। একটু পরে প্রশ্ন করল এসমাদ, 'এখন ঠিক আছেন?'

আম্মিরা মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ-বোধক উত্তর দিলো। এসমাদ এখনো তার এক হাত ধরে আছে। সে বলল, 'লাইব্রেরিতে যাওয়াটা আপনার অনুচিত হয়েছে, যেহেতু কালকে আপনি ভয় পেয়েছিলেন। এভাবে হ্যার্ট অ্যাট্যাকও হতে পারে!'

'প্রফেসর, আপনাকে কিছু দেখানোর ছিল।'

'কুইক, আম্মিরা। আমার সারাদিন সময় নেই।'

আম্মিরা ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে এসমাদের সামনে ধরে বলল, 'এ ছবিটা দেখাতে চাচ্ছিলাম। Urban Legend নিয়ে ঘাটতে গিয়ে এটা পেয়েছি। ছবিটার উপরে সাল দেওয়া ছিল ১৯০৬। আপনার মতো দেখতে লোক আজ থেকে একশত বছর আগের ছবিতে! হাউ ইজ ইট পসিবল?'

এসমাদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'Urban Legend মানে লোকগাঁথা, যার বেশিরভাগ হলো ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। ওয়েট এ মিনিট।'

সে নিজের মোবাইলের গ্যালারি থেকে একটা ছবি বের করে আম্মিরাকে দেখালো। ছবিটা একদম আম্মিরার কাছে যে ছবি রয়েছে তার মতো। শুধু পার্থক্য হলো, একটার ব্যাকগ্রাউন্ড রঙিন আরেকটার সাদা কালো। ছবিটি দেখে আম্মিরা বলে উঠল, 'এটা তো এই ছবিটাই।'

'ওয়েল, আমি গত বছর লাজ বেগাজে গিয়েছিলাম। সেখানে থিম পার্টিতে এটা তোলা। কোনো উন্মাদ যেন সাদা কালো করে Urban Legend-গুলোর সাথে লাগিয়ে দিয়েছে। আর তার থেকে বড়ো উন্মাদ আপনি, যে তা বিশ্বাসও করেছেন।'

হতাশ হয়ে পড়লো আম্মিরা। তার মন বারবার একটা ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া চাচ্ছিল। কিন্তু মনের আশাটা পূরণ হয়নি। একটু তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'সরি! কিন্তু প্রফেসর, আরও একটা কথা।'

'বলুন।'

'ক্লাসে যে নতুন জিবাদ নামের ছেলেটা, তাকে আগে থেকে চিনতেন? আর আপনার পাশে এই সুদর্শন পুরুষটা কে?'

এসমাদ নিজের নীল চোখ দিয়ে আম্মিরার কালো চোখের উৎসুক দৃষ্টিকে কিছুসময় আবদ্ধ করে রাখলো। সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তড়িত গতিতে আরবিতে কিছু বলতে বলতে একজন নারীর দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলল। সে বলল, 'আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।'

নারীটা সামান্য হেসে তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন। এসমাদ ও নারী অবয়বটার মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক, তা তাদের আলিঙ্গনের ভঙ্গিমা-ই বলে দিচ্ছে। মেয়েটাও এসমাদের মতো নীল চোখের অধিকারিনী। তুলোর ন্যায় ফর্সা। চোখে

মনে হয় প্রাকৃতিক কাজল লাগানো। এত সুন্দর নারী আম্মিরা কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না।

'তিনি নুসফা। প্রফেসর এসমাদের প্রেমিকা।'

কথাটা শুনে চমকে উঠলো আম্মিরা। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জিবাদ। ছেলেটার সজারুর কাটার মতো চুলগুলো বাতাসে দুলে উঠলো। মাথা ঝাঁকিয়ে অবিনস্ত চুলগুলো ঠিক করতে করতে বলল, 'আজকেও যায়তুনের তেল মেখেছেন?'

আম্মিরা কোনো কথা বলল না। এক দৃষ্টিতে নুসফা ও এসমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জিবাদ মুখ খুলল, 'নুসফা! কোনো হুরের থেকে কম নয়। এমন সৌন্দর্য আর কারও আছে নাকি। প্রফেসর এসমাদ এজন্যই তো ভালোবাসে।'

আম্মিরা হঠাৎ রেগে গেল। 'আপনার এ ফালতু কথা আপনার কাছে রাখেন। তা না-হলে যায়তুনের তেলে সাঁতার কাটাবো আপনাকে!'

কথাটা বলে আম্মিরা হাতে যে কলম ছিল তা মাটিতে ছুড়ে মেরে চলে গেল। জিবাদ হালকা হেসে নিজেও সেই জায়গা প্রস্থান করলো।

অধ্যায়– বারো

বাবা-মা না থাকলে সন্তান একটু বেপরোয়া হবেই। আম্মিরার ক্ষেত্রেও কথাটি ব্যতিক্রম নয়। বাবা মরে যাওয়ার পর বেশ স্বাধীন হয়ে পড়েছে সে। বাংলাদেশে অবশ্য তার দাদু আছে। তবে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। হয়তো-বা কোনো একদিন খবর আসবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

আম্মিরাকে শাসন করার মতো কেউ নেই। ওসনে ছোটোবেলা থেকে লালন-পালন করলেও কখনো শাসনের দিকে যায়নি। কিন্তু খাওয়া নিয়ে আম্মিরা টালবাহানা করলে একটু আধটু যা শাসন করে। সারাদিন বাইরে থেকে রাতে বাসায় ফেরে আম্মিরা। খাওয়া রাতেই একটু ভালো মতো হয়। বাবা বেঁচে থাকতে অবশ্য এমন বাউণ্ডুলে জীবন-যাপন করত না।

একটা ডাবল চিজ স্যান্ডউইচ খেতে খেতে আম্মিরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। পরিবেশে হালকা বাতাস বইছে। তার অদ্ভুত একটা অভ্যেস আছে। মন খারাপ খাওয়ার সময় আরও বেশি প্রবল হয়। এই মন খারাপের জন্য এসমাদ কি দায়ী নয়? তার প্রেমিকাও আছে? কেন থাকবে? থাকার তো কথা নয়। আম্মিরা মনে মনে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, আবার উত্তর দেয়।

বেশ কয়েকমাস আগে এসমাদ আম্মিরার ভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ পান। শুরুতে তার মনে কিছু না থাকলেও ড্যান্স বারে সেই দুর্ঘটনার পর থেকে আম্মিরার মনে এক অদৃশ্য অনুভূতি তৈরি হয়েছে এসমাদের জন্য। জীবনে প্রথমবার ড্যান্স ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বা পরিণাম কোনোটাই ভালো হয়নি তার জন্য।

মন খারাপের সময় নিজের বাবাকে প্রচণ্ড মনে পরে আম্মিরার। চোখের কার্নিশে দুই ফোঁটা অশ্রুর আভাস পেলো সে। তা হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছে ফেললো। এখন বাতাস দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে বাতাবরণ অনেকটা গুমোট। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থেকেই সে দেখলো গেটের কাছের লাইট হঠাৎ করে জ্বলে উঠেছে। লাইটের ঠিক নিচে একটা কালো কুকুর হাঁটুভেঙে বসে আছে।

জন্তুটির দৃষ্টি ঠিক ব্যালকনির দিকে। অদ্ভুত বিষয় হলো, কোনো নড়াচড়া করছে না কুকুরটি। মূর্তির মতো বসে আছে। আধ খাওয়া স্যান্ডউইচটি কুকুরটির উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারলো আম্মিরা। অবশ্য প্রাণীটি তা খাওয়ার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহবোধ করলো না।

অজু করে এসে আম্মিরা তাহাজ্জুদের নামাজ সম্পন্ন করলো। জায়নামাজ রেখে উঠে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করলো। আজকে পানিটা বেশ মজার। দুই গ্লাস পান করার পরও তৃষ্ণা মিটছে না। হাত থেকে গ্লাস নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই তার মুখ থেকে একটা বিকট চিৎকার বের হয়ে এলো। সামনে অনেকগুলো লোক পশ্চিম দিকে পিঠ করে বসে রয়েছে। সকলের পরনে কালো রঙের পোশাক। মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে এক নাগারে একই শব্দ উচ্চারণ করছে সকলে।

পুরো রুমে 'কাফির' শব্দের উচ্চারণে গমগম করছে। গা ছমছম করা শব্দ। সবগুলো লোক একই ধ্বনি উচ্চারণ করায় 'কাফির' শব্দটা আরও ভয়ংকর শুনাচ্ছে। রুম জুড়ে একটা বিদঘুটে গন্ধ। ধীরে ধীরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশ থেকে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করলো আম্মিরা। সেদিকে তাকিয়ে দেখলো তার বাবা বিছানায় বসে আছে। মুখের অবস্থা প্রচণ্ড বিদঘুটে এবং চোখের কোনো মণি নেই।

বিশ্রী দাঁত বের করে হাসলেন আম্মিরার পেছন দিকে তাকিয়ে। ঘাড়ে গরম নিশ্বাসের আভাস পেয়ে ঢোক গিললো সে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মাথা একপাশ ঘুরিয়ে আম্মিরা দেখলো, পেছনে ঠিক তার মতো দেখতে বিদঘুটে চেহারার একজন দাঁড়ানো। তার স্নায়ু এর থেকে বেশি নিতে পারলো না। বিছানায় একদম ঢলে পড়লো।

এক পরিচিত আতরের গন্ধ ঘুমের ঘোরেও আম্মিরা অনুভব করতে পারলো। পবিত্রতার বন্ধনীতে ঘেরা এক ধরণের মোলায়েম সুগন্ধ। পাশ ফিরে একজনকে আঁকড়ে ধরতে চাইলো। এক সময় তাতে সফলও হলো। শক্ত পুরুষালি এক বন্ধনে সে আবদ্ধ। পুরুষটি আম্মিরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মাথার নিচে শক্ত বুকের আভাস পাচ্ছে সে। মিষ্টি হেসে বলল, 'এসমাদ!'

ঘুম ভেঙে গেল আম্মিরার। চোখ খুলে আশেপাশে তাকালো। না কেউ নেই। সে ভুল অনুভব করছিল তবে। রুমে এখনো আতরের গন্ধে পরিপূর্ণ। ওর গলায় এসমাদের দেওয়া লকেটটি একটু বেশিই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। পাশে টেবিলে রাখা ঘড়িতে আজানের এলার্ম দিচ্ছে।

আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের মুখটা ভালো করে দেখে নিলো আম্মিরা। চেহারায় জায়গায় জায়গায় মলিনত্বের ছাপ স্পষ্ট, হয়তো মুখে তেমন প্রসাধনী ব্যবহার না করায়।

ফজরের নামাজ আদায় করে বাসার সামনে হাঁটতে বের হয়েছে আম্মিরা। অবশ্য তার পরনে জগিং স্যুট নেই। সবসময় বড়ো হাতওয়ালা শার্ট উপরে কোটি ও লং স্কার্ট পরিধান করে। এখনো তাই। পশ্চিমা দেশ আমেরিকাতে বড়ো হলেও সংস্কৃতি কিছুটা বাঙালি কিছুটা আমেরিকান। খোলামেলা বা অশ্লিল নয়, মার্জিত।

আম্মিরার চেহারা বেশ সুশ্রী। তার বাবা তাকে বলতো- পদ্মচোখী। তার চোখ নাকি পদ্মের মতো। বিষয়টাতে আম্মিরা বেশ হাসতো। চোখ আবার পদ্মের ন্যায় হয় নাকি? এছাড়া এরকম বলে কোনো শব্দ বাংলা অভিধানে আছে বলে মনে হয় না। হাঁটতে হাঁটতে আম্মিরা বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছে। তার গায়ে এখনো আতরের গন্ধটা রয়ে গেছে। মনে হচ্ছে অনেক সময় এসমাদ তার পাশে ছিল।

সে মুচকি হেসে গলার লকেটটা উঠিয়ে দেখলো। অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সেটি। এসমাদ কী ভেবে এটা তাকে দিয়েছে তা জানে না সে। আচমকা কুকুরের ঘেউঘেউ আওয়াজে কিছুটা সিঁটিয়ে গেল আম্মিরা। কালকের সেই কালো রঙের কুকুর কেমন হিংস্রতার সাথে ডাকছে। কুকুরটির মুখের চারিপাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ সে শুনতে পেলো, 'ভয় পাচ্ছেন?'

আরেক দফা চমকে সামনে তাকালো আম্মিরা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'কে? ওহ! জিবাদ।'

জিবাদ কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা খেয়াল করেনি সে। তার সবুজ চোখের দৃষ্টি সরাসরি আম্মিরার ভয়ার্ত মুখে এসে পড়লো। ছেলেটা কুকুরটির দিকে একবার তাকালো। সেটি এতে আরও হিংস্র হয়ে ডাকলেও অদ্ভুত শব্দ করতে করতে চলে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কুকুর ভয় পান?'

জিবাদের প্রশ্নের উত্তর করল আম্মিরা, 'সেরকম কিছু না।'

'তবে কেন ভয় পেলেন? জিনের সাথে থাকেন আর সামান্য কুকুরকে ভয় পান?'

আম্মিরা চমকে জিবাদের দিকে তাকালো। দু'জনেই হাঁটা আরম্ভ করেছে। আম্মিরা প্রশ্ন করল, 'আমি জিনের সাথে থাকি? তা আপনি কীভাবে জানলেন?'

'আমি বহু কিছু জানতে পারি। আপনার বাসায় এসে পড়েছি।'

জিবাদের কথায় আম্মিরা খেয়াল করলো সত্যিই তার বাসা এসে গেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার সময় অতিবাহিত হয়েছে বড়ো জোর এক মিনিট। এত দ্রুত তো বাসায় আসা সম্ভব নয়।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

কথাটা বলেই আম্মিরা পাশে তাকিয়ে দেখলো জিবাদ নেই। এমনকি আশেপাশেও নেই। কেমন কর্পূরের মতো উবে গেল হঠাৎ। আশেপাশে পরিবেশ যথেষ্ট নির্জন।

কোথা থেকে একটা ঠান্ডা বাতাস আম্মিরাকে অতিক্রম করে গেল।

অধ্যায়– তেরো

দরজায় দাঁড়িয়ে অনেকসময় ধরে ডাকাডাকি করার পরও কেউ এলো না। যদিও ওসনে ছাড়া আর কেউ নেই বাড়িতে। আম্মিরার বাবা ইবনে ওদুদ আমেরিকাতে বেশ সম্পদশালী ছিলেন। তিনি মরে যাওয়ার পর সব তার মেয়ে আম্মিরা পেয়েছে। এই বিশাল ডুপ্লেক্সের বাড়ি এবং একটা ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্ট সাথে ব্যাংকে বিশাল অংকের টাকা। সবকিছু দেখাশোনা করার জন্য বিশ্বস্ত লোক আছে।

আম্মিরার কিছু করতে হয় না। আর বাড়িতে ওসনে আছে তাই খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয় না। আরও কিছু সময় শব্দ করে আম্মিরা গোপন জায়গা থেকে বাড়ির চাবি নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। ডাকতে শুরু করল, 'ওসনে।'

বেশ কয়েকবার ওসনেকে ডেকেও কোনো সাড়া-শব্দ পেলো না আম্মিরা। একটা গরম বাতাস এসে লাগলো তার শরীরে। শুকনো ঢোক গিললো সে। কালকে রাতের ঘটনাটি মনের ভেতর মাথা গজিয়ে উঠলো। সময় থাকতে বাড়ি থেকে চলে যাওয়াটা সমীচীন হবে বুঝে আম্মিরা দরজার দিকে দৌড় দেবে, ঠিক তখনই একজন তার হাত টেনে ধরলো। আম্মিরা চিল্লানো শুরু করলে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এলো, 'সিস্টার, কোথায় যাও?'

চোখ খুলে নিয়ানাকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আম্মিরা। একটা লম্বা নিশ্বাস আসাদন করে বুকে টেনে নিলো নিজের বোনকে। জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলে?'

'একটু আগে।'

'তুমি আসবে, তা তো বললে না?'

'টার্কিতে ভালো লাগছিল না। ওসনের কথায় গেলাম, কিন্তু এডভেঞ্চারটা খুব বেশি জমলো না।'

আম্মিরা একটু বিদ্রুপ করেই বলল, 'তুমি আর তোমার এডভেঞ্চার!'

'কী করবো সিস্টার বলো? বাবার গুণ যে পেয়েছি আমি।'

'তা অবশ্য ঠিক। খালা কেমন আছে?'

'তার মতো।'

কথা বলার সময় বেশ বিরক্তবোধ করছিল নিয়ানা। আম্মিরা বিষয়টা বুঝতে পেরে বলল, 'নিয়ানা, সে তোমার আপন মা।'

'আর তোমার খালা। যে আপন ভাগনির জানের শত্রু।'

'বাদ দাও। এখন ফ্রেশ হয়ে এসো। আমি ক্লাসে যাবো।'

'সিস্টার!'

'বলো।'

'কী হয়েছে তোমার? এত ক্লান্ত লাগছে কেন? রাতে ঘুম হয়নি?'

'হয়েছে কম। তুমি ফ্রেশ হয়ে এসো।'

'ঠিক আছে।'

নিয়ানা একটা ভর্ৎসনা সূচক হাসি হাসলো। সেই লোকটা বলেছিল কালকে রাত থেকেই আম্মিরার উপর যাদু কার্যকর হওয়া শুরু করবে। প্রথমে শরীর ভাঙবে, তারপর মন। দশদিনের মাথায় একদম নিঃশেষ হয়ে যাবে।

গোসল করে এসে আম্মিরা চেয়ার টেনে বসলো। ওসনে মুচকি হেসে তার সামনে বিরিয়ানি রেখে গেল। তুর্কির লোক হয়েও এ জিনিসটা অনেক ভালো তৈরি করে ওসনে। খাবারের গন্ধ পেয়ে নিয়ানাও টেবিলে এসে বসলো।

'তো সিস্টার কী ভাবলে? একা একা এখানে থাকবে?'

'ওসনে আছে, তাই আমারও থাকতে সমস্যা নেই।'

নিয়ানা এক চামচ খাবার মুখে দিয়ে মাথা নাড়ালো।

'মা তোমাকে কল দেয়?'

'কিছুদিন আগে দিয়েছিল আর দেইনি।'

নানাধরণের কথা বলতে বলতে আম্মিরার খেয়ালই ছিল না কখন ভার্সিটির সময় হয়ে গেছে। ওসনে মনে করিয়ে দেওয়াতে তড়িঘড়ি করে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়লো।

ক্লাসের অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে দেখে আম্মিরা আর ভেতরে প্রবেশ করেনি। অলস ভঙ্গিতে করিডোরের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ শুনতে পেলো, 'আপনার ক্লাস নেই এখন? না থাকলে আমার পেছন পেছন আসেন।'

আম্মিরা মাথা নাড়িয়ে এসমাদের পেছনে হাঁটা আরম্ভ করলো। এসমাদ তাকে নিজের অফিস রুমে নিয়ে এসেছে। গায়ের কালো কোর্ট খুলে আম্মিরার উদ্দেশ্য বলল, 'বসবেন না দাঁড়িয়ে থাকেন।'

'জি প্রফেসর।'

এসমাদের রুমে বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়ের থেকে বিভিন্ন বই পুস্তক বেশি। এসব বই মাঝেমধ্যে পড়তে মন চায় আম্মিরার। কিন্তু চাওয়ার সাহস হয়ে উঠে না। এসমাদ প্রশ্ন করল, 'আম্মিরা বলেন তো ঘৃণা কাকে বলে?'

চট করে উত্তর দিতে পারলো না আম্মিরা। খানিকটা ভেবে বলল, 'যার প্রতি অনুভূতি বিদ্যমান, সেই ব্যক্তি যখন এত বেশি কষ্ট দেয় যে, আর সহ্য করা যায় না, তখন অনুভূতির বদলে অন্তরে যা জন্ম নেয়, সেটাই ঘৃণা।'

'যুক্তিতে হলো না আম্মিরা। তবে খুন, চুরি, রেইপ ঘৃণিত কাজ হতো না। এমনকি অন্যের আদেশ অমান্য করাও ঘৃণিত হিসেবে গণ্য হতো না।'

এতসময়ে আম্মিরা বুঝতে পারলো সে কিছু ভুল করেছে। এসমাদ তার নীল রঙের চোখ দিয়ে এক দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। আম্মিরা চোখ নামিয়ে নিলো। এসমাদ প্রশ্ন করল, 'গলার লকেট কই আপনার?'

আম্মিরা নিজের গলার দিকে তাকালো। লকেটটা সেখানেই আছে। সেটি দেখিয়ে বলল, 'এই তো, গলায় ঝুলছে।'

কথাটা বলার সময় আম্মিরা নিজের গলা থেকে লকেট উঁচু করে এসমাদকে দেখালো। চেয়ার থেকে উঠে এসে হাত দিয়ে লকেটটা একবার ধরলো এসমাদ। অনেকটা নিকটে এসে পড়েছে দুজনে। নিশ্বাস গাঢ় হয়ে আসছে আম্মিরার। তীব্র আতরের গন্ধে অনুভূতি আটকে রাখা কষ্ট হচ্ছে।

'পাগলী! এটি তো সেটি নয়, যেটি আমি দিয়েছিলাম।'

'কী বলছেন? আমি তো এটি পরিবর্তন করিনি।'

এসমাদ প্রশ্নের জবাব দিলো না। তার গলা থেকে লকেটটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো। আম্মিরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী করলেন? ফেললেন কেন?'

'লকেট কাউকে ধরতে দিয়েছিলেন?'

'হুঁহ। ওসনে ধরেছিল সকালে।'

'একগুচ্ছ ভেড়ার পালের নাটক সব!'

এসমাদ নিজের গলা থেকে আরেকটা লকেট খুলে নিলো। বলল, 'দেখি ওদিকে ঘুরেন।'

এসমাদের কথামতো আম্মিরা তার দিকে পিঠ ফিরে ঘুরলো। ওর ঘাড়ের থেকে চুল সরিয়ে লকেটটা পরিয়ে দিলো আর বলল, 'এটা কাউকে ধরতে দেবেন না।'

আম্মিরা তোতলাতে তোতলাতে জবাব দিলো, 'দেবো না। আমি যাচ্ছি।'

সে হাঁটা শুরু করলে তাকে নিজের দিকে টেনে নিলো এসমাদ। তার পিঠ এসমাদের বুকে এসে লাগলো। আম্মিরার বুকটা ধুক করে উঠল। প্রশ্ন করল সে, 'আরও কিছু বলবেন, প্রফেসর?'

এসমাদ কোনো জবাব দিলো না। আম্মিরার উন্মুক্ত গলায় ধীরে ধীরে ফুঁ দিচ্ছে। ঝিমঝিম করে উঠলো ওর শরীর। ঠিক এরকমটা সকালে সে স্বপ্নে দেখেছিল। এসমাদ কথা বলে উঠল, 'ঠোঁট কীভাবে কেটেছে, আম্মিরজান।'

'জানি না। সকালে উঠে দেখলাম।'

এসমাদের নীল চোখ হাসছে। এক মাদকময় হাসি।

অধ্যায়– চৌদ্দ

শাওয়ার নেওয়ার পর আম্মিরার নিজেকে বেশ হালকা লাগছে। কেমন তুলোর ন্যায় পাতলা হয়ে গেছে শরীরটা। সারাদিনের ক্লান্তি নিমিষেই দূর হয়ে গেল। বাথরোব এখনো তার গায়েই আছে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখে বেশ অবাক হলো আম্মিরা। হুট করে চেহারায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

একদিনে চোয়াল ভেঙে গেছে। চোখগুলো কোটরে ঢুকে গেছে। চেহারাতে মলিনতা ছাপ স্পষ্ট। বেশ মন খারাপ হয়ে গেল আম্মিরার। তার চেহারার এই দশা আর প্রফেসর কতটা সুপুরুষ! আজকে তার একটু হলেও মনে হলো এসমাদের অনুভূতি আছে তার প্রতি। কিন্তু চেহারার এই হাল হলে সব উবে যাবে। মনে মনে নিজের চেহারাকে এক দফা ধিক্কার দিয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুনি উঠিয়ে তা চুলে চালানো শুরু করলো।

হুট করে একটা শব্দ হলো পেছনে। ঝট করে আম্মিরা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই। পুনরায় আয়নাতে তাকালে একটা বাচ্চা কণ্ঠের উপহাস শুনতে পেলো। ভ্রুকুটি করে আম্মিরা ঘুরে দাঁড়ালো। কোনো শব্দ হচ্ছে না কোথাও। চারপাশে কবরস্থানের মতো নির্জনতা। কেমন একটা বাজে গন্ধ নাকে এসে ঠেকলো হঠাৎ। পচা গলিত মাংসের উপর গোলাপজল আর আতর ছিটালে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়।

পুরো ঘরের পরিবেশ গুমোট ধরে আছে। নির্জনতাকে ভেঙে পুনরায় হাসির শব্দ শুনলো আম্মিরা। শব্দটা জানালার দিক থেকে আসছে। ধীর পায়ে সেদিকে এগুতে লাগলো। কিছুটা এগিয়ে শুনলো একটা মেয়ে 'মাম্মা' বলে ডাকছে। কেমন

গমগম করে উঠলো শব্দটা। শিউরে উঠলো আম্মিরা। কোথা থেকে হিম করা বাতাস এসে একবার তাকে ছুঁয়ে দিলো।

পুনরায় ডাক এলে আবার সেদিকে এগুতে লাগলো সে। সাদা পর্দা সরিয়ে দেখলো বছর দুয়েক এক শিশু নিজের হাতের আঙুলগুলো দাঁত দিয়ে টেনে টেনে কামড়িয়ে খাচ্ছে! তার মুখের পাশ দিয়ে লালার মতো করে রক্ত ঝরছে। শিশুটি কচকচিয়ে নিজের তর্জনীতে একটা কামড় দিয়ে সামনের দিকে তাকালো। চোখের মণি পুরোটা কুচকুচে কালো। মিষ্টি হেসে শিশুটি নিজের আধখাওয়া হাত সামনে মেলে ধরে বলল, 'মাম্মা ইট। মাম্মা ইট।'

এরকম বিদঘুটে পরিস্থিতিতে শিশুটিকে দেখেও আম্মিরার একটুও ভয় লাগছে না; বরং মনে হচ্ছে তার দিকে উঁচু করে রাখা আঙুলগুলো খেতে বেশ সুস্বাদু হবে। রাক্ষুসে এক খিদে পেয়ে গেল আম্মিরার। অবশের মতো হাত বাড়িয়ে শিশুটির হাত ধরলো। রক্তমাখা মুখে বিশ্ব জয়ের হাসি দিলো শিশুটি।

আম্মিরা হাঁটু গেড়ে বসে যেই শিশুটির অবশিষ্ট আঙুলগুলোতে কামড় বসাতে যাবে, তখনই নির্জনতাকে ভেঙে ফোনের রিংটোন ঝনঝন করে বেজে উঠলো। ধ্যান ভাঙলো আম্মিরার। তার সামনে এখন কোনো বাচ্চা নেই। এমনকি কিছুই নেই।

রুমের বিকট গন্ধটা এখন আর পাচ্ছে না আম্মিরা। কপালে তার শিশির কণার মতো ঘাম জমে রয়েছে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে তা মুছে নিলো। ফোন একবার বেজে বন্ধ হয়ে গেছে। নম্বর চেক করে সে, দেখলো সেটা তার অচেনা। কয়েক সেকেন্ড পর ফোন হাতে থাকতেই পুনরায় রিং বাজলো। রিসিভ করে বলল, 'হ্যাঁলো।'

ওপাশ থেকে একটা ভরাট পুরুষালি কণ্ঠে জবাব এলো, 'আমি জিবাদ বলছিলাম।'

'কোন জিবাদ?'

'আপনি কি জিবাদ নামের অসংখ্য মানুষকে চেনেন, আম্মিরজান?'

এতক্ষণে বুঝলো আম্মিরাকে কে কল করেছে। সামান্য হেসে সে বলল, 'সজারুর মতো চুল সবুজ চোখের ছেলেটা?'

'বাহ! আমাকে তো সুন্দর বর্ণনা দিলেন। জি, আমি সেই জিবাদ।'

'আমার নম্বর পেলেন কোথায়?'

'তা আপনার না জানলেও চলবে। একটা পরামর্শ দিতে কল করেছিলাম, নেবেন সেটা?'

'ফ্রি এডভাইজ?'

'সেরকমই।'

'বলুন।'

'ইসলামিক রীতিতে পর্দা অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস। ঘুমের মধ্যেও পর্দা রয়েছে। কাপড় পরিধান করার সময় বিসমিল্লাহ এবং ঘুমানোর সময় গায়ে চাদর টেনে ঘুমাবেন, কেমন?'

আম্মিরা হতভম্ব হয়ে গেল জিবাদের কথায়। এরকমভাবে কেউ বলতে পারে কখনো? রেগে কিছু বলতে যাবে, কিন্তু পারলো না। ফোনের ওপাশে নিরবতা বিরাজ করছে। বিছানায় বসে পড়লো আম্মিরা। একটু আগের ভয়ংকর অনুভূতিটা আবার ফেরত এলো।

ম্রিয়মাণ আলোতে চোখবন্ধ করে বসে আছে জিবাদ। তার বাহুর মাংস পেশিগুলো নিশ্বাসের সাথে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। দেখতে কোনো রাজপুত্রের থেকে কম না সে। সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। পরিবেশ মোলায়েম বাতাস দিচ্ছে। জিবাদ চোখ বন্ধ করে স্রষ্টার কাছে নানারকম আর্জি করতে ব্যস্ত।

ডানা ঝাপটানোর শব্দে কান খাঁড়া হয়ে গেল জিবাদের। এবং তা কিছুসময় পর ফোঁসফোঁস শব্দে রূপান্তরিত হলো। কোনোরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। নীল রঙের এক উজ্জ্বল আলোতে পুরো রুম আলোকিত হয়ে উঠেছে। রুমের ভেতরে প্রবেশ করতে না করতেই বৃহৎ আকৃতির এক সাদা সাপ তাকে পেঁচিয়ে ধরলো। সাপটির চোখের মণি দুটো পুরো নীল। নীল চোখের দৃষ্টি একদম জিবাদের সবুজ চোখের উপর। প্রশ্ন করল সে, 'এসমাদ! তোমার কি সাপ আকৃতি অতিশয় পছন্দ?'

বিশাল আকৃতির সাপটি আরেকটু চেপে ধরলো জিবাদকে। সে মুচকি হেসে হাত দিয়ে একটু ধাক্কা দেওয়াতে তাকে ছেড়ে সাপটি মানুষের আকৃতি ধারণ করল। জিবাদ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আমাকে ভক্ষণ করতে এসেছো নাকি?'

'তোমার সাহস দিন দিন বড্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে, জিবাদ।'

জিবাদ মুখে একটি মৃদু হাসির রেখা বজায় রাখলো। এসমাদকে পাত্তা না দিয়ে আরাম করে বসলো। তার এরকম নির্বিকার থাকাকে গ্রাহ্য না করে পুনরায় এসমাদ বলল, 'তুমি আম্মিরজানকে ওই পরামর্শ কেন দিলে?'

'কোনটা?'

'বুঝেও না বোঝার ভান করো না, যুবরাজ জিবাদ।'

'মিষ্টান্ন খাবে এসমাদ? খেজুরের তৈরি মিষ্টান্ন।'

'জিবাদ, আমি তোমার সাথে দ্বন্দ্ব লাগাতে চাই না।'

'আমিও চাই না। মিষ্টি খাবে?'

'তবে কেন তুমি আম্মিরজানকে 'বিসমিল্লাহ' বলে কাপড় পরিধান করতে পরামর্শ দিলে?'

জিবাদ এক টুকরো খেঁজুর মুখে ভরে জবাব দিলো, 'ইফ্রীত্বদের যুবরাজ ও স্বয়ং ভবিষ্যত বাদশাহ এসমাদ, যে কি না সামান্যতম ইনসানের সাথে রোজ রাতে শারীরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তাও সেই ইনসানের অগোচরে। এটা কি তাকে শোভা পায়?'

'এটা তোমার ভাবতে হবে না, যুবরাজ জিবাদ।'

'আমার কী ভাবতে হবে আর কী ভাবতে হবে না, তা তুমি নির্ণয় করে দেবে না, এসমাদ।'

এসমাদ নিজের রাগকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। তড়িৎ গতিতে জিবাদের সামনে গিয়ে দুহাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরলো। রাগে ফুঁসছে সে। চোখের মণিগুলো আরও অধিকতর নীল হয়ে গেছে। গলার স্বরও ভয়ংকর হয়েছে, 'আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত তুমি, জিবাদ।'

জিবাদের মুখ থমথমে হয়ে রয়েছে। শান্ত স্বরে বলল, 'এসমাদ, মেয়েটার সাথে তুমি ঠিক করছো না। তার মায়ের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'সেটা তোমার বিবেচ্য বিষয় না। আফারীতদের সাথে লাগতে এসো না যুবরাজ। তা তোমার জন্য বা তোমার জাতির জন্য কখনো মঙ্গলদায়ক হবে না।'

জিবাদকে ছেড়ে দিলো এসমাদ। আরও একটা নীল চোখের কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শূন্যে মিলিয়ে গেল সে।

অধ্যায়– পনেরো

বড়ো গাছটার গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। এসমাদ তাতেই গা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর বাতাস বুক ভরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। যেখানে আছে দুঃখ, হতাশা, পাপ। তবে সেটা তার রাজ্য আফারীত থেকে কম নয়। ওখানেও তো ষাট শতাংশ পাপাচারে লিপ্ত। সে চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করছে। এখন নিজের রাজ্যে থাকলে কী করত? ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলে ছুটে চলতো নাকি আগুনের তৈরি ডানা নিয়ে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করত।

'আপনার জন্য বার্তা এসেছে, যুবরাজ এসমাদ।'

এসমাদের চিন্তা-ভাবনায় ছেদ পড়ে গেল। ভ্রু কুঁচকে আশেপাশে তাকালো। কে কথাটা বলল তাকে দেখতে পেলো না। এদিক ওদিক তাকাতে দেখে কণ্ঠটা আবার ভেসে এলো, 'যুবরাজ আমি এখানে।'

একটা বিশাল আকৃতির বাঁদুর রূপি অদ্ভুত অবয়ব এসমাদের সামনে প্রকট হয়ে তাকে কুর্নিশ করে বলল, 'আপনার উপর রহমত বর্ষিত হোক, যুবরাজ।'

'আপনার উপরও। কোনো সংবাদ আছে দূত?'

'জি। একটি বার্তা আছে।'

অদ্ভুত অবয়বটি এসমাদের হাতে একটি নীল রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুনরায় কুর্নিশ করে শূন্যে মিলিয়ে গেল। এসমাদ বার্তাটি হাতে নিয়ে তা খুলে দেখলো। হুট করে একটা গরম বাতাস তাকে অতিক্রম করে গেল। সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন নুসফা বড়ো বড়ো চোখে বার্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এসমাদ বলে উঠল, 'তুমি শয়তানের মতো আচরণ করছিলে, নুসফা।'

'এটা কার বার্তা?'

'পিতা এই বার্তা পাঠিয়েছেন। মহামান্যের অনুমতি ব্যতীত আমি তা দেখতে পারছি না।'

'তবে এখন মহামান্যের কাছে যাবেন, যুবরাজ?'
'নাহ। আম্মিরার কাছে যাবো।'
'আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?'

এসমাদ সম্মতি বা নিষেধ কিছুই করলো না। তার সাথে সাথে হেঁটে চলেছে নুসফা। চলতে চলতে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। ঝট করে একটা গাছের কাছে গিয়ে তাতে নাক দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুঁকে দেখলো। চটচটে এক ধরণের তরল পদার্থ হাতে নিয়ে দেখালো এসমাদকে। বলল, 'যুবরাজ এটা দেখেন।'

এসমাদ তরলটি পরীক্ষা করে ভ্রু কুঁচকে ফেললো। অবাক হয়ে বলল, 'আদি ঘৌল! কিন্তু তা এখানে কি করছে?'

'তাও আবার আম্মিরার বাসার নিকটে। ওই যে দেখেন, আমরা আম্মিরজানের বাসার নিকটে অবস্থান করছি।'

আম্মিরার বাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে পুনরায় এসমাদ গাছের দিকে তাকালো। তারপর বলল, 'কয়দিন ধরে আম্মিরজানের আশেপাশে একজন ঘৌলকে দেখা যাচ্ছে।'

'যুবরাজ, ঘৌলরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে আম্মিরজানকে নিয়ে যেতে। আপনার অতি দ্রুত মহামান্যের সাথে দেখা করা উচিত।'

এসমাদ চিন্তায় পড়ে গেল। বিষয়গুলো মোটেও সুবিধার নয়। ঘৌলরা শক্তিশালী, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিস্থিতি এসে যায়; তবে তা মোটেও সহজ হবে না। যদিও তাদের থেকে বেশি শক্তিশালী আফারীতরা।

'নুসফা, তুমি এখানে দাঁড়াও আমি আম্মিরজানকে দেখে আসছি।'
'জি যুবরাজ।'

এসমাদ মুহূর্তেই ব্যালকনি দিয়ে আম্মিরার রুমে প্রবেশ করলো। বিছানাতে গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে সে। এসমাদ মৃদু হাসলো। আম্মিরা আজকে বিসমিল্লাহ বলে কাপড় পরিধান করতে ভুলে গেছে। জিবাদের অভিপ্রায় পূরণ হলো না তাহলে।

এসমাদ গিয়ে একদম আম্মিরার পাশে বসলো। পুরো রুমে আতরের গন্ধে ম ম করছে। ঘুমের মধ্যে তা স্পষ্ট টের পেলো আম্মিরা এবং এসমাদকে কাছে পাওয়ার সেই অনুভূতি। আম্মিরা ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'প্রফেসর! আজকেও এসেছেন আমার স্বপ্নে?'

এসমাদ কোনো জবাব দিলো না। অধরে হালকা অপহাস ঝুলিয়ে রাখলো। কিছু অনুভূতি বাস্তব হয়েও স্বপ্নের মতো হয়, সেটা যদি আম্মিরা জানতে পারতো।

ক্যান্টিনের বার্গার আজকে অন্যরকম লাগছে আম্মিরার কাছে। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ এসে লাগছে মুখে। যতটুকু মুখের ভেতর ছিল, তা সব একটা টিস্যু পেপারে বের করে দিলো। সকাল থেকে গায়ে বেশ জ্বর। কালকে রাতে ঠান্ডা অনুভব হয়েছিল অনেক। তার তলপেটে আজকেও ব্যথা করছে। এমন ব্যথা রোজ সকালেই করে।

বহু গাইনোকোলজিস্ট দেখিয়েছে আম্মিরা, কিন্তু লাভ হয়নি। তার সাথে থাকে বুকে, পিঠে আঁচড়ের দাগগুলো। মাঝেমধ্যে মনে হয় কেউ কামড়িয়েছে তাকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে নিলো সে। বড্ড ক্লান্ত অনুভূত হচ্ছে। হঠাৎ শুনতে পেলো, 'আম্মিরা!'

এসমাদের ডাকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। আজকে আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগছে এসমাদকে। সেদিক থেকে আম্মিরার চেহারার তিনগুন বেহাল দশা। একটা কালো রঙের জ্যাকেট পরেছে এসমাদ। ফর্সা হওয়ায় তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। এসমাদ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি অসুস্থ, আম্মিরা? চেহারার এ অবস্থা কেন?'

মলিন হাসলো সে। বলল, 'জ্বর হয়েছে। কিছু বলবেন?'

এসমাদ তাকে জবাব দিলো না। কালকে রাতেও আম্মিরার চেহারার এত বেহাল দশা ছিল না। হঠাৎ আজকে এ অবস্থা। তার বেশ নিকটে এসে দাঁড়ালো এসমাদ। কপালে ডান হাতের তর্জনি নিয়ে ঠেকালো। কিছু বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিলো। সে বলল, 'আপনার আজকে ক্লাস করতে হবে না। আপনি আমার সাথে এখন আমার বাসায় যাবেন।'

'মানে? কেন, প্রফেসর?'

এসমাদ আম্মিরার কথায় তোয়াক্কা না করে জোর করেই তাকে গাড়িতে বসিয়ে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

অধ্যায়– ষোলো

'আপনি বাড়িতে কী একা থাকেন?'

আম্মিরার দিকে একবার তাকিয়ে এসমাদ উত্তর করলো, 'জি।'

'আর আপনার বাবা-মা?'

'ইরানে আছেন।'

'ওহ! একা থাকতে ভয় লাগে না?'

'নাহ! এতদিন একা ছিলাম। তবে এখন নুসফা সাথে আছে।'

নুসফার নাম শুনেই মনে হলো আম্মিরার শরীরে কেউ গরম পানি ঢেলে দিয়েছে। একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে ফোন টিপায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। এসমাদ বলল, 'ফোনটা রাখুন। এমনিতেই তো অসুস্থ।'

এসমাদের এক বাক্যেই ফোনটা রেখে দিলো আম্মিরা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা গেছে। বিশাল বিশাল পাইন গাছের মধ্যভাগ দিয়ে পিচঢালা রাস্তায় একটু বেশি গতিতেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এসমাদ। শহরের বাইরের দিকে এই জঙ্গলটা। এখানে কখনো আম্মিরা আসেনি।

দিনের মধ্যভাগ এখন অথচ ছাই রঙ ধারণ করে আছে পরিবেশ। আলোর বেশ স্বল্পতা অনুভব করলো আম্মিরা। কিছুসময় পর এসমাদ একটা অদ্ভুত সাদা রঙের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামালো। গাড়ির জানালাগুলো খুলতেই একটা তীব্র সুগন্ধ আম্মিরার নাকে এসে ঠেকলো। এরকম সুগন্ধের আভাস সে প্রথম পাচ্ছে। সিট বেল্ট খুলতে খুলতে এসমাদ আম্মিরাকে বলল, 'গাড়ি থেকে আগেই নামবেন না।'

'এটা কি আপনার বাড়ি, প্রফেসর?'

'উহুঁ, মি. প্রেসিডেন্টের বাড়ি।'

তার এমন রসিকতা পছন্দ হলো না আম্মিরার। সে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কিছু সময় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। আম্মিরা গাড়ির ফ্রন্ট গ্লাসের এপাশ থেকে বেশ কৌতূহল হয়ে ব্যাপারটা দেখছে। তার দিকে এসমাদ পিঠ করে থাকায় আসলে কী করছে সে তা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না।

'গাড়ি থেকে নেমে আসুন।'

হঠাৎ নারী কণ্ঠের আভাস পেয়ে লাফ দিয়ে মৃদু চিৎকার করলো আম্মিরা। বেশ ভয় পেয়েছে সে। নুসফা তা দেখে বাঁকা হাসলো। বলল, 'ভয় পেয়েছেন?'

নিজেকে একটু ধাতস্থ করে নিলো আম্মিরা। বলল, 'কিছুটা।'

'ভয় নেই, নেমে আসুন।'

আম্মিরা নামার পূর্বে একবার এসমাদের দিকে তাকালো। তাকে হঠাৎ বেশ ফর্সা লাগছে। গাড়ি থেকে নামতেই নুসফা আম্মিরার ডান হাত আঁকড়ে ধরলো। বরফ শীতল ঠান্ডা হাত। কেমন মৃত মানুষের ছোঁয়ার মতো।

'আমার সাথে সাথে হেঁটে চলেন।'

নুসফার সাথে হাঁটতে গিয়ে বেশ বিপাকে পড়লো আম্মিরা। মেয়েটা অনেক লম্বা আর চিকন। সে তুলনায় আম্মিরা ছোটো। কেমন যেন নিজেকে নিয়েই মনে মনে একবার বিদ্রুপে মেতে উঠলো আম্মিরা।

শুধু বাড়িটা নয়, বাড়ির ভেতর আসবাব পত্রগুলোও বেশ অদ্ভুত রকমের। যা আম্মিরার তুলনায় অনেক বড়ো বড়ো। কাউচে বসে তার মনে হলো সে একটা গর্তে পড়ে গেছে। অবশ্য নুসফা আর এসমাদের আকৃতি হিসেবে ঠিকই আছে। বাড়ির ভেতরকার পরিবেশ একটু শীতল। কেমন যেন গুমোট ধরানো পরিবেশ। তার উপর সুগন্ধটা এখানে আরও সুতীব্র। তাকে সোফায় বসিয়ে এসমাদ ও নুসফা দুজনেই চলে গেছে। চারপাশে সামান্য শব্দটুকুও নেই।

'ভয় পাচ্ছেন?'

পাশ থেকে হঠাৎ এসমাদের প্রশ্নে চমকে উঠলেও তা ব্যক্ত করলো না আম্মিরা। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'না, ভয় পাচ্ছি না।'

এসমাদ ও আম্মিরা একই সোফায় পাশাপাশি বসে আছে। কিন্তু আম্মিরা এটা মনে করতে পারছে না যে, কখন এসমাদ এসে তার পাশে বসলো। সে তো উপরে গিয়েছিল। এসমাদকে আগের তুলনায় আরও বেশি সুন্দর লাগছে। পুরো মুখে কোনো খুঁত নেই। অন্তর কেঁপে উঠলো আম্মিরার। হয়তো অনুভূতিগুলো তীব্র জোরালো হচ্ছে।

একটু পর নুসফা ফিরে এলো হাতে একটা থালা নিয়ে। সম্ভবত রূপোর তৈরি থালাটি। চকচক করছে। তার উপর হরেক রকমের মিষ্টি রাখা। এমন রকমের মিষ্টি আম্মিরা কখনো দেখেনি। নুসফা বলল, 'আপনার জন্য নিয়ে এলাম, আম্মিরা।'

'কিন্তু এসব কেন?'

'আপনি আমার বাসায় প্রথম এলেন, কিছু খাবেন না, সেটা তো হবে না।'

এসমাদের কথা শুনে তার মুখের দিকে তাকালে ভয় পেয়ে গেল আম্মিরা। তার চোখ দুটো মাত্রারিক্ত নীল লাগছে। সাদা শুভ্র চেহারার সাথে অদ্ভুত নীল চোখ।

'কী হলো?'

'কিছু না, প্রফেসর।'

নুসফা থালা থেকে একটা ছোটো বাটিতে করে এসমাদ ও আম্মিরাকে মিষ্টি দিয়ে নিজেও নিলো। আম্মিরা খেয়াল করলো, তাকে অন্যরকম দেখতে এক ধরণের মিষ্টি দেওয়া হয়েছে। চামচ দিয়ে ভেঙে একটু মুখে দেওয়াতে মনে হলো সে অমৃত খাচ্ছে।

'মিষ্টান্ন কি আপনার ভালো লেগেছে, আম্মিরা?'

'অনেক সুস্বাদু।'

'এটা কোন শপ থেকে নিয়ে এসেছেন?'

'কোনো শপ নয়, আমার বানানো। আপনার সুস্বাদু লাগার আরও একটা কারণ আছে।'

একটু মিষ্টি মুখে পুড়ে নিয়ে আম্মিরা বলল, 'সেটা কী?'

'রুপোর থালায় খাচ্ছেন।'

'ওহ! রুপোর থালায় স্বাদের ভিন্নতা পাওয়া যায়?'

'সবগুলোতে পাবেন না। আপনার হাতে থাকা থালাটি এক ধরণের বিশেষ রুপোর তৈরি।'

'ওহ। প্রচুর দামী মনে হচ্ছে।'

আম্মিরার বোকা কথায় নুসফা হেসে ফেললো। প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলল, 'আপনাকে হঠাৎ করে আজকে এখানে নিয়ে আসা হলো, কেন বলুন তো?'

'আমিও বুঝতে পারছি না। প্রফেসর, আপনি একটু বলবেন কেন?'

আম্মিরা এসমাদের দিকে তাকালো। নাহ! একটু আগের থেকেও ফর্সা লাগছে তাকে। সাথে চোখের মণি দুটো আরও অধিকতর নীলাভ বর্ণ ধারণ করেছে। এসমাদের সৌন্দর্য অপ্রতুল, তবে তা ভয় জন্মানো সৌন্দর্য।

'নুসফার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে, যেহেতু আপনি আমার বেস্ট স্টুডেন্ট।'

এসমাদের মুখে একথা শুনে আম্মিরার চোখগুলো চকচক করে উঠলো। প্রচণ্ড খুশি লাগছে তার।

নুসফা বলল, 'বাহ! এটা তো ভালো কথা হলো। তো যুবরাজ, আপনার বেস্ট স্টুডেন্ট আম্মিরজান কেন?'

'যুবরাজ?' আম্মিরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলো নুসফা, 'আমি এসমাদকে যুবরাজ বলে ডাকি।'

'ওহ! আচ্ছা।'

এসমাদের জবাবের আশায় তার দিকে দুজনেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সে কোনো জবাব না দিয়ে হুট করে উঠে চলে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় আম্মিরা বেশ হকচকিয়ে উঠলো, 'আরে কিছু মনে করবেন না। যুবরাজ কিছুটা অদ্ভুত।'

'হুম।'

'আপনি কি অসুস্থ, আম্মিরা?'

'কিছুটা।'

নুসফা উঠে এসে আম্মিরার সামনে দাঁড়ালো। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি মনে হয় প্রচুর স্ট্রেসে আছেন। একটু বসুন, আমি আসছি।'

আম্মিরাকে একা রেখে দুজনেই চলে যাওয়ার পর সে বুঝতে পারলো আসলে বাড়িটা কতটুকু নির্জন আর ভয়ংকর। তার উপর অন্যরকম সুগন্ধময় শীতল পরিবেশ। একটু ঠান্ডা লাগছে ওর। বেশ কিছু সময় অতিক্রম হলেও দু'জনের কেউ ফিরে আসছে না এখনো। উঠে দাঁড়ালো আম্মিরা। কিন্তু ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। মাথা ঝিম ধরে উঠলো। দু'হাত দিয়ে কপাল চেপে বসে পড়লো। মনে হচ্ছে পেট গুলিয়ে ভেতর থেকে সব বের হয়ে আসবে।

হলোও তাই। বমি করে দিলো আম্মিরা। ভেতর থেকে বমির সাথে কালো রঙের একটা কিছু বের হলো। তা দেখে বেশ ঘাবড়ে উঠলো সে। এমন সময় কোথা থেকে এসমাদ এসে তাকে জাপটে ধরলো। তার বুকে একদম নেতিয়ে পড়লো আম্মিরা। কোলে উঠিয়ে এসমাদ নিজের শয়ন কক্ষে নিয়ে এলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আম্মিরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

'কী বুঝলেন যুবরাজ?'

ঘুমন্ত আম্মিরার দিকে দৃষ্টি রেখে নুসফাকে উত্তর দিলো এসমাদ, 'পেটে যা ছিল তা বের হয়ে গেছে। তাবিজটা দেখি।'

একটু আগে আম্মিরার পেট থেকে বের হওয়া তাবিজটা নুসফা এসমাদের হাতে দিলো। সেটি ভালো করে দেখে এসমাদ বলল, 'শিরক কথা লেখা আছে এতে। খুব সম্ভবত কোনো শয়তান জিনকে এর দ্বারা আহবান করা হয়েছে। মারাত্মক যাদু এটা।'

'একদম মেরে ফেলার জন্য।'

'হুম, খুব জলদি এটা শেষ না করলে তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।'

এসমাদ নিজের ডান হাতের তালুতে থাকা তাবিজের দিকে আবার তাকালো। মুহূর্তেই তা একদম ছাইতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। নুসফা বলল, 'জিবাদকে এ বিষয়টা জানানো প্রয়োজন। যেহেতু সে একজন রাক্বী।'

'আমি আজকেই জিবাদের সাথে কথা বলবো, নুসফা। আম্মিরার ঘুম ভাঙতে একটু সময় লাগবে। আপনি তার পাশে থাকবেন।'

'জি যুবরাজ।'

অধ্যায়– সতেরো

ঘুমের মধ্যেই আম্মিরা দেখতে পাচ্ছে, সে একটা বাগানের মধ্যে দোলনায় দুলছে। নানা রঙের ফুলের সংমিশ্রণে তৈরি বাগানটি। অদ্ভুত কিন্তু মিষ্টি দেখতে নানা রঙের ছোটো ছোটো প্রজাপতি আর পাখি উড়ে যাচ্ছে। আকাশটা নীলাভ-সবুজ-সাদা। এরকম উদ্ভটভাবে আকাশকে কখনো রঙ ধারণ করতে দেখেনি আম্মিরা।

জায়গাটাও অপরিচিত, কিন্তু বড্ড আপন। দোলনাতে দুলতে দুলতে নানা বিষয় নিয়ে ভাবছে আম্মিরা। হঠাৎ করে নরম তুলতুলে কিছুর আভাস পেয়ে পাশ ফিরে তাকালো। একটা ধবধবে সাদা পশমের বিড়াল একটু দূরে দোলনায় বসে আছে। বড্ড আদুরে। কিন্তু আম্মিরা যখনই ছুঁতে যাচ্ছিল, তখনই সেটা কালো রঙের বৃহৎ আকারের সাপে রূপান্তরিত হলো। মুহূর্তেই স্বপ্ন থেকে বের হয়ে এলো আম্মিরা। বেশ ভয় পেয়েছে। কত জীবন্ত মনে হচ্ছিল সবকিছু।

'কী হলো?'

আম্মিরার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে এসমাদ।

'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'জি, আমাকে একটু উঠতে সাহায্য করবেন?'

'অবশ্যই।

এসমাদ হাতে ধরে আম্মিরাকে উঠে বসালো। তার মাথাটা বড্ড ভারী লাগছে।

'আমার হঠাৎ কী হয়েছিল, প্রফেসর? জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম মনে হয়।'

'সকালে কিছু খেয়েছিলেন?'

'না।'

'সেজন্য বোধহয়।'

'একটু ওয়াশরুমে যাবো।'

এসমাদ নিজের ডান হাত দ্বারা রুমের এক পাশে নির্দেশ করলো। ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে ব্যক্তিটার সামনে দাঁড়াতে বড্ড লজ্জা লাগছিল আম্মিরার। সে প্রথমবার এ বাড়িতে এসেছে, তাও আবার এসে বমি। নিজেকে মনে মনে কয়েকশত ধিক্কার জানালো।

'এখন কেমন লাগছে?'

'কিছুটা ভালো।'

'বিছানায় বসুন।'

আম্মিরা গিয়ে বিছানায় বসলো। তুলতুলে বিছানা। দুর্ঘটনার জন্য হলেও অনেকটা আরামের ঘুম হয়েছে।

'আপনাদের কার্পেটটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই না?'

'হতে পারে আমি দেখিনি।'

'আমি তার যথেষ্ট মূল্য দিয়ে দেবো।'

'মূল্য কি আপনার কাছে কেউ চেয়েছে?'

এসমাদ কথাটা বলতে বলতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ড্রেসিং টেবিলে নানারকম কারুকার্য খচিত বোতল রাখা। ওগুলোর মধ্যে হয়তো সেই সব আঁতর আছে, যা সবসময় এসমাদ গায়ে মাখে। আম্মিরা বিছানায় বসে এক ধ্যানে কিছুসময় এসমাদকে দেখে চোখ মুদিত করে ফেললো। সুন্দর জিনিস আসলে বেশি দেখতে নেই।

একটু পর নুসফা হাতে একটা দুধের গ্লাস নিয়ে এলো। কিছু না বলে মুচকি হেসে এসমাদের হাতে গ্লাসটি দিয়ে চলে গেল। আম্মিরা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাগদত্তা, তাই না?'

'কে?'

'নুসফা ম্যাম।'

'আপনাকে কে বলল?'

'জিবাদ নামের ছেলেটা।'

'ওহ! তার কথা বিশ্বাস করেন? নুসফা আমার কাজিন সিস্টার।'

এসমাদের মুখ থেকে কথাটা শুনে আম্মিরার মস্তিস্কে প্রজাপতি উড়ে গেল। বড্ড খুশি খুশি লাগছে তার।

'দুধটা খেয়ে নেন।'

'আমার দুধ পছন্দ না।'

'আপনি আমাকে না করবেন, আম্মিরজান?'

এসমাদের কথাতে মতান্তর প্রকাশ করলো না আম্মিরা। দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিলো।

'গুড গার্ল। এখন জলদি করেন রাত আটটা বাজে। বাসায় যেতে হবে।'

'কিহ! রাত আটটা বাজে?'

'জি, জলদি করেন।'

আম্মিরা এক চুমুকে দুধটা শেষ করলো। নিজেকে একটু আয়নায় দেখে এসমাদের সাথে রুম থেকে বের হয়ে এলো। নুসফার থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। তাকে অনেক ভালো লেগেছে আম্মিরার।

পুনরায় তাদের বাড়ির দিকে তাকালে শরীর হিম হয়ে গেল। দূর থেকে বাড়িটা প্রাসাদের মতো লাগছে। চাদের আলোয় তার উজ্জ্বলতা আরও দিগবিদিক ছড়িয়ে পড়েছে। চারপাশে অদ্ভুত পরিবেশ বিরাজমান। এ পরিবেশে মানুষ কীভাবে থাকে, সেটা বুঝতে পারলো না আম্মিরা।

রাস্তার উপর হেড লাইটের আলো ফেলে গাড়ি এগিয়ে চলছে। মাথা হেলান দিয়ে বসে আছে আম্মিরা। দুর্বলতা অনেকাংশে কমে গেছে এখন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এমন জায়গায় থাকতে ভয় করে না, প্রফেসর?'

'ভয় করবে কেন?'

'করে না?'

'নাহ! উলটো ইনসানদের সমাগমে থাকতে ভয় করে।'

কিছু সময় চুপ থেকে হঠাৎ এসমাদ গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। মনে হচ্ছে তার বড্ড তাড়া। আম্মিরা জিনিসটা নিয়ে ভাবলো না, কারণ নুসফা ওই নির্জন বাড়িতে একা রয়েছে। তবে দ্রুত যাওয়া স্বাভাবিক।

মিনিট খানেকের মধ্যে আম্মিরার বাড়িতে পৌঁছে গেল। এসমাদ গাড়ি থামিয়ে চুপ করে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

'আপনি নিজের খেয়াল কেন রাখেন না?'

'কোথায়?'

'আপনার বাবা মরে যাওয়ার পর থেকে আরও খেয়াল রাখেন না।'

'রাখি তো।'

'বাসায় যান। রাত কিন্তু অনেক।'

'হুম।'

আম্মিরা নিজের ব্যাগ হাতে তুলে নিলো। গাড়ির দরজা খুলে বের হতে নিলে এসমাদ তার হাত টেনে ধরলো। হিম শীতল ঠান্ডা হাতের স্পর্শে নেচে

উঠলো আম্মিরার নারী মন। চট করে এসমাদের দিকে ফিরে তাকালো। নীল চোখগুলো কেমন মোহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মিন মিন করে জানতে চাইল, 'কিছু বলবেন?'

'আমি দুদিনের জন্য বাইরে যাবো। শহরের বাইরে।'

'কেন?'

'সেটা বলতে পারছি না। নিজের খেয়াল রাখবেন।'

'আপনিও।'

'এখন যান। শুভ বিদায়।'

মুচকি হেসে আম্মিরা গাড়ি থেকে নামলো। বাসার গেট পার হতেই বড্ড মন খারাপ হলো তার। বেশ কিছুদিন এসমাদকে দেখতে পারবে না। একটা ভারী পাথর সমান ওজন বুকে অনুভব হলো আম্মিরার।

অধ্যায়– আঠারো

রাস্তার হলুদ রঙের আলো গাড়ির কাঁচ ভেদ করে এসে এসমাদের শুভ্র মুখে লুটোপুটি খাচ্ছে। মানুষ সমাগম থেকে এখনো বের হতে পারেনি, সে-জন্য গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তা নয় গাড়ির থেকে এসমাদের ডানার গতি বেশি। আরও দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হতো। সমস্ত জঙ্গল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঝোপ-ঝাড়ের একপাশে গাড়ি থামিয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু একটার অপেক্ষায় আছে। কয়েক মুহূর্ত পর নুসফাও তার সাথে যোগ দিলো।

'যুবরাজ!'

নুসফার দিকে একবার তাকিয়ে উত্তর করলো এসমাদ, 'তোমার প্রতিক্ষায় ছিলাম।'

'হঠাৎ মহামান্য কেন ডাকলেন আমাদের?'

'বলতে পারছি না।'

এসমাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে নীল রঙের একটা রেখা দেখলো, যা উত্তরদিককে নির্দেশ করেছে। বুঝে নিলো এটা সংকেত ছিল। সে বলল, 'মহামান্য সংকেত দিয়েছেন।'

দুটো বিশাল আগুনের তৈরি ডানা মেলে এসমাদ ও নুসফা উত্তর দিকে উড়ে চলল। অনেক দূরে আসার পর তারা একটি পাহাড় দেখতে পেলো। সেখানেই দু'জন নামলো। এখান থেকে হেঁটে যাবে তারা।

'আম্মিরজান কিন্তু আজকে তোমাকে বেশ পছন্দ করেছে।' নুসফা হেসে বলল। 'অথচ প্রথমদিন সেটা পারেনি। প্রণয় থেকে বেশ ঈর্ষা জন্ম নিয়েছে উনার মনে।'

সামনে একটি অদৃশ্য গুহা দেখা যাচ্ছে। এটা যেকোনো মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। সেটির সামনে বেশকিছু জিন পাহারাদার দণ্ডায়মান। এসমাদকে

দেখে তারা চকিত হয়ে গেল। সকলে মাথা উঁচু করে হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ করলো দু'জনকে।

আন্দ্রেয়াজ দেয়ালের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছেন। প্রথমে এসমাদ তার পেছনে নুসফাকে প্রবেশ করতে দেখে তাকে থামিয়ে দিলেন আন্দ্রেয়াজ। বললেন, 'আপনি ভেতরে প্রবেশ করবেন না, শাহাজাদী নুসফা।'

থেমে গেল নুসফা। এসমাদ ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকালো। আন্দ্রেয়াজ দেয়ালের সামনে থেকে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালেন।

'আপনি অপবিত্র, শাহাজাদী। ভেতরে প্রবেশ করবেন না।'

'জি, মহামান্য।'

নুসফা মাথা নিচু করে চলে গেল। পুরো গুহা চন্দনকাঠের সুগন্ধে পরিপূর্ণ। মোলায়েম আলোতে সামান্য আলোকিত হয়ে আছে চারপাশ। এসমাদ হেঁটে গিয়ে আন্দ্রেয়াজের উদ্দেশ্য বলল, 'মহামান্য, আপনার উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক।'

'আপনার উপরও।'

আন্দ্রেয়াজ একটা আসনের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বসতে বললেন এসমাদকে। তিনি বললেন, 'শাহাজাদী নুসফার কাঁচা মাংস খাওয়ার অভ্যাস হয়তো বদলাবে না।'

এসমাদ এত সময়ে বুঝতে পারলো কেন আন্দ্রেয়াজ নুসফাকে অপবিত্র বললেন।

'আপনাদের কেন ডেকেছি জানেন?'

'দুঃখিত মহামান্য, বলতে পারছি না।'

'বাদশাহ্ নুরাইন বর্তমানে পৃথিবীতে অবস্থান করছেন।'

'কেন?'

'আপনার খোঁজে, যুবরাজ।'

এসমাদ সামান্য হাসলো।

'আমাকে কাছে তার কী দরকার?'

'তা বাদশাহ ভালো বলতে পারবেন। সেটা বড়ো বিষয় নয়, যুবরাজ। আপনাকে আমি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম আম্মিরজানের খেয়াল রাখতে। তবে সেক্ষেত্রে আপনি অসফল হলেন কীভাবে?'

'আমি এজন্য লজ্জিত, মহামান্য। আমি যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি। যতদিন আমরা এখানে থাকবো অন্তত ততদিন সে সুরক্ষিত থাকবে।'

আন্দ্রেয়াজ বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তার রূপ-চেহারা অপার্থিব। এমন কেউ হয় নাকি? অদ্ভুত একটা রূপ পেয়েছে আন্দ্রেয়াজ।

'যাদুটা অনেক প্রবীণ জিনের সাহায্য করা হয়েছে। যুবরাজ জিবাদকে এ বিষয়ে কিছু বলবেন না।'

'কিন্তু তিনি একজন রাক্কী।'

'আমার কথায় প্রশ্ন তুলা অবাঞ্জনীয়। এমনিতে আমি চিন্তিত যুবরাজ জিবাদের জন্য আম্মিরজানের উপর ইফ্রীত্বদের সুরক্ষাবন্ধনী কাজ করছে না।'

'দুঃখিত মহামান্য।'

'জিবাদের সাথে বাদশাহ্ নুরাইনের সম্পৃক্ততা আছে।'

'আমি জানতাম না।'

'আমি আপনাকে একটা কথা বলব, যুবরাজ। মূলত একটা আদেশ।'

'বলুন।'

'আনাহিতার পিতাকে মেরে ফেলতে হবে।'

আন্দ্রেয়াজের এমন নির্দেশে চমকে উঠলো এসমাদ। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জিবরানকে? কেন?'

'আমি বেশি কিছু জানি না, আজকে রাতেই তার যেন মৃত্যু হয়!'

'জি মহামান্য।'

এমন নির্দেশে এসমাদের মন হঠাৎ বড্ড খারাপ হয়ে গেল। জিবরান তার কাছের একজন। তাকে মৃত্যু প্রদান করতে অবশ্যই কষ্ট হবে। এসমাদের মনের কথা অনায়াসে বুঝতে পারলেন আন্দ্রেয়াজ। তিনি বললেন, 'জিনদের মনে মায়া থাকা কি আদৌ সমীচীন?'

'কেন নয়? আল্লাহ তায়ালা কি আমাদের মায়া দেননি?'

'দিয়েছেন, সেটা আমরা স্ব-জাতীর ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ করলে নিজেদের উন্নতি হবে।'

'জি।'

'শাহাজাদী নুসফাকে পবিত্র হয়ে আমার সামনে আসতে বলেন।'

এসমাদ গুহা থেকে বের হয়ে এলো। নুসফা একটা পাথরের উপর বসে বসে আকাশ দেখছে। এই জিনিরাই একমাত্র সাথী এসমাদের। যে কিনা স্বয়ং তার ভবিষ্যত সহধর্মিনী হয়েও একজন ইনসানকে ভালোবাসতে সাহায্য করছে। মহামান্য তাকে মানুষের প্রতি মায়া দেখাতে না করলেন। সেক্ষেত্রে নুসফার প্রতি মায়া দেখানো উচিত। তবে তার যে আম্মিরার উপর মায়া হয়। বড্ড মায়া।

অধ্যায়– উনিশ

নিয়ানা বসে বসে টিভি দেখছে। আম্মিরাকে দেখে খানিকটা হাসলো সে। বিগত কয়েকদিনের থেকে আজকে কিছুটা ভালো বোধ হচ্ছে আম্মিরার। সারাদিন কেমন অবসাদগ্রস্ত লাগছিল। তখনকার ঘুমটার জন্যই এত ফুরফুরে অনুভব হচ্ছে এখন।

আম্মিরা সোফায় বসতে বসতে নিয়ানার উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমার কি এই কোরিয়ান ড্রামাগুলো খুব বেশি ভালো লাগে?'

'অনেকটা ভালো লাগে।'

'এজন্যই সারাদিন দেখো।'

'সিস্টার, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'একটু প্রফেসরের বাসায় গিয়েছিলাম।'

'ওহ। প্রফেসর জিবরান?'

'না, প্রফেসর এসমাদ। আমার কলেজের।'

এসমাদ নামটা রান্নাঘর থেকেও শুনতে পেলো ওসনে। এদিকেই কান খাঁড়া করে রেখেছিল। এই নামটাকে বড্ড ঘৃণা করে সে। রান্নাঘর থেকেই একবার আম্মিরাকে দেখে নিলো। এখন ভালো সময় তাকে আবার যাদুর ঔষধ খাওয়ানো। ওসনে কিছু নাস্তা নিয়ে ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হলো। মিষ্টি হেসে তাকেও বসতে বলল আম্মিরা। কিন্তু সে বসতে রাজি হলো না, 'নো ডিয়ার, আমি বসবো না। তোমার পছন্দের সুইটস বানিয়েছি, আম্মিরজান। একটু মুখে দিয়ে দেখো।'

একটু মিষ্টি ভেঙে মুখে দিয়েই তা উগড়ে দিলো আম্মিরা। কেমন বিদঘুটে তেঁতো একটা স্বাদ। ওসনে আর নিয়ানা দুজনেই এ কাণ্ডতে বেশ অবাক হলো।

'তুমি ঠিক আছো তো ডিয়ার?'

'জানি না। এবার দিয়ে দুবার আজকে বমি হলো।'

'কেন সিস্টার, আর ইউ সিক?'

'মনে হচ্ছে। আই নিড প্রোপার স্লিপ। কালকে ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে।'

'ঠিক আছে, টেক রেস্ট।'

আম্মিরা উঠে পড়লো সোফা থেকে। হঠাৎ তার বমি করায় ওসনের কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিলো।

আম্মিরার বাবা বড্ড শৌখিন মানুষ ছিলেন। নিজের বাড়িতে বেশ বড়ো করেই একটা ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন তিনি। জীবনের শেষ সময়টা এই লাইব্রেরিতেই বেশি কাটিয়েছেন। এমনকি তার মৃত্যুও ঘটে এখানে।

রোজ রাতে একবার করে আম্মিরা লাইব্রেরি ঘুরে যায়। একান্ত কিছু সময় যা সে শুধুমাত্র নিজের জন্য এবং তার বাবার স্মৃতিচারণে ব্যয় করে। লাইব্রেরির দরজা বন্ধ করে আম্মিরা একটা ডিভানে এসে বসলো। রুমের পরিবেশ আজকে অতিমাত্রায় শীতল। উঠে এসে এসি অফ করতে গেলে দেখলো, সেটা আগে থেকে অফ করা। তাহলে এত ঠান্ডা লাগছে কেন বুঝলো না।

রিমোট রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই আম্মিরার হাত-পা কেঁপে উঠলো। তার সামনে অদ্ভুত আকৃতির একটা প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। কী বীভৎস দেখতে! চামড়াগুলো কুঁচকে যাওয়া, কালো বর্ণের চোখ। মুখের বিভিন্ন জায়গায় খুবলে নেওয়া। সাথে পুরো শরীরে লম্বা লম্বা পোকা। গা গুলিয়ে এলো আম্মিরার। প্রচণ্ড দুর্গন্ধে রুমটা ভরে গেছে। শীতলতাও বেড়েছে।

প্রাণীটি ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে থেমে গেল। এমনকি সাথে সাথে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা হ্যাঁলিসুলেশন কি না আম্মিরা জানে না। প্রাণীটি চলে যেতেই দরজা খুলে দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে এলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে আম্মিরা ড্রয়িং রুমের সোফার বসে পড়লো। নিয়ানা ব্যস্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? এরকম করছো কেন?'

আম্মিরা সবকিছু খুলে বলল নিয়ানাকে। ওসনে রান্নাঘর থেকে এসে গেছে।

'ওহ ডিয়ার তুমি ভয় কেন পাচ্ছো? আসো এদিকে এসে বসো।'

আম্মিরা একটা সিঙ্গেল সোফায় গিয়ে বসতেই তাকে বেঁধে ফেললো নিয়ানা। আকর্ষিক এমন করায় হতভম্ব হলেও নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে আম্মিরা।

'লাভ হবে না, সিস্টার।'

'তোমরা হঠাৎ এমন করছো কেন? খুলে দাও।'

'আম্মি ডিয়ার, তার পূর্বে বলো আজকে এসমাদ তোমাকে কী খাইয়েছে?'

'মানে?'

'তোমার ভেতরে যাদুর ঔষধ ছিল। বর্তমানে তা নেই।'

আম্মিরার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করলো। একবার চিল্লানোর চেষ্টা করেও লাভ হলো না।

'নিয়ানা।'

'কোনো লাভ নেই, সিস্টার। আমি এরকম কেন করলাম মৃত্যুর পূর্বে সেটা না জানলে।'

ওসনে কোথা থেকে এক কাগজ নিয়ে এলো। যাতে আরবি হরফ উলটো করে লেখা। তা পড়তে পড়তে আম্মিরার গলা থেকে লকেটটা খুলে নিলো। কেঁপে উঠলো ওর শরীর।

অধ্যায়– কুড়ি

আজকে ঠিক পাঁচদিন হতে চলল আম্মিরা কলেজে আসেনি। প্রথমে জিবাদ ভেবেছিল এসমাদ নেই, তাই কলেজ মিস করছে। কিন্তু আজকে সে ভুল প্রমাণিত হলো। আম্মিরার খোঁজ নিতে এসেছে জিবাদ। বাসার মেন গেট দিয়ে প্রবেশ করে বেশ কিছুক্ষণ আশেপাশের পরিবেশ অবলোকন করলো সে। পুরো বাড়িময় এক ধরণের বিশ্রী গন্ধ। এ গন্ধটা ওর কাছে অচেনা নয়।

ব্যাক ইয়ার্ডের জানালা দিয়ে কিচেন দেখা যাচ্ছে। একটা মেয়ে টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছে আর মধ্যবয়স্ক এক মহিলা কাজ করছে। মহিলাটিকে ভালো মতো চেনে জিবাদ। আম্মিরাকে আশেপাশের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আচমকা ভয়ংকর চিৎকারে উভয়ই কিছুটা চমকে উঠলো। সাথে জিবাদও।

বুঝতে বাকি রইলো না, এটা কীসের গোঙরানি ছিল। ডান হাতে ভর দিয়ে সপাং করে জানালা দিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলো জিবাদ। ঘটনার আকস্মিকতায় নিয়ানা ও ওসনে দুজনেই ভড়কে গেল।

'হেই ম্যান! হু আর ইউ?'

নিয়ানার করা প্রশ্নে কোনো জবাব দিলো না জিবাদ। বাড়ির পরিবেশটাতে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলো। যা বুঝার তা বুঝে গেছে।

'হোয়ার ইজ, আম্মিরা?'

'হোয়াই আর ইউ আস্কিং ফর হার? এন্ড হু আর ইউ?'

'দ্যাট ডাজেন্ট মেটার টু ইউ হোয়ার ইজ আম্মিরা।'

'শাট আপ! গেট আউট ফ্রম দিজ হাউস। আথারওয়াইজ আই উইল কল দ্য পুলিশ।'

নিয়ানার কথা শুনে চোখ বন্ধ করে জিবাদ শুধু একবার নিজের ঘাড় ডানে ও বামে হেলালো। যখন চোখ খুললো তখন চোখ থেকে সবুজ রঙের আভা ঠিকরে বের হচ্ছে। মুখের রঙও কিছুটা সবুজ রঙ ধারণ করেছে। ভারী গলায় জিবাদ নিয়ানার উদ্দেশ্যে বলল, 'হোয়ার ইজ সি?'

'নিয়ানা বলে দাও। এটা জিন।'

ওসনের আর্তনাদমূলক কথা শুনে একটা শুকনো ঢোক গিললো নিয়ানা। আঙুল দিয়ে উপরের দিকে ইশারা করলো। আর এক মিনিটও বিলম্ব না করে জিবাদ আম্মিরার রুমের দিকে ছুটে চলল।

দরজা খুলেতেই জিবাদের নাকে তীব্র একটা গন্ধ এসে লাগলো। সামনে আম্মিরা কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। রুমের অবস্থা ভালো না। সবগুলো আসবাবপত্র এলোমেলো হয়ে আছে। রুমের পরিবেশে এক ধরণের অপবিত্রতার গন্ধ। আম্মিরাকে পেঁচিয়ে আছে একটি কালো রঙের সাপ। এটা যে জিন তা বুঝতে সময় নিলো না জিবাদ। সরাসরি সে জিনটার উদ্দেশ্যে বলল, 'কসম অবিনশ্বর সত্তার, এই দুর্বল ইনসানকে কোনো কষ্ট দেবে না।'

জিবাদের কথা শুনে ফোঁস করে উঠলো সাপটি। বড়োসড়ো হুংকার দিয়ে আম্মিরার গলার ভেতর প্রবেশ করলো। জিবাদ একবার আয়তুল কুরসী পাঠ করে আম্মিরাকে ডাকলো, 'আম্মিরজান! আম্মিরজান!'

জিবাদের ডাকে মুচকি হেসে একদম শোয়া থেকে উঠে বসলো আম্মিরা। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কাটা দাগ এবং কাপড়টা বেশ নোংরা। নিজের ডান হাত নাকের কাছে নিয়ে একবার শুকলো সে। অস্বাভাবিক আচরণ এসব। জিনটা পুরোপুরি তাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে।

'আমি যুবরাজ জিবাদ, তোমাকে আদেশ করছি, তুমি যে-ই হও না কেন, আম্মিরাকে ছেড়ে এখনই চলে যাও।'

কথাটা শুনে আম্মিরার ভেতরে অবস্থান করা জিনটা ভাঙা গলায় হাসছে। হাসতে হাসতে দৌড়ে গিয়ে নিজের মাথা একবার এই দেয়ালে তো আরেকবার ওই দেয়ালে লাগাচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে নিচে নেমে এলো জিবাদ।

ওসনে ও নিয়ানা দু'জনেই পালিয়েছে। জিবাদ চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভাবলো। একটু পর একটা ঈগল উড়ে এলো তার সামনে। প্রাণীটিকে চোখের ইশারায় কিছু নির্দেশ দিলে তখনই তড়িত গতিতে উড়ে গেল। কিছু সময় পরই এসমাদের আগমন ঘটল সেখানে। সে বলল, 'আমি তোমাকে এ বিষয়ে অবগত করতে চেয়েছিলাম, জিবাদ। কিন্তু মহামান্য ডেকেছিলেন আমাদের।'

এসমাদের এই কথায় প্রচণ্ড আক্রোশে উত্তর দিলো জিবাদ, 'তবুও কি তোমার উচিত ছিল না আমাকে সবটুকু জানিয়ে যাওয়া?'

'আমি যথেষ্ট নিরাপত্তা দিয়ে গিয়েছিলাম তাকে। তবুও কেন এমন হলো বুঝতে পারছি না। আমার খুব অসহায় লাগছে। তোমার নিরাপত্তাও কেন কাজে লাগলো না?'

'এ বিষয়ে কোনো সুরক্ষা দেওয়া ছিল না তাকে। এটা যাদু, তাও প্রবীণ জিনের দ্বারা।'

আম্মিরার ডান হাতটি নিজের গালে ঠেকালো এসমাদ। কেমন শুকিয়ে গেছে মেয়েটি। মৃত ব্যক্তির মতো লাগছে দেখতে। এসমাদ ডাক দিলো, 'নুসফা।'

'বলুন, যুবরাজ এসমাদ।'

'বিষয়টা মহামান্যকে জানানো প্রয়োজন। আপনি একবার তাকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করুন।'

এসমাদকে থামিয়ে দিয়ে জিবাদ বলল, 'অপেক্ষা করুন, শাহাজাদী নুসফা। মহামান্যকে বিব্রত করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু তুমি তো কিছু করতে পারবে না, জিবাদ।'

'পারবো না যে এমন নয়।'

জিবাদ একটু হেঁটে জানালার কাছে এলো। মাঝেমধ্যে এসমাদকে খুব বিরক্ত লাগে। একজন জিন হয়ে মানুষকে এত ভালোবাসে কীভাবে? এসব ভাবতে ভাবতে আচমকা আকাশে সাদা রঙের একটি রেখা দেখে জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে চলে গেল।

জিবাদের প্রস্থানের দিকে কিছুসময় তাকিয়ে থাকলো এসমাদ। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে আম্মিরা একবার ঘুম থেকে উঠেছিল। বেশ খারাপ লাগছে এসমাদের। ওর ঘুম আবার একটু হালকা হলো। দুর্বল কণ্ঠে এসমাদের উদ্দেশ্য বলল, 'আপনি এখনো যাননি, প্রফেসর?'

'উহুঁ! আপনার জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। খুব কষ্ট হচ্ছে কি?'

বিড়াল ছানার মতো আরেকটু এসমাদের গা ঘেষে শুয়ে কম্বলটা নিজের উপর টেনে নিলো আম্মিরা। দুর্বল কণ্ঠে সে বলল, 'নিয়ানা এমন কেন করলো? আমি কি আর বাঁচবো না, এসমাদ? শুনেছি জিনেরা অনেক খারাপ হয়।'

'সবাই খারাপ হয় না। ভেঙে পড়লে হবে না, আপনার বাঁচতে হবে।'

'ওসনে তো ছোটো বেলা থেকে আমাকে বড়ো করে তুলেছে। তাহলে সে কীভাবে আমাকে মারতে চায়?'

'হুস। এখন ঘুমাবেন। পরে কথা বলব এগুলো নিয়ে।'

আম্মিরার ঠোঁট, মুখে গালে বেশ কয়েকবার চুম্বন প্রদান করলো এসমাদ। আবার ঘুমিয়েছে সে। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে এসমাদ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আপনাকে বাঁচিয়ে নেবে আফারীতরা। কারণ আপনি যে তাদের ভবিতব্যকে গঠণ করতে চলেছেন।'

আম্মিরার ঘুমন্ত মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এসমাদ। এ মেয়েটার কোনো ক্ষতি কখনো হতে দেবে না সে। যে যা-ই বলুক নিজে জিন হলেও তার জীবনসঙ্গী আম্মিরা ব্যতীত অন্য কেউ হবে না।

অধ্যায়– একুশ

'আসসালামু আলাইকুম।'

রিনরিনে এক নারী কণ্ঠে এসমাদ সামনে চোখ তুলে তাকালো। একজন অতীব সুশ্রী রমণী দাঁড়িয়ে আছে। গা দিয়ে চন্দন কাঠের মতো সুগন্ধ ভুরভুর করে বের হচ্ছে। যার বিমোহিত করা সুগন্ধে পুরো রুম ভরে উঠেছে। আম্মিরার মাথা বুক থেকে নামিয়ে উঠে বসলো এসমাদ। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো, 'ওয়া আলাইকুম আসসালাম, শাহাজাদী জেস্মিয়া!'

'যুবরাজ তো দেখছি দিন দিন সুন্দর থেকে সুন্দরতর হচ্ছেন।'

জেস্মিয়ার এহেন উক্তিতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না এসমাদ। বরং উলটো প্রশ্ন করল, 'আপনি হঠাৎ?'

'কোথাও যাচ্ছিলাম। হঠাৎ যুবরাজ জিবাদ আমাকে এখানে নিয়ে এলেন।'

জেস্মিয়ার পেছন পেছন জিবাদ এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিধামিশ্রিত দৃষ্টিতে এসমাদ নুসফার দিকে তাকালো। তাদের মুখের অভিব্যক্তি বুঝতে সমস্যা হলো না জেস্মিয়ার।

'ভয় নেই, যুবরাজ। আমরা নিরস্ত্র কারও ক্ষতি করি না। এবং সে যদি হয় আফারীতদের নিকটজন, তাহলে আরও করবো না। একটু সরে আসুন তাকে দেখবো।'

এসমাদ আম্মিরার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো। জেস্মিয়া গিয়ে ঘুমন্ত আম্মিরার চোখে হাত রাখলো। সে বলল, 'উনার কোনো আপনজন তাকে মারতে জিন দ্বারা কালো যাদু করেছে। বিষয়টা বড্ড জঘন্য। আল্লাহ সুবহানাহু তাআয়ালা নিজেই বলেছেন, তার শরীক নেই। তবুও মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে কিছু সংখ্যক কীভাবে তার বিরোধীতা করে?'

তার কোনো জবাব দিলো না। জেস্মিয়া আম্মিরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এসমাদ বলল, 'জিবাদ! জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।'

এসমাদের কথায় জিবাদ গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলো। এসমাদ প্রশ্ন করল, 'আপনি কি করতে চাচ্ছেন, শাহাজাদী জেস্মিয়া।'

'অবশ্যই রুকাইয়াহ করতে হবে। জিনটা আপাতত তার ভেতরেই আছে। সে মারাদ্বাহ গোত্রের।'

'আমি তাকে একদম নিঃশেষ করতে চাই। সাথে যারা এই শিরকের সাথে যুক্ত তাদেরও।'

'ঠিক আছে, যুবরাজ এসমাদ।'

জেস্মিয়া ধীরে ধীরে বিভিন্ন সুরা উচ্চারণ করছে। সাথে পবিত্র পানি আম্মিরার গায়ে ছিঁটিয়ে দিচ্ছে। জিবাদ রাক্বী হওয়ায় তারা একত্রে মিলে কাজটা করছে। এসমাদ ও নুসফা একটু দূর থেকে সব দেখছে। বেশ কিছু সুরা পড়ার পর আম্মিরার শরীর কেঁপে উঠলো। একটা আর্তনাদ তার শরীরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে।

ঘুমন্ত আম্মিরার এসবের কিছুই টের পাচ্ছে না। শরীর থেকে কুণ্ডলী পাঁকিয়ে একটি কালো ধোঁয়ার আকৃতি বের হলো। জানালা বন্ধ থাকায় ধোঁয়া আকৃতির জিনটা বাইরে যেতে পারলো না। এসমাদ দৌড়ে গিয়ে জিনটাকে মাটিতে ফেলে আঘাত করলো। কঁকিয়ে উঠলো জিনটি। অবয়ব ধারণ করার পর নুসফা, জিবাদ একত্রে তার উপর হামলা করলো।

জিনটি বের হওয়ার জন্য নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলেও কাজে লাগলো না। তার দুহাত দুদিক থেকে জিবাদ আর নুসফা ধরে আছে। এসমাদের নীল চোখ দিয়ে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। মুহূর্তেই জিনটার দেহ ছিন্নভিন্ন করে তাকে ছাইয়ে রূপান্তরিত করে দিলো। রাগে ফুঁসছে এসমাদ। তা দেখে বিদ্রুপসূচক হাসি হাসলো জেস্মিয়া।

'যুবরাজ এসমাদ তো এক ইনসানের প্রণয়ে মত্ত। তা কি শোভা পায়?'

জেস্মিয়ার বিদ্রুপ গায়ে না মেখে এসমাদ বলল, 'আম্মিরজান এখন ঠিক আছে?'

'জি, কিন্তু উনি অপবিত্র। তাকে একটু পবিত্র করতে সাহায্য করুন আমাকে। আপনারা বাইরে যান।'

নুসফা ঘরে থাকলো বাকি দুজন বাইরে চলে গেল। আলমারি থেকে কাপড় এনে তা আম্মিরাকে পরাতে সাহায্য করল নুসফা।

'শাহাজাদী কি আমার সহিত রাগ করে আছেন?'

জেস্মিয়ার কথায় মৃদু হাসলো নুসফা। তিনি বললেন, 'আমি রাগ করবো কেন?'

'উহুঁ, মনে হচ্ছে।'

'আপনি তো আমার শত্রু পক্ষের। রাগ করা বা না করায় কোনো কিছু হবে না।'

'আচ্ছা, ইনিই কি মহামান্যিতা?'

'নাহ। মহামান্যিতার নাম হচ্ছে আনাহিতা। আর ইনি আম্মিরা। আপনি তাদের চিনেও না চেনার ভান করলেন।'

নুসফার কথায় সামান্য হাসলেন জেস্মিয়া। কাপড় পরানো শেষ হলে এসমাদ আর জিবাদ ঘরে প্রবেশ করল। আম্মিরার ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছে। তবুও কথা বলার মতো সচেতন অবস্থায় নেই সে।

'তুরস্কের এক কবিরাজ দ্বারা এমনটি করা হয়েছিল।'

'আপনি নিশ্চিত এ ব্যাপারে, শাহাজাদী?'

'জি।'

'কসম সৃষ্টিকর্তার! আজ রাতেই সেই কবিরাজের শেষ সময় হবে। তার দায়িত্ব নুসফা আপনার।'

'অবশ্যই, যুবরাজ।'

'আপনাকে ধন্যবাদ, শাহাজাদী জেস্মিয়া।'

'অদ্ভুত! ইফ্রীত্বরাও ধন্যবাদ দিতে জানে!'

জেস্মিয়ার এরকম টিপ্পনি দিয়ে কথাকে গায়ে মাখলো না এসমাদ। হেঁটে হেঁটে জেস্মিয়া বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। তার পেছন থেকে এক সুবিশাল নীল রঙের পালকযুক্ত ডানা বের হয়ে এলো। তা দিয়ে মুহূর্তেই জমিন থেকে উপরে উঠে গেল সে। হালকা মাথা ঘুরিয়ে জিবাদকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'জিনিরিরা কিন্তু মারাত্মক প্রেমে ফেলতে পারে, সবুজচোখী অদ্ভুত জীব। আজকে আপনাকে রেহাই দিলাম।'

কথাটা বলে পলকের ন্যায় উড়ে গেল জেস্মিয়া। জিবাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এই জিনিরির মাথা খারাপ, সে জানে। এটা ভেবে এতক্ষণ আশ্চর্য হয়েছিল যে, তাকে কেন কিছু বলছে না জেস্মিয়া। এই জিন জাতি ও মনুষ্যজাতির মধ্যে একদম নিজেকে পিষে চলেছে সে।

আম্মিরার অচেতন মুখে সহস্র চুম্বনে ভরিয়ে তুলছে এসমাদ। জিবাদের মন চাইলো তাকে টুপড়িতে ভরে ফেলতে। অতিরিক্ত প্রণয় কখনো ভালো হয় না। তার বড়ো উদাহরণ আম্মিরার প্রতি এসমাদের প্রতি অনুভূতি।

নিয়ানার মন বড্ড বিক্ষিপ্ত। কিছুক্ষণ পূর্বে ওসনে কল করে বলল, কবিরাজ মরে গেছে। তার ছিন্নভিন্ন লাশ পাওয়া গেছে নিজ বাড়িতে। হঠাৎ এমন হওয়াতে নিয়ানাও চিন্তায় পড়ে গেল। পরক্ষণেই আবার এটা ভেবে খুশি হলো যে, কবিরাজ বলেছিল আজকে রাতেই আম্মিরা মরে যাবে। এ কথা যতবার মনে হচ্ছে একটা সুখকর অনুভূতি তার পুরো দেহ ও মনে জুড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এজন্য কবিরাজের মৃত্যুকে খুব একটা পাত্তা দিলো না।

আম্মিরা সম্পর্কে নিয়ানার খালাতো বোন। নিয়ানার মা ডেফনা ও আম্মিরার মা আমালি আপন বোন ছিল। কিন্তু নিয়ানা জানে আম্মিরার বাবা ওদুদের সন্তান সে। নিজ মা ডেফনার থেকে এটা শুনেছে। ওদুদের রেখে যাওয়া এত এত টাকা পয়সা সব আম্মিরা পেয়েছে। এটা কখনো নিয়ানা সহ্য করতে পারেনি। অবশেষে ওসনের কথায় আম্মিরার উপর কালো যাদু করেছে। যাতে প্রমাণ ছাড়া মৃত্যু ঘটে ওর।

তাড়াতাড়ি শাওয়ার নিয়ে ফ্রেশ হয়ে এলো নিয়ানা। আজকে একটা ব্লাইন্ড ডেট আছে তার। ছেলেটাকে সে দেখেনি। মনে মনে হাজারবার চাচ্ছে নিয়ানা ছেলেটা যেন সুন্দর ও ধনী হয়। জলদি জলদি একটা আবেদনময়ী পোশাক পরিধান করে সী বিচে চলে গেল। দূর থেকে তাকে দেখে হাসলো এক যুবক। নিয়ানা বুঝতে পারলো, ইনিই সেই যুবক।

তাকে দেখে অভিভূত হয়ে গেল নিয়ানা। এত সুন্দর চেহারা কোনো মানুষের হয়? আজকে রাতে এ যুবকের সাথে বিছানায় বেশ ভালো সময় কাটবে। একটু লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে নিয়ানা ছেলেটার সামনে দাঁড়ালো। ছেলেটিই কথা বলে উঠল, 'মিস. নিয়ানা!'

'ইয়েস।'

যুবকটার কণ্ঠস্বর বুকে এসে লাগলো নিয়ানার। তার কোমর ধরে হাঁটতে হাঁটতে যুবকটি প্রশ্ন করলো, 'হাউ আর ইউ।'

'ফাইন।'

'ইউ আর সো মাচ প্রিটি গার্ল।'

যুবকটির প্রশংসা শুনে মনে মনে প্রচণ্ড খুশি হলো নিয়ানা। কথা বলতে বলতে তারা অনেক দূর চলে এসেছে। জায়গাটা ঘন জঙ্গল আর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। বেশ রোমাঞ্চিত হলো নিয়ানা। প্রশ্ন করল সে, 'আমরা এখানে কেন এলাম?'

'আপনার জন্য একটা উপহার আছে এখানে। অনেক বড়ো তো। হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

নিয়ানা প্রচণ্ড খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী?'

'ওই যে ওখানে বক্সে রাখা। তার ভেতরে হাত দিয়ে বের করে আনবেন।'

সামনে বিশাল বড়ো একটা বক্স রাখা। নিয়ানা খুশি মনে সামনে এগিয়ে বক্সটার ভেতরে হাত দিয়ে ভ্রু কুঁচকে ফেললো। পিচ্ছিল আর দুর্গন্ধযুক্ত কিছু একটা তার হাতে এসে লেগেছে। দ্রুত হাত বের করে দেখলো হাতে অহরহ ছোটো ছোটো পোকা কিলবিল করছে। আর্তনাদ করে উঠলো নিয়ানা।

'এই স্টুপিড! এগুলো কী?'

যুবকটি কিছু বলল না। শুধু ম্রিয়মাণ এক হাসি তার মুখে ঝুলিয়ে রাখলো। চাঁদের আলোতে যুবককে অপার্থিব লাগছে। সেই সৌন্দর্যে মনোযোগও নিয়ানা দিতে পারলো না। কারণ তার হাত প্রচণ্ড ব্যথা করছে। এমনকি নিচ থেকে পুরো শরীর। নিয়ানা নিচে তাকিয়ে দেখলো তার দেহের ৬০ শতাংশ পোকায় আবৃত হয়ে গেছে। যত তা সরানোর চেষ্টা করছে, তত পোকাগুলো আঁকড়ে ধরছে। ইতোমধ্যে পোকাগুলো চামড়া ভেদ করে নিয়ানার শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। অসহায় চোখে সামনে থাকা যুবকের দিকে তাকালো নিয়ানা। মুচকি হাসছে সে, 'কে তুমি?' নিয়ানা জিজ্ঞাসা করলো।

'আমার কোনো পরিচয় নেই, সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ প্রাপ্ত এক বান্দা ছাড়া।'

'আমার সাথে এমন কেন করলে?'

'কারণ তুমি লোভি এবং একজন নিরীহ ইনসানকে মারতে চেয়েছিলে।'

'কাকে মারতে চেয়েছি?'

'তোমার বোন আম্মিরাকে। তিনি এখন সুস্থ। কিন্তু তুমি?'

নিয়ানার পুরো শরীর পোকা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কিছু সময় পর হাড়ব্যতীত কিছুই রইলো না। আন্দ্রেয়াজ জানেন আর কিছুসময় পর তাও অবশিষ্ট থাকবে না।

অধ্যায়– বাইশ

আম্মিরার শরীর, মন দুটোই পুরোপুরি সুস্থ হতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগেছে। এসময় নুসফা পুরোদস্তুর ওর দেখা শোনায় নিযুক্ত ছিল। এসমাদ, জিবাদ রোজ দেখা করে যাচ্ছে তার সাথে। এখনো মাঝেমধ্যে আম্মিরার বিশ্বাস হয় না যে, ওসনে ও নিয়ানা এমন কাজ করেছে তার সাথে। তবে সব এখন বির্বণ অতীত।

আম্মিরা সেগুলো আর স্মৃতিচারণ করতে চায় না। মাঝেমধ্যে শুধু এটুকু চিন্তা করে, যদি জিবাদ তার খোঁজ করতে না আসতো, তাহলে এতদিনে লাশ হয়ে পোকা-মাকড়ের খাদ্যে রূপান্তরিত হতে হতো।

বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে রয়েছে সে। নুসফা সামনে বসে এক ধরণের ফল কাটছে। এমন ফল ইতোপূর্বে সে কোনোদিন দেখেনি। আম্মিরা কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কী ফল?'

'আমাদের দেশের এক বিশেষ ফল। এতে শক্তি পাবেন আপনি।'

'নাম কী ফলের? কখনো দেখিনি।'

'সেটা আসলে আমিও জানি না। জিবাদ বলতে পারবে।'

'তিনিও ইরানের? আপনাদের আত্মীয় লাগে?'

নুসফা মিষ্টি হেসে বলল, 'ওরকমই কিছুটা।'

নুসফার মিষ্টি হাসি দেখতে বেশ ভালো লাগে আম্মিরার। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ায় জলদি করে বিছানা থেকে উঠে ল্যাপটপ ওপেন করলো আম্মিরা। মিনিট খানেক বাদে সে নুসফার সামনে ল্যাপটপটা তুলে ধরলো একটা ছবি দেখাতে। যেখানে এসমাদ, জিবাদ ও আরেকজন পুরুষ রয়েছে, যা Urban Legend পড়তে গিয়ে পেয়েছিল সে।

'আচ্ছা, ছবিতে এসমাদ আর জিবাদ আছে বুঝলাম। আর একজন কে?'

নুসফা ছবিটা খেয়াল করে দেখতে পেলো আর একজন হচ্ছে আন্দ্রেয়াজ।

'তার নাম আন্দ্রেয়াজ ইউসুফ।'

'আপনি চেনেন?'

'কে না চেনে? বর্তমানে ইউএসএ-তে টপ বিলিয়নদের মধ্যে একজন।'

'ওহ আচ্ছা।'

'জি, আপনি এ ফলটা খেয়ে নেন।'

ফলটা খেতে বেশ সুস্বাদু। তা মুখে দিয়ে আম্মিরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিছুসময় পর একটা ফোনকল এলো। কলে কিছু একটা শুনে আর্তনাদ করে উঠলো আম্মিরা।

নুসফা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, আম্মিরজান?'

বিছানা থেকে নামতে নামতে সে উত্তর দিলো, 'প্রফেসর জিবরান! মানে আমার একজন প্রফেসর একটু আগে মরে গেছে। আমি সেখানে যাবো।'

'ঠিক আছে যাবেন। আমি এসমাদকে কল করে দিচ্ছি। কিন্তু একা যাওয়া যাবে না।'

উবারে করেই এসমাদ, আম্মিরা প্রফেসর জিবরানের বাড়িতে যাচ্ছে। এসমাদ ইচ্ছে করেই গাড়ি নেয়নি। পথের মধ্যে অনেকবার চোখ মুছেছে আম্মিরা। এ দৃশ্য দেখে এসমাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। জিবরানের মৃত্যু হওয়ারই ছিল। শুধু কয়েকদিন পিছিয়ে গেছে এই যা। মৃত্যুর সময় তার মুখটা এসমাদের চোখের উপর ভেসে উঠলো এসমাদের। কেমন মায়া নিয়ে তাকিয়ে ছিল।

একটা পরিত্যক্ত চার্চের সামনে গাড়ি থামালো। আগে এটা চার্চ থাকলেও এখন প্রফেসর জিবরানের বাড়ি। বিশাল বড়ো বাড়িটাতে খুব বেশি না হলেও বেশ লোক সমাগম রয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে আম্মিরা এগিয়ে যেতে থাকলে এসমাদ তার হাত টেনে ধরলো। তার গাঢ় নীল চোখগুলো কিছু বলার চেষ্টা করছে।

'কিছু বলবেন?'

'উহুঁ। আমার হাত ধরে থাকেন।'

বাবার লাশের সামনে শক্ত হয়ে বসে আছে আনাহিতা। কাল রাতেও লোকটা কতটা হাসিখুশি ছিল। কিন্তু আজকে একটা মৃত শরীর। নিজ ব্যতীত তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কেউ নেই। বাবা ছাড়া কোনো আত্মীয়কে কখনো

দেখেনি সে। আম্মিরা এগিয়ে গিয়ে আনাহিতাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো। তার ছোঁয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়লো মেয়েটা।

'নিজেকে সামলাও, আনাহিতা।'

'আমি একদম একা হয়ে গেলাম, আম্মিরজান। একদম একা।'

'তুমি একা কখনো ছিলে না। আমি তো আছি।'

'বাবা এত জলদি কেন আমাকে ছেড়ে গেল?'

আনাহিতার আর্তনাদ শুনে আম্মিরার অনেক খারাপ লাগছে। নিজের বাবার মৃত্যুর সময়কার অনুভূতি মনে হলো। আনাহিতাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে আম্মিরা জিবরানের লাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। কফিনের সামনে সেই যুবকটা দাঁড়িয়ে আছে। নুসফা যেন একটু আগে কী নাম বলল তার? মনে পড়ছে না আম্মিরার। কিন্তু যুবকটার সৌন্দর্য দেখে কিছুসময় বিমোহিত হয়ে থাকলো। পুরো নিখুঁতভাবে তৈরি লোকটা। যা এক দেখায় বলে দেওয়া যায়। আম্মিরা পুনরায় আনাহিতাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পরলো। হঠাৎ একটা অচেনা পুরুষালি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, 'আপনি প্রচণ্ড শক্ত একটা মেয়ে, আনাহিতা। তবে কেন কাঁদছেন?'

কোনোকিছু না বলেই আম্মিরার থেকে আনাহিতাকে ছাড়িয়ে নিলো আন্দ্রেয়াজ।

'বাবা ছিল আমার। আমি জানি না কারা এ জঘন্য কাজটা করলো।'

'মানে? কেউ করেছে? অথ্যাৎ প্রফেসরের মার্ডার হয়েছে?'

আম্মিরার প্রশ্ন শুনে আনাহিতা ও আন্দ্রেয়াজ দুজনেই তার দিকে তাকালো।

'শুভ সময়, আম্মিরজান। আপনি কেমন আছেন?'

হঠাৎ আন্দ্রেয়াজের এহেন প্রশ্নে চমকে উঠলো আম্মিরা। উনি যেভাবে কথা বললেন তাতে মনে হচ্ছে সে আম্মিরাকে বহু আগে থেকে চেনেন।

'আপনি চেনেন আমাকে?'

আম্মিরার কথাকে তোয়াক্কা করলো না আন্দ্রেয়াজ।

'এ বিষয়ে একটু বাদে কথা হবে। এসমাদ চলেন জানাজার সময় গেছে।'

যেহেতু প্রফেসর জিবরান মুসলিম ছিলেন, সেহেতু তার সেই অনুসারেই দাফন করা হবে। সকলে লাশ নিয়ে চলে গেলে আম্মিরা আর আনাহিতা একা হয়ে গেল। আশেপাশে কোনো বাড়ি না থাকায় কোনো প্রতিবেশী নেই। আনাহিতা তার বাবার লাশ নিয়ে যাওয়ার পথে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

'আমি জানি বাবাকে তারা মেরেছে।'

'কারা?'

'মৃত্যুর পূর্বে বাবা আমাকে কল করেছিল। তেমন কিছু বলতে পারেনি। শুধু বলেছে, আমাকে একটা বই খুঁজতে। তার ডায়ারিতে বলে এ ব্যাপারে মেনশন করা রয়েছে।'

আম্মিরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কীসের বই?'

'জানি না। আর তোমার কথাও কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু পারেনি।'

'কী কথা?'

'জানি না। আপাতত এ বিষয়ে তুমি আমি ছাড়া যেন কেউ না জানে।'

আম্মিরা আগে থেকেই আনাহিতাকে চিনতো। মারাত্মক একটা ব্যক্তিত্ব। বয়স কেবল উনিশ। অথচ চলাফেরা করে ত্রিশ বছরের মেয়েদের মতো। জিবরান নিজের একমাত্র মেয়েকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিল। কী সুন্দর এই কঠিন সময়ে নিজেকে সামলে নিলো মেয়েটা। আনাহিতাকে একবার আম্মিরা আন্দ্রেয়াজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে চাইলো, পরবর্তীতে কিছু একটা ভেবে চিন্তাটা মাথা থেকে বাদ দিলো। অন্তত এসব কথা বলার সময় না্

'ভেতরে চলো, আনাহিতা।'

একটা বিরক্তিমাখা শব্দে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো দুজনে। বেশ পরিপাটি করে সাজানো আসবাবপত্র। শহরের দূরে হওয়ায় অনেক কম মূল্যে চার্চটা কিনে নিয়েছিল জিবরান। যদিও আয়তনে খুব বেশি বড়ো নয়। আনাহিতাকে একটি ডিভানে বসিয়ে দিয়ে তার দিকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিলো আম্মিরা।

'আনাহিতা, এখন তুমি আমার সাথে আমার বাড়িতে যাবে।'

এক চুমুক পানি পান করে উত্তর দিলো আনাহিতা, 'তার প্রয়োজন হবে না, আম্মিরজান।'

'জানি, কিন্তু এভাবে আমি তোমাকে একা রেখে যেতে পারি না, তাও এই ভয়ংকর বাড়িটাতে।'

'সমস্যা নেই। আমি থাকতে পারবো। এখানে আমার বাবার মৃত্যু ঘটেছে। আমি পারবো।'

শেষের কথাগুলো আনাহিতা অনেক শক্ত থেকেই বলল। আম্মিরার নিজের জীবনে দেখা সবচেয়ে চমৎকার মেয়েটি হচ্ছে আনাহিতা। অনেক বুদ্ধিমতী এবং খুব সহজেই যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। সে একটু বেশিই শক্ত, তাই হয়তো এরকম একটা পরিত্যক্ত চার্চ বা তার বাড়িতে যেখানে তার বাবার মৃতদেহ ছিল, সেখানে একা বসবাস করতে অনড়। মেয়েটার সৌন্দর্য চমৎকার। মনে হয় কোনো হুর বসে আছে।

প্রফেসর জিবরানের লাশ দাফন করে এসে গেছে সকলে। আম্মিরার শরীরটা বড্ড দুর্বল অনুভূত হচ্ছে। বিভিন্ন মানুষ আনাহিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে একে একে চলে গেল। শুধু আম্মিরা, এসমাদ ও আন্দ্রেয়াজ বাদে।

'মিস আনাহিতা, আপনি কি বাড়িতে একা থাকবেন?'

আন্দেয়াজের এই প্রশ্নে আনাহিতার জবাব দেওয়ার পূর্বে পাশ থেকে আম্মিরা বলল, 'আমার সাথে থাকতে বলছিলাম। কিন্তু থাকবে না বলল।'

'ঠিক আছে, সে একা থাকতে চায় থাকুক। আমরা চলে যাই।'

'কিন্তু...'

'আম্মিরজান! আপনাকে অসুস্থ লাগছে। বাড়িতে চলুন।'

এসমাদের কথায় অনেকটা বাধ্য হয়ে আম্মিরার ফিরে যেতে হচ্ছে। যাওয়ার পূর্বে সে আনাহিতার থেকে বিদায় নিয়ে নিলো। পুরো সময়ে আম্মিরা আন্দ্রেয়াজের দিকে কম তাকানোর চেষ্টা করেছে। ব্যক্তিটা অদ্ভুত, প্রচণ্ড অদ্ভুত। যা প্রথম দর্শনেই বলে দেওয়া যায়।

এসমাদ কখন গাড়ি নিয়ে এসেছে তা মনে করতে পারছে না আম্মিরা। যদিও সে বলেছে জানাজা পড়েই গাড়ি আনতে চলে গিয়েছিল সে। বাড়ির উলটো পথে গাড়ি চলতে শুরু করলে ভ্রু কুঁচকে ফেললো আম্মিরা। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের মতো গাড়ি চালিয়ে চলেছে এসমাদ। অবশেষে আম্মিরা প্রশ্ন করেই বসলো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'যাচ্ছি কোথাও।'

'বলেন না!'

'শাট আপ!'

এরকম রুঢ় কথায় বড্ড অভিমান হলো আম্মিরার। চুপ করে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কিছু সময় পর বুঝতে পারলো গাড়ি এসমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। এ রাস্তায় সেদিন আম্মিরা এসেছিল। বাড়িটার অদ্ভুত পরিবেশ মনে হতেই কেঁপে উঠলো সে।

'আমরা আপনার বাড়িতে কেন যাচ্ছি, প্রফেসর?'

'আপনি কি শাট আপ মানে জানেন না, আম্মিরজান?'

'আপনি প্রচণ্ড শয়তান! উহুঁ, ইফ্রীত্ব।'

এসমাদ হেসে প্রশ্ন করলো, 'যদি সত্যিই ইফ্রীত্ব হই তবে?'

'তবে কী? আপনার বিশাল বিশাল ডানায় চড়ে উড়ে বেড়াবো।'

'আগুনের তৈরি ডানা। জ্বলে যাবেন।'

'হুঁহ! সত্যিই কি আপনি ইফ্রীত্ব নাকি?'

‘হতেও পারি। নেমে পড়েন এসে গেছি।’

‘হ্যাঁ, ড্রাকুলাদের বাড়ি।’

আম্মিরা গাড়ি থেকে নেমে সেদিনের সেই পরিবেশটা পুনরায় উপভোগ করতে পারলো। এসমাদ তার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলো। পুরো বাড়িটা ফাঁকা।

‘নুসফা ম্যাম নেই?’

‘আপনার বাসায়।’

‘তাহলে আমরা এখানে কেন এলাম?’

‘নাচতে, চলুন নাচি!’

কথাটা বলে সত্যিই এসমাদ আম্মিরার হাত ধরে বেশ কয়েকবার ঘুরালো। হো হো করে হেসে উঠলো আম্মিরা।

‘হাসছেন কেন?’

‘আপনি সত্যিই নাচালেন তাই।’

‘আপনি বললে আর নাচাবো না।’

‘এবার তো বলেন আমরা কেন এলাম।’

‘আপনার রক্ত পান করতে। আপনার রক্ত মিষ্টি হবে দারুণ। তার সাথে রেড ওয়াইন মিশিয়ে নেবো।’

‘ভুল, রক্ত লবণাক্ত হয়।’

‘কিন্ত আম্মিরজানের রক্ত মিষ্টি হয়।’

‘আপনি আমার বাবার মতো আমাকে আম্মিরজান বলে ডাকেন।’

‘চলুন উপরে যাই।’

এসমাদের পেছন পেছন আম্মিরা উপরে উঠে এলো। এমন এক রুমে নিয়ে এলো, যেখানে বিভিন্ন তরবারি, তীর ধনুকসহ অদ্ভুত রকমের বিভিন্ন অস্ত্র। আম্মিরা একটা তরবারি উঠানোর অনেক চেষ্টা করেও পারলো না। একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

‘ছেড়ে দেন, আপনি পারবেন না।’

‘এটা এত ভারী কেন? আর প্রচুর বড়ো।’

‘আপনি যদি এটা ধরায় হাঁপিয়ে উঠেন তবে?’

‘তবে কী?’

‘বুঝবেন না। এখন রাখেন এসব।’

আম্মিরা তরবারি রেখে দিলে এসমাদ তাকে এক ঝটকায় নিজের কাছে নিয়ে এলো। গাঢ় নীল বর্ণের মণিগুলোর ছায়া আম্মিরার শুষ্ক মুখে এসে হেসে-

খেলে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির বাতাসের সাথে বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে কোথাও থেকে। আম্মিরার চুল উড়ছে। অবাধ্য চুলগুলো নিজের ডান হাতের তর্জনী দ্বারা পেঁচিয়ে নিলো এসমাদ।

'আপনার সাথে একা সময় কাটাতে পারছিলাম না দেখে এখানে নিয়ে এলাম।'

আম্মিরা সাথে সাথে কোনো জবাব দিলো না। এক দৃষ্টিতে এসমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এসমাদ!'

'আজকে প্রফেসর বললেন না?'

'এমনি।'

আম্মিরা কিছু না বলে এসমাদকে জড়িয়ে ধরলো। তার কাণ্ড দেখে মৃদু হাসল এসমাদ।

'আচ্ছা আম্মিরজান, আপনার বিয়ে যদি কোনো যুবরাজের সাথে হয়। তবে আপনাকে সকলে কী বলে ডাকবে?'

'যুবরানি।'

এসমাদ আম্মিরার গালে নিজের তর্জনি বুলিয়ে বললেন, 'হুব্বুন শাহ্বাতান (ভালোবাসি যুবরানি)।'

'কী? কী বললেন?'

'কিছু না।'

'বলেন না!'

'কী বলবো?'

'ওই যে কী যেন বললেন এখন।'

এসমাদ আর কিছু বলল না। শুধু এক দৃষ্টিতে আম্মিরার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ প্রচণ্ড ঘুম ঘুম পাচ্ছে আম্মিরার। গভীর ঘুম। এসমাদের সুদর্শন মুখ চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে।

অধ্যায়– তেইশ

জিবরানের মৃত্যুর আজ দুদিন। এ দুদিন আনাহিতা নিজ বাসায় একাই ছিল। একা থাকার অবশ্য কারণ রয়েছে, আর তা হলো সেই ডায়ারিটা যার উল্লেখ্য মৃত্যুর পূর্বে জিবরান করেছিল। কিন্তু পুরো বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওইটা পাইনি আনাহিতা।

আনাহিতা খুব সুন্দর পেন্টিং করতে পারে ছোটোবেলা থেকে। যা দেখে হুবহু তাই কাগজে তুলে দিতে পারে। এমনকি মাত্র একবার দেখেও। ঘড়িতে তাকিয়ে সে দেখলো রাত নয়টা বাজে। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে আন্দ্রেয়াজের একটা ছবি আঁকলো। ঠিক যেমনটা সে বিকেলে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিল। ধু ধু মরুভূমির একটা বালুর টিপিতে দাঁড়িয়ে আছে যোদ্ধাবেশে আন্দ্রয়াজ। হাতে কারুকার্য খচিত একটা তরবারি। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে তাতে আরবিতে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর নাম লেখা।

হঠাৎ আন্দ্রেয়াজকে এরূপে কেন দেখলো তা জানে না আনাহিতা। সত্যিই ব্যক্তিটি কেমন যেন। যার ব্যক্তিত্বে রয়েছে রেড ওয়াইনের মতো নির্দশন। যার ঠোঁট, চোখ, ভ্রুযুগল একদম শত বৎসরের পুরোনো রেড ওয়াইনের অনুরূপ। যার স্বাদ ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে রক্তের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এমন এক সত্তা, যার নশ্বর রূপ জগতের সমস্ত সৌন্দর্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। ধ্বংস হওয়া থেকে আনাহিতাও বাদ যায়নি। কেমন করে যেন আন্দ্রেয়াজ তার জীবনে হঠাৎ প্রকট হলো।

'আপনি আবার এসেছিলেন আমার স্বপ্নে।'

'সত্যিই, মিস আনাহিতা? আই থিংক ইউ আর সিক।'

'বাবা মরে গেছে দুদিন আগে। এরকম করে কথা না বললেই নয়?'

'আমি দুঃখিত ও মর্মাহত তার জন্য। কিন্তু সেই ঘটনার সাথে স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবশ্যই মেলে না। ওয়েল স্বপ্নে কীভাবে এসেছিলাম আমি?'

আনাহিতা স্বপ্নে যা দেখেছিল তা হুবহু আন্দ্রেয়াজের কাছে বর্ণনা করলো। সব শুনে উনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তার হাসির শব্দ অনেকটা তানপুরা বাজানোর মতো। যা শুনে শরীর, মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। তার হাসি থামলে আনাহিতা বলল, 'আপনি এরকম অদ্ভুত কেন? আপনাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু অনুভব করতে হয়। এরকম সত্তা কেন আপনি?'

'আপনি কি আমাকে এগুলো বলতে কল করেছেন?'

'উঁহু!'

'ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'তাহলে আবার আসবেন আপনি?'

'নাহ! আমি আর আসবো না।'

ওপাশ থেকে লাইন কাটার শব্দ শোনা গেল। এরকম যে হঠাৎ করে ফোনটা রাখবে তা আগে থেকেই জানতো আনাহিতা। হঠাৎ আহবান বা তাচ্ছিল্য দুটোই আন্দ্রেয়াজের স্বভাব।

পেন্টিংটা একপাশে সরিয়ে রেখে আনাহিতা কিচেনে এলো ডিনার বানাতে। সাধারণ মানুষের থেকে একটু বেশি খায় সে। আসোলে সংখ্যাটা শুধু একটু না। অনেকটা একটু। সাধারণ পাঁচজন মানুষের খাবার একাই খেতে পারে, তাও এক বেলায়। রাতের ডিনার নিয়ে ড্রয়িং রুমে টিভি ছেড়ে বসলো আনাহিতা। টিভির দিকে দৃষ্টি রেখেই খাবার খেতে লাগলো।

চারদিকে একদম নিরবতা। এখন রাত দশটা বেজে একত্রিশ মিনিট। একটা পুরাতন চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি। পরিবেশটা হালকা হিমায়িত। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সামনে থাকা চার্চটাকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলো ভেতর কেউ নেই। সে এই চার্চের ব্যাপারে যতটুকু জেনেছে, বর্তমানে এটা একটা বাড়ি। এবং দুদিন আগে এর মালিক মরে গেছে। এরকমই একটা জায়গার তল্লাশে ছিল।

হ্যাঁরি পেশায় একজন চোর। তার জন্য এরকম খালি বাড়ি মানে সামনের দুই রাতের জন্য উইডের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া। সে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে আধখাওয়া সিগারেট নিচে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললো।

কোনো আওয়াজ না করতে চেয়েও একটা বিরক্তিকর আওয়াজে গেট খুলে গেল। ড্রয়িং রুম থেকেও তা শুনতে পেলো আনাহিতা। সাবধান হয়ে গেল

মুহূর্তেই। তাড়াতাড়ি নিজের ফোন ল্যাপটপ নিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। সে বুঝেছে বাড়িতে কেউ প্রবেশ করেছে। যদি আততায়ী হয়, তবে তার সাথে লড়াই করার চিন্তা বোকামো।

ব্যাক ইয়র্ডের সাথে লাগোয়া এক জানালা বেশ কসরত করে হ্যাঁরি খুলতে সক্ষম হলো। হালকা করে কাঁচ উঠিয়ে বাসার ভেতরে প্রবেশ করলো। বাসাতে অনেক এন্টিক ফার্নিচার এবং শো পিছ রয়েছে। তা দেখে নিজের হলুদ দাঁত বের করে আনন্দের হাসি হাসলো হ্যাঁরি।

ছোটো ছোটো এন্টিক জিনিসগুলো একটা প্লাস্টিক বিনে ভরছে সে। এ বাড়িতে যে থাকে নিঃসন্দেহে তার পুরোনো জিনিসের উপর ঝোঁক বেশি। অনেকসময় নিয়ে বিভিন্ন জিনিস একটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে নিলো। অনেকগুলো জিনিস একত্র করার পর কিচেনের দিকে ধাবিত হলো হ্যাঁরি। কিচেনে বেশ বড়োসড়ো ফ্রিজ খুলে দেখছে তাতে কিছু রয়েছে কিনা।

'হ্যাঁরি!'

কেমন যেন একটা আবছা, ধীর কণ্ঠে কেউ হ্যাঁরির নাম নিলো। কৌতূহল হয়ে সে পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না। পুনরায় সে ফ্রিজে খাবার খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আবারও ডাক শুনলো, 'হ্যাঁরি।'

তড়িৎ গতিতে সে মাথা ঘুরালো, এবারও কাউকে দেখেতে পেলো না। কিন্তু সামনের রুম স্পেস থেকে কারও হাঁটা চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফ্রিজ অফ করে হ্যাঁরি সেদিকে এগিয়ে চললো। একটা কুঁজো লোক জায়গাটির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত হেঁটে চলেছে। অন্ধকারে ঠিকমতো লোকটাকে ঠাহর করা যাচ্ছে না। হ্যাঁরি বলে উঠলো, 'হেই, হু আর ইউ?'

কুঁজো লোকটা কোনো জবাব দিলো না। নিজের মতো করে চলাফেরা করছে। হ্যাঁরি আবারও প্রশ্ন করল, 'ইজ দিজ ইওর হাউজ, ওল্ড ম্যান? ইফ ইউ কল দ্য পুলিশ দ্যান আই উইল কিল ইউ। লুক ম্যান আই হেভ এ গান।'

বন্দুক উঁচু করে লোকটার দিকে ক্রমশও এগিয়ে চলছে হ্যাঁরি। কিন্তু লোকটা অন্য দিকে ঘুরে হাঁটা ধরলো। সে পেছন পেছন যেতে শুরু করলে আগেই লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আরও কিছু জিনিস ব্যাগে ভরে নিচ্ছে হ্যাঁরি। যত দ্রুত সম্ভব এ বাড়ি থেকে বের হতে হবে। লোকটা বৃদ্ধ, এজন্য হয়তো কিছু বলল না তাকে।

যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়ে বের হতে পারলো না সে। এমনকি কোনো দিক দিয়েও না। পুরো বাড়ি চক্কর শেষে লাইব্রেরিতে পৌঁছালো বের

হওয়ার পথ খুঁজতে। আনাহিতা একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে আছে। বেশ সাবধান সে। হঠাৎ আবার হ্যাঁরি বলে কেউ ডাকলে সে এবং হ্যাঁরি দুজনেই সেদিকে তাকালো।

দরজায় সাদা কাপড় দিয়ে হুডি পড়া একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আনাহিতা ভাবলো দুজনে হয়তো একত্রে এসেছে। লোকটাকে আবার দেখে হ্যাঁরির মেজাজ খারাপ হলো। ক্রমশ লোকটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। যখন তার একদম নিকটে পৌছাঁলো, তখন লোকটা নিজের মাথা উঁচু করলো।

'বুলশিট! হু আর ইউ?'

আর্তনাদ করে হ্যাঁরি বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই লোকটা নিজের লম্বা হাত দিয়ে তার ঘাড়ে চেপে ধরলো। লোকটার মুখে মনে হয় রক্ত নেই। চোখ কুচকুচে কালো। গালে জায়গায় জায়গায় ফাঁটা দাগ। ঠোঁট আর দাঁত একদম নোংরা হয়ে রয়েছে। সে হ্যাঁরির ঘাড়ে ধরে নিজের মাথা একবার এদিক সেদিক ঘুরালো।

মুহূর্তেই হ্যাঁরি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এমন কাণ্ড দেখে আনাহিতা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। জোরে একটা চিৎকার দিয়ে লাইব্রেরি থেকে বের হতে গেলে হঠাৎ দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে কাঁপছে আনাহিতার শরীর। আচমকা কানে শুনতে পেলো, 'মাই ডটার।'

জিবরানের কণ্ঠস্বর শুনে লাল চোখে আনাহিতা অবয়বটির দিকে তাকালো। হুবহু দেখতে জিবরানের মতো। কিন্তু বীভৎস চেহারার। ডান হাতের উলটোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করলো আনাহিতা। এমন কিছু হবে তার পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল তার বাবা। অবয়বটি আনাহিতা দেখে একবার হাসলো। হঠাৎ করেই কোথা থেকে একটা ডায়ারি এসে পড়লো ওর সামনে।

'টেক ইট ডিয়ার। এবং অতি শীঘ্রই এখান চলে যাও। এখনই।'

ছোঁ মেরে নিজের ফোন, ল্যাপটপ আর ডায়ারিটা নিয়ে দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল আনাহিতা। পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পেলো তার পিতার অনুরূপ অবয়বটি জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। আনাহিতা জানে, এটা তার পিতা নয়। তার পিতার সাথে থাকা কারিন জিন। গাড়িতে উঠে বসে তাতে স্টার্ট দিলো আনাহিতা। হাত পা কাঁপছে অনবরত। এখনই আম্মিরার সাথে দেখা করা দরকার।

অনবরত দরজাতে করাঘাত করছে কেউ। আম্মিরা গভীর ঘুমে মগ্ন দেখে নুসফা গিয়ে দরজা খুলে দিলো। দরজার ওপাশে আনাহিতা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে সাথে সাথেই নুসফা চোখ নামিয়ে নিলো। খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি এখন?'

'আম্মিরজান কোথায়?' একটা শুকনো ঢোক গিলে আনাহিতা জিজ্ঞেস করলো।

'ঘুমাচ্ছে, আপনি ভেতরে আসুন।'

আনাহিতা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে ধপ করে সোফায় বসে পড়লো। হঠাৎ বড্ড দুর্বল লাগছে তার। সেই সাথে মাথা প্রচণ্ড ভারী হয়ে আছে। নুসফার কাছে এক গ্লাস পানির কথা পুরো বলার পূর্বেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল আনাহিতা।

অধ্যায়– চব্বিশ

নুসফার সঙ্গতা অনেকটা উপভোগ করে আম্মিরা। কিন্তু একটা বিষয় ভালো লাগে না, তা হলো, ওর তৈরি অদ্ভুত অদ্ভুত খাবার। এমনিতে তার তৈরি খাবার অনেক সুস্বাদু হয়; তবে তা বিশেষ এক ধরণের ভেষজ স্যুপ, যা সে প্রত্যেক সকালে বানায়, সেটা বাদে। তবুও মুখ বুজে খেয়ে নিতে হয় আম্মিরার, তা একমাত্র এসমাদের জন্য। ডায়নিং টেবিলে আজকেও সেই ভেষজ স্যুপ দেখে হতাশ হয়ে উঠলো আম্মিরার মন। তাতে এসমাদ বা নুসফা অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না।

'আজকে আবার?'

'অন্তত আপনাকে আরও সাতদিন খেতে হবে, আম্মিরজান।' বলল এসমাদ।

'কিন্তু প্রফেসর...।'

'শাট আপ!' আম্মিরা কথা শেষ করতে পারেনি, তার আগেই ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয় এসমাদ।

এসমাদ ইদানীং প্রচুর ধমকায় আম্মিরাকে। হয়তো অধিকারবোধ থেকে তা জন্মেছে। এক চামচ খেয়েই মুখ বিকৃত করে ফেললো আম্মিরা। অথচ নুসফা আর এসমাদ কত সহজে এটা খায়। আরেকবার মুখে দিয়ে একটা ব্রেড মুখে তুলে নিলো, আম্মিরা।

'নুসফা ম্যাম, আপনাকে হুরদের মতো লাগে।'

'কেন মনে হলো তা?'

'দেখুন না কত সুন্দর দেখতে আপনি।'

নুসফা মিষ্টি করে হাসলো। বলল, 'আপনি কখনো হুর দেখেছেন, আম্মিরজান?'

'উহুঁ।'

'তাহলে বললেন কীভাবে?'

'মানে সকলে তো বলে উপমা দিতে।'

'তারা ভুল বলে। হুরদের সৌন্দর্য বর্ণনা করা দুষ্কর।'

'হতে পারে। আনাহিতাও কিন্তু কম সুন্দরী না। ও কি ঘুম থেকে উঠেছে?'

'নাহ! এখনো উঠেনি।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো আম্মিরা।

'আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসছি।'

'কিন্তু আপনার খাবার।'

'আমি এখনই এসে পড়বো, প্রফেসর। এসে সত্যিই খাবো।'

আম্মিরা চলে গেলে নুসফা হালকা বিদ্রুপের সুরে বলল, 'হাজার হোক ইনসান তো। বাহানা একভাবে খুঁজেই নেয়।'

গোসল করে আম্মিরার একটা পোশাক পরে নিলো আনাহিতা। মেয়েটা আগুনের শিখার মতো উজ্জ্বল। টাওয়াল শুকাতে দিয়ে এসে আম্মিরার পাশে বসলো সে।

'আম্মিরজান, আমি এখানে থাকায় আপনার কি কোনো কষ্ট হবে?'

'একটুও না। এমনিতেও পুরো বাড়িতে একা আমি।'

'ওসনে কোথায়?'

আনাহিতার প্রশ্নে মলিন হাসলো আম্মিরা। 'জানি না কোথায়।'

'কেন?'

আম্মিরা সবকিছু তাকে খুলে বলল। মেয়েটাকে আম্মিরা প্রথম দেখে তার বাবার মৃত্যুর সময়। সেই থেকে টুকটাক পরিচয়। তার মাধ্যমেই মূলত প্রফেসর জিবরানের ক্লাস করত আম্মিরা। আনাহিতা জিজ্ঞাসা করল, 'তারা এমন কেন করলো?'

'বলতে পারছি না।'

'তোমাকে সুস্থ করলো কে? আর যে মেয়েটা কালকে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে কে?'

'প্রফেসর এসমাদের কাজিন সিস্টার। তারাই আমাকে সুস্থ করেছে। আর একজন জিবাদ।'

আম্মিরার মুখে জিবাদের নাম শুনে ভ্রু কুঁচকালো আনাহিতা।

'জিবাদ! তাকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'তার খোঁজ পেলেন কোথায়?'

'আমার ক্লাসমেট, কেন?'

আনাহিতা কিছু বলতে যাবে তার আগেই ফোনে একটা কল এলো। কিছুসময় কথা বলে ফোন রেখে দিলো সে।

'আম্মিরজান, আমার একটু বের হতে হবে।'

'ঠিক আছে, জলদি এসে পড়বে।'

'লেট হতে পারে। কিছু মনে কোরো না। আমি কল করে সব বলবো।'

বের হওয়ার পূর্বে আনাহিতা ডায়ারিটা চেক করে নিজের সাথে নিয়ে নিলো। অন্তত নিজে না পড়া পর্যন্ত আম্মিরাকেও এ বিষয়ে বলতে পারছে না।

অধ্যায়– পঁচিশ

আন্দ্রেয়াজকে দেখে দুই দফা ঢোক গিললো আনাহিতা। সাদা শুভ্র এক শার্ট এবং পরনে হাঁটু পর্যন্ত একটা শর্ট প্যান্ট। চুলগুলো অগোছালো। মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। এরকম অগোছালো বেশই যথেষ্ট আনাহিতার মনে আরও হাজারবার অনুভূতি তৈরি করার জন্য। লোকটার গায়ের রঙ ঘন দুধ মিশ্রিত কফির মতো লাগে আনাহিতার কাছে। কফির শেষভাগে চুমুক বসিয়েও যেমন তার রেশ অনেক সময় টিকে থাকে, তেমনই আন্দ্রেয়াজকে দেখলে তার রেশ সহজে কাটে না। ইচ্ছে করে কফির মতো গিলে ফেলতে আন্দ্রেয়াজ নামক অতি মানবকে। অবশ্য তা সম্ভব নয়।

'শুভ সময়, মিস. আনাহিতা।'

'শুভ সময়।'

'আপনার তো আরও আগে আসার কথা ছিল। লেট করেছেন বিশ মিনিট।'

'মাত্র?'

'আচ্ছা কী খাবেন, বলুন।'

'দুঃখিত।'

'কফি খাবেন? অবশ্য আমার গায়ের রঙ কিন্তু কফির মতো।'

চমকে উঠলো আনাহিতা। এ লোক বুঝলো কীভাবে? সে কি মন পড়তে পারে?

'রেড ওয়াইন পান করবেন?'

'আপনিই তো রেড ওয়াইনের মতো।'

বেশ কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে কথাটা বলল আনাহিতা। তার অবস্থা দেখে একটু নয় বেশ জোরেই হেসে দিলেন আন্দ্রেয়াজ।

'আমাকে সবসময় খাওয়ার বস্তুর সাথে কেন তুলনা করেন?'

'আপনি সেরকমই।'

'আচ্ছা, আমাকে পুরোটা বর্ণনা করেন তো।'

'উঁহু! ভেবে নিই।'

'ঠিক আছে।'

একটু ভেবে আনাহিতা বলা শুরু করল, 'আপনার চোখ হলো ব্ল্যাকবেরির মতো। খেতে অমীয়! গায়ের রঙ সবচেয়ে সুস্বাদু দুধের তৈরি কফির মতো। গাল দুটো মজেরেলা চিজ। নাকটাকে দেখে মনে হয় টার্কিশ লম্বা দারুচিনি মিশ্রিত ব্রেডের মতো। ঠোঁট দুটো হচ্ছে রেড ভেলভেট কেক, যা দেখলেই খেতে মন চায়। আর সুগন্ধ! তা গোলাপ, চন্দনকাঠ, আতর সব মিশিয়ে এক জান্নাতি সুবাস!'

আনাহিতার বর্ণনা শুনে আন্দ্রেয়াজ কিছুসময় থম মেরে রইলেন। তারপর উচ্চ শব্দে হাসা শুরু করলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'সিরিয়াসলি আনাহিতা, আমি তো একটা রেস্টুরেন্ট তাহলে। ওয়েল, আমি যে সুস্বাদু তা কীভাবে জানলেন?'

বলে আবারো হাসিতে মেতে উঠলেন আন্দ্রেয়াজ। আনাহিতা মুগ্ধ হয়ে তা দেখছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে দিলেন তিনি, 'আপনি এখন মিস. আম্মিরার বাসায় কেন?'

আনাহিতা কী বলবে ভেবে পেলো না। আন্দ্রেয়াজের কাছে সে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। কীভাবে যেন ধরা পড়ে যায়। আবার সত্য বললে মিথ্যুক প্রমাণিত হবে। আন্দ্রেয়াজ তার গভীর কালো নয়ন দিয়ে আনাহিতার দিকে উত্তরের আশায় তাকিয়ে আছেন।

'কিছু সমস্যার কারণে আমি তার বাসায় গিয়েছি।'

'সমস্যাটা কী?'

'আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'কেন?'

'সেরকমই কিছু।'

'আপনি বলতে পারেন।'

কিছুটা দ্বিধা নিয়েই আনাহিতা উনার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলো, 'আপনি জিনে বিশ্বাস করেন?'

'না করার কী রয়েছে? আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা সুরা আল-যারিয়াতে বলেছেন, "অমা-খলাকতুল্ জ্বিন্না অল্ ইন্সা ইল্লা-লিইয়া'বুদূন্।" যেখানে স্বয়ং আল্লাহ জিন জাতির সম্পর্কে বলেছেন, সেখানে সংশয় কেন থাকবে?'

আন্দ্রেয়াজের কথা পুরোপুরি শুনতে পায়নি আনাহিতা। তাই আন্দ্রেয়াজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবেন, আনাহিতা? আপনার মনোযোগ কোথায়?'

'আই নিড ফুড।'

আন্দ্রেয়াজ সামান্য হাসলেন। তিনি জানেন আনাহিতা খেতে কতটা ভালোবাসে। আপনার জন্য সব খাবার তৈরি আছে। আসুন আমার সাথে। অনেক সময় নিয়ে আনাহিতা খাবার শেষ করলো। এত বেশি পরিমাণের খেতে পারে মেয়েটা যে, তা দেখে আন্দ্রেয়াজও তাজ্জব বনে যান।

'আই এম ফুল।'

'স্বাভাবিক। যে পরিমাণ খেয়েছেন!'

আন্দ্রেয়াজের এমন বিদ্রুপে কিছুটা লজ্জা পেলো আনাহিতা। তবে তা থেকে দ্রুত নিজেকে কাটিয়ে নিলো।

'আমাকে হঠাৎ কেন আসতে বললেন?'

'আপনার বাড়িতে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে।'

'দেখুন স্যার, আমি কিছু করিনি।'

'আমি কি বলেছি আপনি কিছু করেছেন?'

'কেস হয়েছে? পুলিশ জেনেছে ব্যাপারটা?'

'না, আমার অ্যাসিসট্যান্ট মূলত আপনাকে খুঁজতে গিয়ে লাশটা পেয়েছে। তারপর সে তার বিচক্ষণতা দিয়ে কী করেছে তা সে-ই ভালো বলতে পারবে।'

'আমি পুরো ব্যাপারটা আপনাকে বলতে পারি।'

'আমিও শুনতে পারি।'

'কিন্তু প্রমিস করেন বিশ্বাস করতে হবে আমাকে।'

আন্দ্রেয়াজ তার গভীর কালো মণি দ্বারা একবার আনাহিতার দিকে তাকালেন। কী অদ্ভুত দৃষ্টি ব্যক্তিটার। ঝিম ধরে ওঠে আনাহিতার শরীর।

সারাদিন আন্দ্রেয়াজ কিছু একটা কাজে ব্যস্ত ছিল দেখে আনাহিতা তাকে আর কিছু বলতে পারেনি। রাত হতেই আন্দেয়াজের পার্সোনাল জেট মুহূর্তেই তাকে নর্থ ক্যারোলনা সী বিচে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। চাঁদের আলোতে বালিগুলোকে ঝকঝকে লবণের মতো দেখাচ্ছে। তার উপর পাশাপাশি বসে রয়েছে দুজনে। পা দিয়ে বালি খুঁটে চলেছে আনাহিতা।

'Man's love is of man's life a thing apart. It is woman's whole existence. লর্ড বায়রনের এই একটা বাক্যকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন, মিস. আনাহিতা।'

আন্দ্রেয়াজের প্রশ্নে ঘোর থেকে টুপ করে বের হলো সে। চারপাশে বেশ রহস্যময় পরিবেশ। কিন্তু প্রশ্ন বুঝতে না পেরে চুপ করে বসে রইলো।

'কী হলো বলেন।'

'জানি না।'

'এখানে একটা জটিল ইকুয়েশন সম্পর্কে বলা হয়েছে।'

'কী রকম।'

'Man's love is of man's life a thing. লাইনটির প্রথম এই টুকুর সারাংশ হচ্ছে, একজন পুরুষের জীবনে প্রেম একটা ছোট্ট অংশ। তার জীবনে আরও বহু অংশ জুড়ে থাকে অন্য বিষয়গুলো। যেমন : দায়িত্ব, কাজ এসব। সে প্রেমের থেকে অন্য সবকিছুতে এনার্জি লস করতে বেশি পছন্দ করে।'

আনাহিতা ভ্রু কুঁচকে ফেললো।

'এই যেমন আপনি। ভালোবাসা কোনো মেটার করে না জীবনে।'

'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'চিনি তো।'

'আমাকে বুঝেন?'

'বুঝি তো।'

আনাহিতার দিকে তাকিয়ে একবার তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন আন্দ্রেয়াজ। বললেন, 'আমাকে বুঝতে ও জানতে এখনো আপনার অনেক বাকি। আমি আমার জাতিতে সবচেয়ে উত্তম প্রেমিক পুরুষ।'

'ওহ তাই! তা কার সাথে ভাব বিনিময় করেছেন?'

আনাহিতার করা প্রশ্নে বেশ সময় চুপ করে থাকলেন আন্দ্রেয়াজ। মনে মনে হয়তো কথার জাল বুনে চলেছেন। তাকে দেখতে অবর্ণনীয় লাগছে। ইশ! এমনও কোনো মানুষ হয়, যার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব হয় না।

'বললেন না যে?'

'কোনো এক নীল মৃত চোখের অধিকারিণীর সাথে। তবে নিজের দায়িত্ব পূরণ করতে গিয়ে তাকে হারিয়ে ফেলেছি।'

আনাহিতার মুখটা কালো হয়ে গেল। থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'সে এখন কোথায়?'

'আছে এই পৃথিবীর এক প্রান্তে। যার জন্য আমার এ পৃথিবীতে অবস্থান করা।'

আনাহিতার মনটা মুহূর্তেই বিষাদে ছেঁয়ে গেল। আন্দ্রেয়াজের বলার ভঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছে, তিনি আসলেই উক্ত রমণীটাকে ভালোবাসেন। এজন্যই তাকে তার ভালো লাগে না। প্রসঙ্গ পালটানোর অনুভব করলো আনাহিতা।

'বললেন না, ওই বাক্যটির দ্বিতীয় অংশের মর্মার্থ কী?'
'একদিন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, আনাহিতা।'
'ওহ্।'

আন্দ্রেয়াজ আর কিছু বললেন না। চুপচাপ সমুদ্র দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আনাহিতা ভেতরে ভেতরে মর্মাহত হচ্ছে এবং তা একসময় ক্রোধানলে উপনীত হলো। তড়িৎ গতিতে সে আন্দ্রেয়াজের গলা চেঁপে ধরলো। ঝোঁক সামলাতে না পেরে তাকে নিয়ে বালিতে শুয়ে পড়লেন আন্দ্রেয়াজ।

'আপনাকে এখন খুন করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবো!'

কথাটা বলতে দেরি হয়েছে আনাহিতাকে উলটিয়ে বালির উপর ফেলতে দেরি হয়নি আন্দ্রেয়াজের। তার মুখের উপর আন্দ্রেয়াজের মুখমণ্ডল। বুকের ভেতর অজস্র প্রজাপতি উড়ে যাওয়ার আভাস পাচ্ছে আনাহিতা।

'আপনাকে জন্মাতে দেখেছি আমি, জানেন?'

'হাহ! বললেই হলো?'

'অবশ্যই। আপনি যখন ডিম ফুটে বের হচ্ছিলেন তখন ডিমটা আমার কক্ষেই অবস্থান করছিল।'

'ছি! মজা পেয়েছেন বলে? কী বলেন এগুলো?'

'সত্য কথা। আর সেই আপনি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখান?'

'দস্যু আপনি! সরে যান।'

আন্দ্রেয়াজ সরলেন না। উলটো ওকে নিজের আরও কাছে নিয়ে এলেন। ধক করে উঠলো আনাহিতার বুক।

'ভয় পাবেন না? আমার এক নারী ছাড়া অন্য কোনো নারীতে অভিরুচি নেই।'

আনাহিতার থেকে সরে পাশে শুয়ে পড়লো আন্দ্রেয়াজ। দুজনেই মুখোমুখি হয়ে আকাশের অজস্র তারার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ টুপ করে এক ফোঁটা অশ্রু আনাহিতার গাল বেয়ে শুভ্র বালিতে পড়লো। সেদিকে না তাকিয়েই আন্দ্রেয়াজ বললেন, 'কী হয়েছে, আনাহিতা?'

'আপনাকে কিছু বলার ছিল।'

'সেই জিনিসটার অপেক্ষায় আছি আমি।'

কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেললো আনাহিতা। সমুদ্রের মৃদু গর্জন শুনতে পাচ্ছে সে। বলা শুরু করল, 'কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারেন, কারণ এক বিন্দুও মিথ্যা নেই। আমার জন্ম তুর্কিতে। মাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার

জন্মের সময় মরে গেছেন তিনি। বাবা আর দাদুর সাথে থাকতাম। আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি যাদের ভালোবেসেছি তারা হলেন আমার বাবা ও দাদু।'

এটুকু বলে সে চোখ খুলে পুনরায় আকাশের দিকে তাকালো। একটু পরে আবার বলা শুরু করল, 'দাদু অনেক শক্ত সামর্থ্যবান নারী ছিলেন। আমাকে প্রচুর আদর করতেন, কিন্তু কিছুটা অদ্ভুতও ছিলেন। সব থেকে অদ্ভুত ছিলো তার পিঠের কুঁজটা। আমার বাবা.কেন যেন তাকে সহ্য করতে পারতেন না।

আমরা যে গ্রামে থাকতাম তার অবস্থান একটা দ্বীপের কাছে। গ্রামটি দুর্বোধ্য ঘন জঙ্গলে ঘেরা। বাবা আর দাদুর কড়া নির্দেশ ছিল জঙ্গলে যেন কখনো না যাই আমি। অথচ সবসময় আমার মনে হতো, সেখান থেকে কেউ ডাকছে আমাকে। সারাদিন ওখান থেকে কেউ ফিসফিস করে কথা বলতো, যা শুধু আমিই শুনতাম।

দিন দিন দাদু কেমন যেন কুৎসিত হয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুটা শিয়াল আকৃতির মুখমণ্ডল ছিল তার। রোজ রাতে ঘুম ভেঙে দেখতাম, বাবা কিছু একটা বিড়বিড় করে পড়ছেন আর দাদু অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। কখনো বাবা পুরো পড়তে পারতেন না; অথবা আমি পুরো দেখতে পারতাম না। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে যেত আমার।

এক রাতে আমি পুরোটা দেখতে পাই, যেদিন আমার সামনে আমার দাদু অদ্ভুত এক প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। কী বীভৎস দেখতে, উফ! ভয়ে আমি চিৎকার করলে দাদু আমাকে তেড়ে মারতে আসেন। বাবা তখন তার উপর কী একটা রকম পানি দিয়ে আমাকে কোলে করে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন। এরপর আমি কখনো আর তুর্কিতে যাইনি। সেই বীভৎস স্মৃতি এখনো আমাকে তাড়া করে বেড়ায়।'

আন্দ্রেয়াজ আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে আনাহিতার কথা শুনছেন। এই ঘটনাগুলো আগে থেকেই তিনি জানেন। আনাহিতা যাকে দাদু বলে ডাকছে, তাকে কী বীভৎস মৃত্যুটাই না দিয়েছিলেন তিনি!

'আপনি শুনছেন?'

'বলুন।'

'এরপরে বাবা আমাকে আমেরিকায় নিয়ে আসেন। বাবা অল্পভাষী ছিলেন। এখানে এসে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ তাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। এরপর থেকেই মূলত ঘটনাগুলো ঘটা শুরু করে।'

'সেগুলো কী?'

'অদ্ভুত রকমের প্রাণীদের দেখতে পেতাম শুধু। এই যেমন ওয়াশরুমে ঢুকছি এমন সময় ওয়াশরুমের মেঝেতে যদি অর্ধেক সাপ এবং মানুষ আকৃতির কিছু একটা দেখতে পাই; তবে কেমন লাগবে? খাবার খাচ্ছি, হঠাৎ করে খাবার পোকা মাকড়ে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া বা কালো আলখেল্লা পরিধানে ব্যক্তি সবসময় পেছন পেছন ঘুরা। অথবা মৃত মানুষের কারিন জিন দেখতে পাওয়া। এসবকিছু।'

'এটা কত বছর বয়সে হতো?'

'পনেরো।'

'সিজোফ্রেনিয়া নাকি হ্যাঁলিসুলেশন?'

'এগুলো কিছু না। আমি সমস্যাটা বাবাকে বললে তিনি আমাকে শুধু কিছু উপায় বলে দেন, যার ফলে এসব কম দেখতাম। এছাড়া কখনো বলেনি আমি এসব কেন দেখি। আমি কখনো কখনো মানুষের মনের কথা ও অতীত বলে দিতে পারি।'

'ঠিক আছে, তবে বলেন আমার অতীত কী?'

আনাহিতা চট করে আন্দ্রেয়াজের দিকে ফিরল। পাশ থেকে এই ম্রিয়মাণ চাঁদের আলোতে তাকে কী সুন্দরই না লাগছে।

'আমি আপনার অতীত দেখতে পারি না কেন যেন। শুধু আপনি নন। আরও কিছু ব্যক্তির।'

'মিস. আম্মিরার অতীত দেখতে পান?'

'নাহ! তার সাথে আমার দেখা হয় কীভাবে জানেন? তার বাবার কারিনের মাধ্যমে।'

'বুঝলাম।'

'বিশ্বাস করেছেন?'

'না করার কিছু নেই। রাত বাড়ছে, আর বীচে থাকা ঠিক হবে না।'

আন্দ্রেয়াজ উঠে চলে যেতে থাকলে আনাহিতা তার হাত টেনে ধরলো। হাতের দিকে তাকিয়ে আন্দ্রেয়াজের চোখের কালো মণিগুলো বড্ড চঞ্চল হয়ে উঠলো।

'আপনি বললেন না সে কে, যার সাথে আপনার প্রণয়।'

কিছু না বলে আনাহিতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন আন্দ্রেয়াজ। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউগুলো মৃদু গর্জন উঠিয়ে চলেছে। চন্দন কাঠের সুতীব্র সুগন্ধ পেলো আনাহিতা। আন্দ্রেয়াজ নিজের হাতের তর্জনী একবার তার ঠোঁটে বুলালেন। অপার্থিব একটা মুহূর্ত। আঙুলটা সরিয়ে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি রেখে আন্দ্রেয়াজ বললেন, 'আনাহিতা, আমি আগুন!'

অধায়- ছাব্বিশ

আম্মিরা ব্যতীত কেউ বাড়িতে নেই। এটাই মুখ্যসময় তার সাথে দেখা করার। জিবাদ গেট দিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলো। সকালের মৃদু হাওয়া গায়ে লাগানোর জন্য সে বাইরে বসে আছে। জিবাদকে ঢুকতে দেখে হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকলো আম্মিরা।

'কী ব্যাপার জিবাদ? হঠাৎ এত সকালে যে?'

'ভাবলাম, আপনার সাথে দেখা করে যাই। কেমন আছেন?'

'শুকরান আলহামদুলিল্লাহ। বসেন। বলুন কী খাবেন?'

'দুঃখিত, কিছু না। প্রফেসরের কাজিন বাড়িতে আছে?'

'না, কেউ নেই, আমি একা।'

'ভয় লাগছে না?'

'এজন্যই তো বাইরে। যাতে কিছু হলে দৌড়ে গেট দিয়ে বাহির হতে পারি।'

আম্মিরার এহেন কথায় দুজনেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো। হাসার সময় জিবাদের সজারুর কাটার মতো চুলগুলো ব্যাপকভাবে মাথাসহ দোল খেতে থাকে। হাসতে হাসতে সামনের ফাঁকা চেয়ারে বসলো জিবাদ।

'যদিও বিষয়টা মজার নয়, আম্মিরজান। জিনরা ভালো হয় না। তাছাড়া আপনার ব্যাপারটা গুরুতর ছিল।'

'সব জিনই কি খারাপ?'

'তা নয়। আল্লাহ তায়ালার ইবাদতকারী জিনগুলো কিন্তু উত্তম।'

'সেটা কীভাবে বুঝবো?'

'সেরকম উল্লেখিত কোনো নিদর্শন নেই। তবে ভুলে গেলে চলবে না, ইবলিশও কিন্তু আল্লাহর ইবাদতকারী জিন ছিল।'

'যে আল্লাহর ইবাদত করে, পরবর্তীতে সেই কেন সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত হলো?'

'স্রষ্টার বিরোধ যে করবে, সে অভিশপ্ত হবেই। তা পূর্বেও হয়ে এসেছে এবং সামনেও হবে। সেসব থাক। আপনার জন্য একটা উপহার এনেছি।'

আম্মিরা উৎসাহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। জিবাদ পকেট থেকে একটা বাক্স বের করলো। বাক্স থেকে চাবির মতো দেখতে লকেট বের করে তা ওর দিকে এগিয়ে দিলো। নীল রঙের পাথরখচিত লকেট।

'এটা আপনার জন্য। অনেক মূল্যবান একটা জিনিস, সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন।'

'বাহ! অনেক সুন্দর তো।'

আম্মিরার হাতে লকেটটা দিয়ে চট করে জিবাদ পেছন দিকে ঘুরলো। তার পেছনে আনাহিতা ভ্রু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই জিবাদ নিজের দৃষ্টি একদম মাটির সাথে মিশিয়ে নিলো।

'আম্মিরা।'

'ওহ! আনাহিতা, এসো পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি জিবাদ, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।'

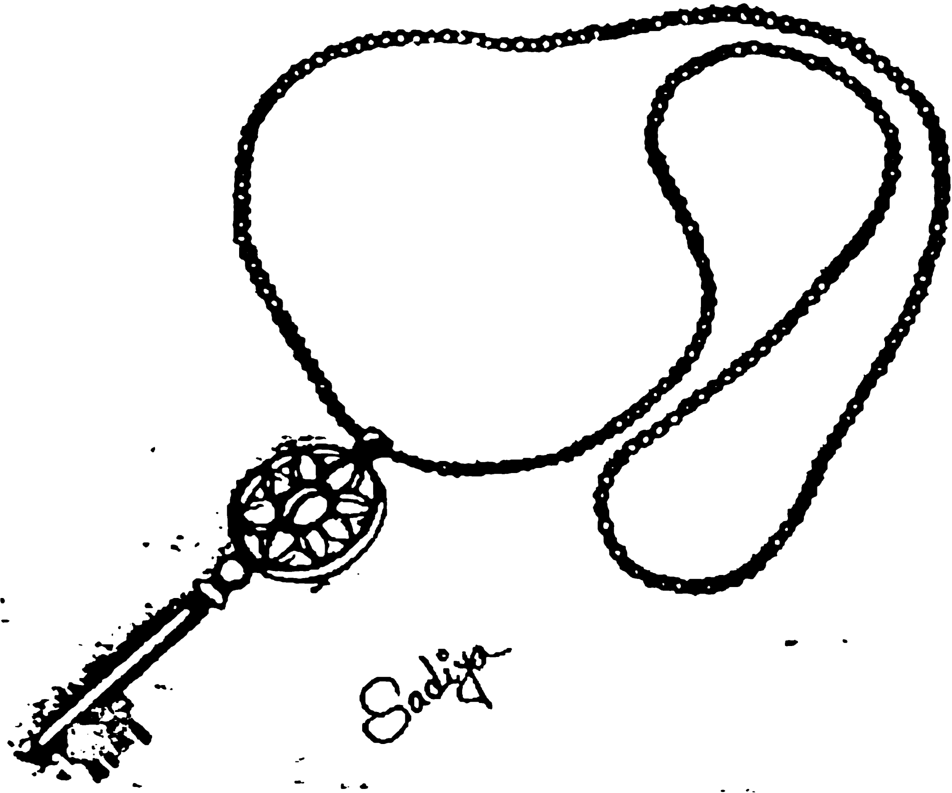
জিবাদ কিছু বলল না। হঠাৎ বসা থেকে উঠে দৌড়ে বাসা থেকে বের হয়ে গেল। পুরোটা সময় সে একবারও আনাহিতার দিকে তাকায়নি। এরকম আচরণে বেশ অবাক হলো আম্মিরা। জিবাদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে আনাহিতা বলল, 'ভয় পেয়েছে!'

'কেন?'

'আম্মিরজান, ভেতরে চলো। কথা আছে।'

আনাহিতা কথাটা পুরো করতে পারলো না তার আগেই এসমাদ ফিরে এলো। জিবাদের দেওয়া লকেটটা কেউ দেখেনি। ওটা পকেটে ফেলে রাখলো আম্মিরা।

এ বাড়িতে অনেকগুলো রুম আছে। আনাহিতা নিজের পছন্দ মতো একটা রুম বেছে নিয়ে শাওয়ারে চলে গেল। রাত অনেক হয়েছিল বিধায় আন্দ্রেয়াজ তাকে আর আসতে দেননি। আনাহিতা পুরো রাত আন্দ্রেয়াজের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে কাটিয়েছে। শাওয়ার নিতে নিতে রাতের স্মৃতি মন্থনে ব্যস্ত আনাহিতা। সে একা ছিল, তবুও আন্দ্রেয়াজ সামান্যতম নোংরা ব্যবহার করেনি তার সাথে। উনি তাকে সম্মান করে অনেক। আচ্ছা এই সম্মানে কি ভালোবাসা আছে। নাকি সব মরিচীকা।



এসমাদ কিচেনে কিছু একটা তৈরি করছে, যার গন্ধ পুরো বাড়িতে ম ম করছে। আম্মিরা নাকটা টেনে সুগন্ধ নিয়েই বুঝতে পারলো, এসমাদ প্যানকেক উইথ ম্যাপল সিরাপ তৈরি করছে। এটা আম্মিরার অনেক প্রিয়। অতি উৎসাহী হয়ে সে বলল, 'আমাকে কিছুটা দেওয়া যাবে, প্রফেসর? এটা খেতে বেশ সুস্বাদু লাগে।'

কাঠখোট্টা হয়ে জবাব দিলো এসমাদ, 'আমি কোনো কাঠবিড়ালিকে প্যানকেক দেবো না। তাদের ডাইজেশন প্রবলেম হতে পারে।'

'ইশ! এত ছোটো লোক আপনি?'

ঠাট্টার সুরে এসমাদ বলল, 'কী করবো বলেন? আপনার মতো বড়ো হয়নি। মাত্র ৯১৯ বছর আমার।'

'৯১৯ বছর হলে আপনি তো প্রচুর বুড়া। তবে এখনো যুবক কীভাবে?'

'আপনার ছোটো মাথায় তা ঢুকবে না।'

আম্মিরা একটু রেগে গেল এ কথায়। সেদিকে এক নজর দেখলো এসমাদ। মেয়েটা সুন্দরী বটে। তাকে ছাড়া কীভাবে এসমাদ জিন রাজ্যে থাকতে পারবে, তা ভেবে পায় না।

'ওপেন ইওর মাউথ, আম্মিরজান।'

এসমাদের কথায় আম্মিরা হা করলে সেই সুযোগে এক টুকরো প্যান কেক তার মুখে পুরে দিলো।

'কেমন হয়েছে?'

'দারুণ।'

'তো ওই টুলে বসে পুরোটা শেষ করেন।'

প্লেটটা আম্মিরার হাতে ধরিয়ে কফি বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো এসমাদ। আম্মিরা গোগ্রাসে গিলছে খাবার।

'খুব খিদে পেয়েছিল?'

'খুব। আপনারা এত ভালো রান্না কীভাবে পারেন?'

'হাত দিয়ে রান্না করি, সেজন্য।'

খাবার খেয়ে আম্মিরা নিজের রুমে চলে এলো। সূর্য কিরণ দিতে শুরু করেছে। রুমের দরজা খুলতেই চমকে উঠলো আম্মিরা। জিবাদ রুমে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে মুহূর্তেই জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে চলে গেল। চিল্লিয়ে আম্মিরা ডাকলেও তা শুনলো না।

'কী হয়েছে, আম্মিরজান?'

'জিবাদ হঠাৎ রুমে এসেছিল, আনাহিতা। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারছি না।'

'কাম উইথ মি, আম্মিরজান।'

আম্মিরার হাত ধরে বিছানায় গিয়ে বসলো আনাহিতা। সদ্য গোসল করায় টুপটুপ করে তার চুল থেকে পানি ঝড়ছে।

'তোমাকে আমি কিছু বলবো এখন।'

উৎসুক হয়ে আনাহিতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

'কী?'

'বাবার জিনদের সাথে যোগাযোগ ছিল।'

'এটা স্বাভাবিক আনাহিতা। তিনি যে পরিমাণের জিন জাতির সম্পর্কে জানতেন।'

'পুরোটা শোনো আগে। ছোটোবেলা থেকেই আমি দেখেছি অনেক প্রকারের জিন বাবা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারতেন। তাদের আমিও দেখেছি। ক্ষতি করত না তারা।'

'হঠাৎ একথা?'

'কারণ রয়েছে। বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একজনের সাথে উনার যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয়। বিষয়টা একে অপরের শক্তি জাহির করার পর্যায়ে চলে যায়।'

'কেন?'

'জানি না। শুনতে পারিনি ঠিকমতো। শুনতে চাইবে না সে কে?'

'কে?'

'একটু আগে তুমি যাকে জিবাদ বললে তার সাথে। আরও একটা কথা, সে ইনসান নয়।'

একটা আর্তনাদ বের হয়ে এলো আম্মিরার মুখ দিয়ে, 'ইনসান না, তাহলে কী?'

'একজন রাক্বী, একজন জিন, একজন ইনসান।'

'কিন্তু তুমি তো কেবল বললে, জিবাদ ইনসান নয়।'

'সে ইনসানও আবার জিনও। বিষয়টা বাবা আমাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেননি।'

আনাহিতার কথা শুনে আম্মিরার হাত-পা কাঁপছে। ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে একবার কপালের ঘাম মুছে নিলো।

'জিবাদ কি তবে খারাপ কিছু?'

'এটা তুমি বলতে পারবে। তোমার সাথে কি কখনো অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে? বাবার ক্লাসগুলো কেন করতে?'

আম্মিরা নিজের বাবার মৃত্যুর পর থেকে যা যা ঘটেছে সব আনাহিতাকে খুলে বলল। সেই ঘৌল, স্বপ্ন, কবর, নৌকা বা লাইব্রেরি। সব জায়গার ঘটনাগুলো পুরো বলে দিলো।

'এগুলো বাবাকে কেন বলোনি?'

'বলার সুযোগ পাইনি। ওয়েল, এগুলো কি কোনোভাবে জিবাদ করছে?'

'প্রমাণ ছাড়া সন্দেহ করা ঠিক নয়। যেহেতু সে একজন রাক্বীও। এমন কোনো কিছু মনে করার চেষ্টা করো, যাতে বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার করতে পারি।'

আম্মিরা নিজের মস্তিস্কে কিছুটা চাপ প্রয়োগ করল, কিন্তু কিছু পেলো না।

'ওরকম কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না, আনাহিতা।'

'ওই ঘৌলটাকে এখন আর দেখতে পাও না?'

'না। মজার ব্যাপার হলো, জিবাদ আর সেই ঘৌল একই সময়ে আমার জীবনে এসেছে।'

'জিবাদই এনেছিল তাকে তোমার জীবনে।',

'তুমি নিশ্চিত? এভাবে সন্দেহের উপর। জিবাদ কিন্তু যাদুর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছে।',

'এটাতে তো নিশ্চিত জিবাদ জিন। আর ঘৌলটা তার সাথেই তোমার জীবনে এসেছিল।'

'হ্যাঁ, হতে পারে। এখন তবে উপায়?'

এমন সময় হুট করে এসমাদ রুমে প্রবেশ করলো। আম্মিরা, আনাহিতা দুজনেই একত্রে এসমাদের দিকে তাকালো।

'আমি কি আপনাদের বিরক্ত করলাম?'

'নাহ। আম্মিরজান, তোমার সাথে পরে কথা বলবো এ বিষয়ে।' গলার স্বর একটু নামিয়ে আনাহিতা আবার বলল, 'এ বিষয়ে কাউকে বলবে না।'

আনাহিতা এসমাদকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আম্মিরা প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখ করে রয়েছে।

'কী হয়েছে আম্মিরজান? কাঁদছেন কেন?' এসমাদ গিয়ে দুহাতে আম্মিরার মুখটা আঁকড়ে ধরলো। তার স্পর্শেই আম্মিরার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

'জিনরা অনেক খারাপ হয়, তাই না?'

এসমাদ ভ্রু কুঁচকে আম্মিরার সামনে বসলো।

'একথা আপনাকে কে বলল?'

'কেউ না।'

'খারাপের মধ্যেও তো ভালো হয়।'

'হুম।'

'ওয়েল, লিভ ইট। একটু পর আপনাকে নিয়ে বাইরে যাবো।'

'কোথায়?'

'আছে। রেডি থাকবেন।'

এসমাদ উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়লো। হালকা মৃদু বাতাস বয়ে চলেছে। সু-তীব্র এক সুগন্ধ পাচ্ছে আম্মিরা। এসমাদের গাঢ় নীলচোখ দিয়ে একেবারে দৃষ্টি বন্ধ করে রেখেছে আম্মিরাকে। তার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নিলো এসমাদ।

'আমাকে বিশ্বাস করুন, আম্মিরজান। সেই অবিনশ্বর সৃষ্টিকর্তার কসম! আমি আপনার কোনো ক্ষতি হতে দেবো না।'

অধ্যায়– সাতাশ

অনেকগুলো জিনিস বয়ে আনতে গিয়ে আনাহিতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নুসফা উপর থেকে ভ্রু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাতাসের সাথে হঠাৎ একটা অসহ্য গন্ধ তার নাকে এসে ঠেকলো । নুসফা চকিতে আনাহিতার থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়ালো। তার শরীর জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।

'কী হয়েছে শাহাজাদী, তুমি নিজেকে এভাবে গোপন করে কেন রেখেছো?'

'যুবরাজ দেখুন, মহামান্যিতার হাতে ওসব কী?'

এসমাদ মাথা এগিয়ে দেখলো আনাহিতা বেশ কিছু জিনিস নিয়ে নিজের কক্ষে ঢুকলো। হাতের জিনিসগুলো দেখে একটু বিরক্তই হলো এসমাদ।

'তিনি আবার জিনদের ত্যক্ত করতে চলেছেন!'

'উনি কেন সবসময় নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন?'

'অপব্যবহার নয়। নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ। এসব বাদ দাও। আমি আজকে একটু আম্মিরজানকে নিয়ে বাইরে যাবো। সে ঘুমাচ্ছে, তাকে একটু ডেকে তুলো।'

'আমাকে কিছুটা সময় প্রদান করেন, যুবরাজ। আমার গায়ে মহামান্যিতার হাতে থাকা দ্রব্যের বাতাস লেগেছে।'

এসমাদ কোনো উত্তর প্রদান না করেই সেখান থেকে প্রস্থান করলো।

সময়কালের তিনটে ভাগ রয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল। যা কেউ কখনো অতিক্রম করতে পারেনি। মাঝেমধ্যে আম্মিরার মনে হয়, সে অতীতকালে চলে গেছে। ঠিক এখন যেমন মনে হচ্ছে সে অতীতকালে অবস্থান করছে। বাতাসে অতীতের বিষাক্ত গন্ধ, তা বুক ভরে নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

বহু সময় ধরে মনে হচ্ছে, একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে সে। সামনে ক্ষীণ এক আলোর রেখা। সেদিকে তার অনুভূতি ধাবমান। হুট করে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। একদম পরিষ্কার। আম্মিরা নিজেকে একটা জায়গায় আবিষ্কার করলো। এ জায়গাটা চেনে সে। তুর্কিতে এটা। তার জন্ম যে তুর্কিতে হয়েছিল, এটা বেশ মনে আছে।

বাসার সামনে চার বা পাঁচ বছরের বাচ্চা সাদা ধবধবে নীল চোখের বিড়ালকে নিয়ে বসে রয়েছে। লেজ গুটিয়ে আছে বিড়ালটি। আর বাচ্চা মেয়েটি পরম আদরে সেটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আম্মিরা চেনে বাচ্চাটিকে। এটা তার ছোটো বেলা। তার চোখে বিস্ময়, মনে হচ্ছে সে সময়কাল অতিক্রম করে অতীতে এসে পড়েছে।

হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে ধরতে যাবে, তখন অতি সুন্দর এক মহিলা তাকে কোলে তুলে নিলো। একেও চেনে আম্মিরা। তার মা। কোলে তুলে নেওয়াতে বিড়ালটা মিউমিউ শব্দ করে উঠে গেল। প্রাণীটির ডাক শুনে দুটো লোক বের হয়ে এলো বাসার ভেতর থেকে। একজন আম্মিরার বাবা এবং সাথের লোকটি প্রফেসর জিবরান।

জিবরানকে দেখে অবাক হলো আম্মিরা। তারা বিড়ালটির দিকে কিছু পানি ছুড়ে দিলো। কাতরাতে কাতরাতে বিড়ালটি মাটিতে পড়ে গেল। আম্মিরা খেয়াল করলো, সেটি কাঁদছে। একটু নয়, বেশ পানি চোখে। বুকটা হুহু করে উঠলো তার। বিড়ালটার প্রতি অমোঘ টান অনুভব করছে সে। এদিকে ছোটো আম্মিরা কাঁদছে এবং তার মা তাকে সান্তনা দিচ্ছে।

প্রফেসর জিবরান কোথা থেকে এক অদ্ভুত ধরণের খাঁচা এনে বিড়ালটিকে তারমধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। খাঁচার ভেতর থেকেই একটা শুভ্র হাত আম্মিরার দিকে মুক্তি পাওয়ার আশায় বের হয়ে এলো। কিন্তু মুক্তি পেলো না। তার বাবা ও প্রফেসর জিবরান খাঁচাটিকে নিয়ে গাড়িতে উঠে কোথায় চলে গেল। সাথে বাতাস থেকেও অতীতের গন্ধ একদম নিঃশেষ হয়ে এলো।

দম বন্ধ হয়ে এসেছিল আম্মিরার। সে বুঝতে পারছে না যে, একটু আগের ঘটনা অতীত ছিল নাকি নিছক স্বপ্ন। একটু শীত শীত থাকায় ঘেমে যায়নি সে, কিন্তু গলা প্রচণ্ড শুকিয়ে গেছে। কিছু সময় পর সন্ধ্যা হবে। সেজন্য সে পুনরায় ঘুমানোর চেষ্টা করলো।

আম্মিরার ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনটি অবয়ব ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হওয়া শুরু করলো। ওর মাথার কাছে নুরাইন দাঁড়ানো। ব্যালকনির দরজায় জিবাদ এবং তার পাশে জেস্মিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। নুরাইন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললো।

'আম্মিরজান তার অতীত দেখতে সক্ষম হয়েছে, যুবরাজ জিবাদ।'

নুরাইন পাশে থাকা অবস্থায় জিবাদ আম্মিরার দিকে এগিয়ে এলো। আলতো করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো পরম আবেশে।

'মহামান্যিতা আজকে আমাকে চিনে ফেলায় এ কাজটা করতে হলো।'

'এরকম কিছুদিন করলেই আম্মিরজান পুরো জিনিস মনে করতে সক্ষম হবে।'

এমন সময় জেস্মিয়া বলল, 'আমাদের অতি শীঘ্রই চলে যেতে হবে, বাদশাহ নুরাইন। নয়তো তারা টের পেয়ে যাবে।'

জেস্মিয়ার কথায় মাথা নাড়ালো নুরাইন। আম্মিরার থেকে সরে এক বৃহদাকার চিলের রূপ ধারণ করে উড়ে গেল জিবাদ। নুরাইন ও জেস্মিয়া নিজেদের ডানা ব্যবহার করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

নুসফা বাতাসের বেগে আম্মিরার রুমে উপস্থিত হলো। তার ধারণা হয়েছিল ওর নিকট কোনো জিন উপস্থিত হয়েছে। আকাশে উড়তে থাকা জেস্মিয়াকে দেখে তার ধারণা সঠিক প্রমাণিত হলো। নুসফা ভেবে পেলো না হঠাৎ জেস্মিয়া কেন এসেছিল। বাকি দুজনকে দেখেনি নুসফা। একটা নিশ্বাস ফেলে সে আম্মিরাকে ডেকে তুললো।

'উঠুন, যুবরাজ আপনাকে নিয়ে বাইরে যাবে।'

ঘুম জড়ানো কণ্ঠে আম্মিরা জবাব দিলো, 'ও হ্যাঁ, উঠছি।'

জেস্মিয়ার কথাটা নুসফা মাথা থেকে সরাতে পারছে না। এক অজানা আশঙ্কায় ডুবে আছে সে।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাশাপাশি একত্রে হেঁটে চলেছে এসমাদ ও আম্মিরা। বিশাল পাইন গাছে ঘেরা জঙ্গল। চারপাশে কালো বাকলের গাছগুলো অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুলেছে। বাইরে নিয়ে যাওয়ার নাম করে এসমাদ কেন তাকে এখানে নিয়ে এলো, তা বুঝতে পারছে না। শীত আসতে চলেছে। হালকা হালকা কুয়াশা জমেছে পরিবেশে। এসমাদ জিজ্ঞাসা করল, 'ভয় লাগছে?'

এসমাদের কথাগুলো নির্জন জঙ্গলে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেল।

'কিছুটা। কেমন অদ্ভুত একটা পরিবেশ।'

'আমি থাকতে ভয়?'

'আপনাকে বেশি ভয় করে আমার।'

এসমাদ ভ্রু কুঁচকে পাশ ফিরে দাঁড়ালো। চাঁদের আলোয় তার নীল চোখগুলো চকচক করছে।

'আমাকে ভয় পাওয়ার কারণ?'

'জানি না, মনে হয় আপনি ভ্যাম্পায়ার।'

এসমাদ নির্বিকারভাবে বলল, 'ঠিক। পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে আপনার রক্ত পান করে আপনাকেও ভ্যাম্পায়ার বানাতে চলেছি!'

'আপনি প্রচণ্ড মিথ্যুক। এত রাতে পাহাড়ের উপর উঠা সম্ভব নাকি?'

'আমার সাথে চলতে থাকুন, সব সম্ভব হবে।'

দুজনেই নিরব হেঁটে চলেছে। চাঁদের আলো পরিবেশটাকে অপার্থিব করে তুলেছে। এসমাদের গা থেকে আসা আতরের গন্ধ পরিবেশকে আরও মোহনীয় করে তুলেছে। তারা যত এগিয়ে চলেছে, তত পরিবেশে আলোর স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে। এক জায়গায় এসে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না আম্মিরা। এদিকে সে ফোনটাও নিয়ে আসেনি। ভয় পেয়ে এসমাদের হাত চেপে ধরলো। বলল, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

এসমাদ কিছু না বলে আম্মিরাকে কোলে তুলে নিলো। এসমাদের শরীর প্রচণ্ড ঠান্ডা। আম্মিরা নিজের ডান হাত নিয়ে তার হৃদপিণ্ডের উপর রাখলো। অত্যন্ত ক্ষীণ তার হৃদস্পন্দন।

'আপনার কষ্ট হচ্ছে?'

'একটুও না। আপনি চোখ বন্ধ করুন।'

আম্মিরা চোখ বন্ধ করলো। কিছুক্ষণ পর খুলে নিজেকে ভেজা ঘাসের উপর আবিষ্কার করলো। পাশে আগুন জ্বলছে আর তার সামনে এসমাদ বসে রয়েছে।

'আপনাকে চোখ বন্ধ করতে বলেছিলাম। অথচ আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন! আপনাকে কোলে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে আমার কতটুকু কষ্ট হয়েছে জানেন?'

এসমাদের কথায় খানিকটা লজ্জা পেয়ে গেল আম্মিরা। সাদা গাউন পড়েছে সে। হঠাৎ বড্ড লোভ হলো এসমাদের। উঠে এসে আম্মিরার পাশে বসলো।

'কী ভাবছেন?'

'দুঃখিত। আমার জন্য কষ্ট হলো আপনার।'

'আপনার জন্য আমি সব করতে পারি, আম্মিরজান।'

চমকে আম্মিরা এসমাদের দিকে তাকালো।

'কেন করতে পারেন?'

'জানি না তা।'

মাথা নিচু করে ফেললো আম্মিরা। কিছু একটা বলার জন্য উশখুশ করছে। অবশেষে তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'উহিব্বুকা (আমি তোমাকে ভালোবাসি)।'

আম্মিরার মুখে একথা শুনে চমকে উঠলো এসমাদ।

'এ ভাষা কোথায় শিখলেন?'

লজ্জা পেয়ে কানের পিঠে চুলগুলো গুজে দিলো আম্মিরা।

'গুগল থেকে।'

আম্মিরাকে নিজের দিকে টেনে নিলো এসমাদ। এতে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো সে।

'আম্মিরজান, সামনে আমাদের খুব কঠিন একটা সময় আসবে। তাই বলে কিন্তু আপনি আমার সাথে কখনো বিচ্ছেদ করবেন না।'

এসমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে আম্মিরা কথাগুলো শুনছে। কোনো উত্তর দিচ্ছে না। সে আরও বলল, 'আমাদের অপ্রকাশিত প্রণয়, কিন্তু আমি আপনাকে রেখে কখনো যাবো না। কখনো না।'

আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে গেল দু'জনে। এসমাদের গায়ের উষ্ণতায় চোখ বুজে এলো আম্মিরার। এ অদ্ভুত প্রণয়ের পরিণতি কী হবে দু'জনেই জানে না। প্রকৃতিও হয়তো জানে না।

অধ্যায়– আটাশ



হলুদ রঙের দুটো প্রজাপতি একত্রে রৌদ্রস্নানে মগ্ন। আনাহিতা প্রজাপতি দুটোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। পুরো ঘরটা আগরবাতির ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় সবকিছু ভালোভাবে দেখতে পারছে না আম্মিরা। আনাহিতার এসব কাণ্ড তার বোধগম্য হচ্ছে না। আনাহিতা প্রজাপতিদের থেকে চোখ সরিয়ে নিচু কণ্ঠে বলল, 'আম্মিরজান, বাড়িতে এখন সত্যিই কেউ নেই তো?'

'নাহ, প্রফেসর ও নুসফা ম্যাম বাইরে গেছে।'

'তবে আমরা এখন জিবাদকে হাজির করবো।'

'তাকে কল করলেই তো হয়।'

এরকম জটিল সময়ে আম্মিরার এমন বোকা কথায় একটু বিরক্তবোধ করলো আনাহিতা। বলল, 'সেরকম নয়, আম্মিরজান। জিবাদ যেহেতু জিন, তাই তাকে হাজির করবো। করে ভয় দেখিয়ে আপনার থেকে দূরে পাঠিয়ে দেবো।'

চোখ মুছে আম্মিরা প্রশ্ন করলো, 'তুমি এরকম আগেও কখনো করেছো?'

'হ্যাঁ। বাবা এভাবে অনেককিছু হাজির করত। আমাকে সাথে রাখতো সবসময়। প্রত্যেকবার আমি একবার আহবান করলেই এসে যেত।'

'তুমি একা পারবে তো?'

প্রশ্নটা শুনে একটু ইতস্ত করলো আনাহিতা।

'চেষ্টা করতে পারি আমরা, তাই না?'

'হুম। বিপরীত হলে?'

'প্লিজ, আমাকে ভয় দেখাবে না।'

আনাহিতার সামনে অনেককিছু সুসজ্জিত করে সাজানো। গোল আকৃতির তিনটে পাথর ত্রিভুজ আকারে রাখা। পাথরগুলো দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটছে আর বিড়বিড় করে সুরা পড়ছে আনাহিতা। আম্মিরার একটু ভয় ভয় লাগছে। যদি বিষয়টা হিতে বিপরীত হয়। প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও জিবাদের কোনো দেখা নেই। দুজনই প্রায় হতাশ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শোনা গেল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

পাশ থেকে জিবাদের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলো আম্মিরা। একটা গালিচায় ইবাদতের ভঙ্গিতে বসে রয়েছে জিবাদ। চোখের মণিগুলো একদম সবুজ আকার ধারণ করেছে। সেখান থেকে সবুজ রঙের রশ্মি ঠিকরে বের হয়ে আসছে। জিবাদ একবার পাশ ফিরে আম্মিরার দিকে তাকালে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল সে। আনাহিতা ইশারায় আম্মিরাকে নড়তে মানা করলো।

'আমাকে হঠাৎ আহবান করার কারণ?'

'আপনি কেন আম্মিরজানকে ত্যক্ত করছেন।'

আনাহিতা এমন ভঙ্গিতে বলল যে, মনে হলো অনেক বড়ো হুজুর সে। তার বলার ভঙ্গিমা দেখে হেসে উঠলো জিবাদ।

'আমি হাস্যকর কিছু বলিনি।'

'কেন ডেকেছেন, সেটা বলেন।'

'আপনি আম্মিরজানকে বিরক্ত কেন করছেন?'

'আমি কিছু করিনি।'

আনাহিতা হঠাৎ তিনটা পাথরে আঘাত করলে চোখ মুখ বিকৃত করে উঠলো জিবাদ।

'আপনার বাবা যদি জানতেন আপনি এসব অপকর্ম করছেন, তবে কখনো খুশি হতেন না।'

'অপকর্ম না। আপনাদের মতো শয়তানের হাত থেকে আম্মিরজানকে সুরক্ষিত করছি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো জিবাদ। আনাহিতা বলল, 'আমি শয়তান নই। চাইলেই আপনার এসব খেলা শেষ করতে পারি।'

জিবাদ বলল, 'এরকম অপচেষ্টা করে লাভ হবে না। আপনি আমাকে অপমান করছেন। হয়তো জানবেন, আমি অনেক উচ্চ বংশীয় রাক্কী। আর আম্মিরার কাছে আসার অবশ্যই কারণ ছিল। আপনি ভুল বুঝছেন পুরোটা।'

'সঠিক বুঝেছি। আপনি আম্মিরার থেকে চলে যাবেন কিনা বলেন।'

আনাহিতা এক ধরণের তরল নিজের হাতে তুলে নিলো। তা দেখে জিবাদ বলে উঠল, 'আপনি কিন্তু ওটা আমার দিকে ছুড়বেন না।'

'আপনি বলেন যে, আম্মিরজানকে ছেড়ে চলে যাবেন। তবে আমি কিছুই করবো না।'

'আনাহিতা আমি চলে গেলে অনেক কিছু হবে।'

'মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। আপনি বলেন। বাবা আমাকে বলেছিল, আপনি শয়তান। এখন তো দেখছি সত্যি।'

আনাহিতা তরলটা ছিঁটিয়ে দিলো জিবাদের উপর। আর্তনাদ করে উঠলো সে।

'এখনো সময় আছে জিবাদ। আপনি বলেন চলে যাবেন কিনা?'

কোনো উপয়ান্তর না দেখে জিবাদ স্বীকার করলো যে চলে যাবে। যাওয়ার পূর্বে একবার আম্মিরার দিকে তাকালো।

'আপনি ওয়াদা করছেন জিবাদ?'

চোখ না সরিয়েই উত্তর দিলো জিবাদ, 'জি।'

'তবে আমি আপনাকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি।'

আনাহিতা তিনটি পাথরের জায়গা পরিবর্তন করতেই জিবাদ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

অধ্যায়– উনত্রিশ

পুরো বাড়ি ঘিরে অনেকগুলো পেরেক পুঁতে উঠে দাঁড়ালো আনাহিতা। জিবাদের কথা বারবার মনে হচ্ছে আম্মিরার। হঠাৎ মনে কু ডাকছে। কোথাও কোনো অশান্তির বাতাস বইছে। আনাহিতা কথা বলে উঠল, 'আম্মিরা।'

'হু।'

'পুরো বাড়ি বন্ধ করে দিলাম। আমি একটু বাইরে যাবো। রাতে এসে আপনার শরীর বন্ধ করে দেবো। আপাতত আপনি কোথাও যাবেন না। এমনকি বাড়ির বাইরেও না।'

আম্মিরা মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিলো। আনাহিতা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলো না। বাহিরে থেকেই গাড়ি নিয়ে চলে গেল। শূন্য বাড়ির দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে উঠলো আম্মিরার মন।

হালকা বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাতে একটু একটু পানি জমে আছে। নভেম্বর মাসের শুরু। কয়দিন পর বরফ আবৃত শীতকাল এসে পড়বে। তার আভাস প্রকৃতি এখনই জানান দিচ্ছে। একটু একটু শীত লাগছে আনাহিতার। তার পাশে আন্দ্রেয়াজ। দুজনে পাশাপাশি রাস্তার ধার ধরে এগিয়ে চলেছে।

আন্দ্রেয়াজের সুগঠিত শরীর থেকে সবসময় কেমন যেন একটা সুগন্ধ বের হয়। আতর, চন্দন কাঠ, গোলাপের নির্যাসের সংমিশ্রণে তৈরি একটা সুগন্ধ। যা রাতে বা সন্ধ্যায় বেশি পাওয়া যায়। এটা বহুবার খেয়াল করেছে আনাহিতা। একবার তাকে জিজ্ঞেসও করেছিল যে, এ পারফিউমটা কোথা থেকে নেওয়া। জবাবে শুধু ছোটো করে অধর বাঁকিয়েছিলেন আন্দ্রেয়াজ। মুখে কিছু বলেননি।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে আনাহিতা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার শরীর থেকে সবসময় এরকম সুবাস কেন আসে? আজকে মনে হয় সুবাসটা আরও অধিকতর প্রকট।'

'কেন, ভালো লাগে না আপনার?'

'উহুঁ! তা নয়, কিন্তু এই সুবাসে কেমন যেন ভীতির সৃষ্টি হয়!'

আন্দ্রেয়াজ ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুবাসে ভীতি!'

'জি।'

'কী রকম?'

'ধরেন আপনি নির্জন এক রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। হুট করে যদি সুবাসিত মোমের গন্ধ পেয়ে বসেন, তাহলে অবশ্যই তা আপনার জন্য ভীতিকর হবে!'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম।'

'তাহলে এটা দাঁড়ালো আপনার আমাকে ভয় লাগে?'

'উহুঁ! আপনার গায়ের স্মেলটা ভয়ংকর।'

কথাটা শোনার সাথে সাথে আন্দ্রেয়াজ থেমে গেলেন। আনাহিতার দিকে ঘুরে ভ্রু সামান্য কুঁচকে ফেললেন। তবে অধরে কুচক্রীপূর্ণ হাসি।

'এভাবে হেসে চলেছেন কেন?'

'আপনি আমার গায়ের গন্ধ কবে পেয়েছেন?'

'কেন?'

'আমার খুব কাছে না এলে এ গন্ধটা তো পেতেন না।'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?'

আনাহিতার দিকে একটু ঝুঁকে তার অধরে হালকা ফুঁ দিলেন আন্দ্রেয়াজ। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো আনাহিতা।

'কী করলেন এটা?'

'এটাকে ফুঁ বলে।'

'আমি তো জানতামই না মনে হয়। তাই নাহ?'

কিছু বললেন না আন্দ্রেয়াজ। সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। আজকেও সি-বীচে হাঁটতে এসেছে তারা। মৃদুমন্দ বাতাস, সাথে সমুদ্রের গর্জন। বেশ উপভোগ করছে দুজনে।

'আজকে একটু বেশিই খুশি লাগছে আপনাকে। তার কারণ কী?'

'এমনি, তেমন কোনো কারণ নেই। আমার বাবার সাথে একজন খারাপ ব্যবহার করেছিল। আজকে তাকে শাস্তি দিয়েছি।'

আনাহিতার কথা শুনে আন্দ্রেয়াজের আশঙ্খা হলো। কেন যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কোথাও কিছু একটা হচ্ছে মনে হয়। যা কল্যাণকর নয়।

কাছেই আন্দ্রেয়াজের একটা সী হাউজ রয়েছে। এখানে আজকে ডিনার করবে তারা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পাশে সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও বাড়ির ভেতর সুইমিং পুল বানানো। সুইমিং পুলের পাশে হাঁটতে গিয়ে আচমকা আনাহিতা পানিতে পড়ে গেল। হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় বেশ পানি খেয়ে ফেলেছে। আন্দ্রেয়াজ পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে সেখানেই বসে পড়লেন। গলার আওয়াজ উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুইমিং পুলের পানি কেমন?'

'অনেক সুস্বাদু, টেস্ট করবেন?'

'করতেই পারি।'

আস্তে ধীরে আন্দ্রেয়াজও পানিতে নেমে গেলেন। আনাহিতা গলা পর্যন্ত ডুব দিয়ে চুপ করে রয়েছে। আন্দ্রেয়াজ তার সামনে গিয়ে তাকে পানি থেকে একটু উপরে উঠিয়ে দুহাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলেন। আনাহিতা ধাক্কা মেরে আন্দ্রেয়াজকে ফেলে দিতে চাইলেও পারলো না।

'ছাড়েন, আপনাকে আমি মেরে ফেলবো!'

'আপনার বয়স মাত্র বিশ, কিন্তু আমার বয়স ষোষোশত একত্রিশ! কার শক্তি বেশি?'

'আমার।'

'ওহ! তাই?'

'হাহ।'

সুইমিং পুলের একপাশে আনাহিতার পিঠ ঠেকালো আন্দ্রেয়াজ। টুপটুপ করে মুখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে দুজনের। আন্দ্রেয়াজের মিশমিশে কালো নয়নের মণিগুলো বড্ড চঞ্চল। আনাহিতার ঘাড়ের এক পাশের কিছু অংশ কেটে গেছে। একটু ঝুঁকে এসে জিহ্বার লেহন দিয়ে সেখান থেকে রক্ত জিহবার ডগায় নিয়ে নিলেন আন্দ্রেয়াজ। আনাহিতা এই কাণ্ডে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমার রক্ত পান করলেন?'

'হুম, করলাম তো। আপনার রক্তের স্বাদ স্পাইসি।'

'মিথ্যুক!'

আনাহিতার প্রতি আলাদা ধরণের মায়া জন্মিয়েছে আন্দ্রেয়াজের। যদি কখনো এই সজীব প্রাণটাকে কেড়ে নিতে হয়, তবে কীভাবে তিনি নেবেন তা জানেন না। ওর গাঢ় চোখের দিকে তাকিয়ে হাত দুটো নিজের মুখের কাছে

আনলেন আন্দ্রেয়াজ। হঠাৎ হাত থেকে একটা গন্ধ নাকে এসে লাগতেই তাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। হকচকিয়ে আনাহিতা প্রশ্ন করলো, 'কী হলো?'

'আপনার হাতে এক ধরণের ঔষধের গন্ধ কেন? আপনি ওয়াজিফা পাঠ করে জিন হাজির করেছিলেন?'

অবাক হয়ে আনাহিতা প্রশ্ন করলো, 'আপনি কীভাবে বুঝলেন?'

আন্দ্রেয়াজ চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভাবলেন। কিছু সময় পর তার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিলো। কোথাও অনেক বড়ো কিছু ঘটে গেছে।

'আপনি কাকে হাজির করেছিলেন? নাম বলেন তার। দয়া করে আনাহিতা এটা বলবেন না যে, আপনি জিবাদকে আম্মিরার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। অন্য কেউ হলে আমি খবর পেতাম।'

'আপনি জিবাদকে চেনেন? বাবা বলেছিল, সে তো খারাপ জিন। এজন্যই সরিয়ে দিয়েছি।'

আনাহিতার মুখ থেকে এমন কথা শুনে ক্রোধে আন্দ্রেয়াজের চোখ কালো বর্ণ ধারণ করলো। তার মুখমণ্ডল দেখে ভয়ে সরে যেতে থাকলে তিনি আনাহিতাকে হাত দিয়ে থামিয়ে দিলেন। ধমকের সুরে আন্দ্রেয়াজ বললেন, 'মহামান্যিতা, আপনি প্রচুর ভুগতে চলেছেন এমন কর্মকাণ্ডের জন্য!'

অধ্যায়– ত্রিশ

বেশ কিছুসময় পূর্বে অন্ধকার নেমে এসেছে। গেটের দিকে বারবার তাকাচ্ছে আম্মিরা। মনে হচ্ছে কেউ আসবে। এসমাদকে অনেকবার কল করেও তাকে পাওয়া গেল না। কিছু সময় ব্যর্থ চেষ্টা করে ফোন রেখে দিলো সে। ধূমায়িত কফি হাতে নিয়ে কাঠের মেঝেতে মৃদু শব্দ করে বারান্দায় এসে বসলো।

বিগত কয়েকদিনের স্মৃতিগুলো একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আসোলেই জিবাদ এসব করলো তার সাথে? জিনরা খারাপ হয় তবে? চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঝলো সে। তার বাবা রোজ এখানে এসে বসতেন। তিনি মরে যাওয়ার পর থেকে কিছুই ভালো হচ্ছে না।

ক্যাচ ক্যাচ শব্দে গেট খুলে যাওয়ায় চোখ খুলে সেদিকে তাকালো আম্মিরা। দুটো মানুষ অত্যন্ত জড়সড়ো হয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। তারা যত আলোর দিকে আসছে, তত তাদের ছায়া অধিকতর স্পষ্ট হচ্ছে। আম্মিরা চমকে গেল তাদের মুখ দেখে। সাথে কিছুটা ভয়ও পেলো।

তারা আর কেউ নয় ওসনে ও আম্মিরার খালা ডেফনা। তাদের অবস্থা অনেক শোচনীয়। জীর্ণশীর্ণ ময়লাযুক্ত বস্ত্র পরিধান করে আছে। পাংশু বর্ণের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, বেশ কিছুদিন খাওয়া হয়নি। আম্মিরা চেয়ার থেকে উঠে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়েও থেমে পড়লো। আনাহিতা তাকে বাড়ির ভেতর থেকে বের হতে নিষেধ করেছিল। আম্মিরার অভিব্যক্তি বুঝতে পারলো ওসনে।

'ডোন্ট বি এফ্রেড, আম্মি ডিয়ার। তোমার খালা অনেক অসুস্থ, নয়তো কখনো এখানে আসতাম না। আমরা খুব বিপদে পড়েছি।'

কথাগুলো বলতে বলতে ওসনে কেঁদে দিলো। আম্মিরার খালা ডেফনা মলিন মুখ করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখটা দেখে হুহু করে উঠলো আম্মিরার মন।

নিজের মায়ের আপন বোনের এমন শোচনীয় অবস্থা কারও ভালো লাগবে না। ব্যস্ত হয়ে আম্মিরা জিজ্ঞেস করলো, 'খালার এ অবস্থা কেন, ওসনে? নিয়ানা কোথায়?'

নিয়ানার নাম শুনে ঝরঝর করে কেঁদে দিলো, ডেফনা।

'আম্মিরজান, নিয়ানা মরে গেছে। ওর হাড় পর্যন্ত পাইনি আমরা।'

নিয়ানার মৃত্যু সংবাদ শুনে আম্মিরার পুরো শরীর কেঁপে উঠলো। ডেফনা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে বসেই কেঁদে চলেছে। ওসনে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

'আমরা অনেকদিন ধরে কিছু খাইনি, আম্মি ডিয়ার। প্লিজ, হেল্প আস। আমাদের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দাও।'

'আসতে পারো তোমরা।'

'আমরা ভেতরে যাবো, আম্মি ডিয়ার?'

'ইয়েস।'

'আমাদের ভেতরে যেতে আহবান করছো?'

'হ্যাঁ, এসো।'

আম্মিরার অনুমতি পেয়ে দুজনেই মুচকি হাসলো। নিয়ানার মা ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। তাকে গিয়ে ধরলো আম্মিরা। জঘন্য গন্ধ এসে লাগলো নাকে। পচা মাংসে গোলাপ জল ছিঁটালে যেমন গন্ধ আসবে, তেমন। তাদের সোফায় বসতে দিয়ে রান্না ঘরের দিকে যেতে চাইলে আম্মিরার হাত টেনে ধরলো ডেফনা। গা ঘিনঘিন করে উঠলো আম্মিরার। মনে হচ্ছে মৃত মানুষ তার হাত ধরেছে।

'বসো আমাদের সাথে।'

'কিন্তু খাবার?'

'বসো।'

ওসনে পুরো বাড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো।

'আর কেউ নেই?'

'না।'

'খুব সুন্দর করে সবকিছু গুছানো। তোমার বাবা থাকতে এমন পরিপাটি থাকত।'

'আপনাদের মুখ প্রচণ্ড শুকনো লাগছে। বসেন কিছু খাবার নিয়ে আসি।'

'লাগবে না। কিছু কথা বলা প্রয়োজন তোমাকে।'

আম্মিরা উৎসুক হয়ে ওসনে ও ডেফনার দিকে তাকালো। তাদের মুখের জায়গায় জায়গায় কালসিটে দাগ।

'কী বলবেন?'

'জিন বুঝো?'

জিন শব্দটা শুনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো আম্মিরা। এই শব্দটা তার পেছন ছাড়ার নামই নিচ্ছে না।

'হঠাৎ একথা?'

'একটা কাহিনি শোনো তবে।'

আম্মিরা মেঝেতে বসে পড়লো। ডেফনা এখনো তার হাত ছাড়েনি।

'আজ থেকে পনেরোশত বছর পূর্বে ইফ্রীত্ব ও গইলান জাতির মধ্যে যখন শেষবার যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন সেই যুদ্ধে ইফ্রীত্বদের পরাজয় ঘটেছিল। গইলানরা আফারীতদের রাজগুরুকে হত্যা করলো অত্যন্ত নির্মমভাবে। রাজগুরু নিঃসন্তান থাকলেও তিনি একজন জিনপুত্রকে লালন করতেন, যাকে তিনি জ্বান বলে ডাকতেন।

গইলানরা কালো যাদু ও ছলচাতুরী করে নানা রকম ক্ষতি করে যাচ্ছিল আফারীতদের। নিজের পালক পিতা ও ইফ্রীত্বদের এমন শোচনীয় অবস্থা সহ্য করতে পারলেন না জ্বান। কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না, কারণ বাদশাহ তখন আঘাতপ্রাপ্ত এবং সেনাপ্রধান গাদ্দারি করেছে।

যুবক জ্বান কাফের থেকে মুসলিম হয়ে গেলেন হঠাৎ করেই। টানা তিনশত বছর অক্লান্ত ও কঠোর ইবাদতের পর এমন এক ধরণের ক্ষমতা তিনি লাভ করলেন, যার মাধ্যমে তিনি শুধু ইফ্রীত্ব নয়, সমস্ত জিন জাতির মহামান্য হয়ে উঠলেন। এমন এক ক্ষমতা তিনি লাভ করলেন, যাতে করে পাপিষ্ঠ গইলানদের শাস্তি দিতে পারলেন। শান্তি ও আল্লাহর অনুগ্রহ কায়েম হলো সর্বত্র।'

'এ কল্প কাহিনি আমাকে কেন বলছেন?'

'এটা কল্প কাহিনি নয়।'

'তারপর কী হলো?'

'যুদ্ধে অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল আফারীতদের। বিশেষ করে বাদশাহর অবর্তমানে আরও ক্ষতি হচ্ছিল। তখন বাদশাহর বড়ো পুত্র আমির নতুন বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত হন। মহামান্য আগে থেকেই আমিরকে দেখতে পারতেন না। এজন্য সামান্য অপরাধে আজ থেকে তেইশ বছর পূর্বে আমিরের থেকে পনেরশত বছরের পুরোনো রাজত্ব শাসন করার ক্ষমতা কেড়ে নেন।'

ডেফনার মুখের অভিব্যক্তি দেখে হেসে ফেললো আম্মিরা।

'খালা তুমি বসো। আমি খাবার নিয়ে আসছি। খিদেয় প্রলাপ বকছো।'

ডেফনা আম্মিরার বিদ্রুপ দেখে শুধু মুচকি হাসলো।

'তুমি আন্দ্রেয়াজ নামের কাউকে চেনো?'

'হ্যাঁ চিনি, কেন?'

'জ্বান ক্ষমতা লাভ করার পর তার নাম হয় আন্দ্রেয়াজ!'

আম্মিরা কপাল কুঁচকে বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছো, খালা। আন্দ্রেয়াজ আনাহিতার পরিচিত।'

'আর তোমার?'

'আমি চিনি না, তবে তিনি জিন নন। জিন হচ্ছে জিবাদ। আনাহিতা আমাকে সব বলেছে।'

'কে? মহামান্যিতা?'

'আনাহিতা।'

'সেই একই হলো। তিনি তো নিজেও জিন!'

ডেফনার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো আম্মিরা। রাগে ফুঁসছে সে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'খারাপ আপনারা। তা না-হলে আমার উপর ঠিক এই জিন দিয়ে কালো যাদু করতেন না। খাবার দিচ্ছি খেয়ে চলে যান। শয়তানের মতো নিরীহ ইনসানদের ত্যক্ত করবেন না।'

'আমরা নয় তোমার বাবা ছিল জ্বলন্ত শয়তান। সব শেষ করে দিয়েছে। যার জন্য আমিও আফারীতদের রাজতাজ হারিয়েছি।'

আম্মিরা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'মানে?'

আচমকা ডেফনার শরীর লম্বালম্বিভাবে দুদিকে বিভক্ত হয়ে গেল। কিছু রক্তের ছিঁটে আম্মিরার মুখে এসেও লাগলো। চিৎকার করে সে পিছিয়ে গেলেও ওসনে তার হাত ধরে ফেললো। হঠাৎ ঠান্ডা বাতাস এসে লাগলো ওর শরীরে। সাথে দুটো বলিষ্ঠ হাত তাকে জাপটে ধরলো।

'কেমন আছেন, এসমাদের প্রণয়ীনী।'

'কে? কে আপনি?'

আম্মিরার পেছন থেকে একটা পুরুষালী কণ্ঠ বলল, 'আমি স্বয়ং আফারীতদের প্রাক্তন বাদশাহ।'

মাথা ঘুরিয়ে নীল চোখের এক পুরুষকে দেখলো আম্মিরা। এ ব্যক্তিটাকে আগেও প্রফেসর জিবরানের বাড়িতে দেখেছিল একবার।

'আপনি?'

'তবে চিনলেন আমাকে। তো পুরো ঘটনা শুনবেন না?'

'কী ঘটনা?'

'এই যে আপনাকে ঠকাচ্ছে কয়েকটা জিন। তার মধ্যে আপনার প্রাণের এসমাদও আছে।'

আম্মিরা আর্তনাদ করে উঠলো, 'মিথ্যা বলবেন না। আপনি জিবাদের অন্যরূপ, তাই না?'

'নাহ তো। যুবরাজ জিবাদের রূপ কেউ অনুকরণ করতে পারে না। একমাত্র তিনি বাদে।'

'তবে অশুভ কেউ?'

আম্মিরার কথা শুনে গা দুলিয়ে হাসলো আমির।

'হ্যাঁ, অশুভই বটে। তবে আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না।'

বুক ভরে একবার নিশ্বাস নিলো আমির।

'জানেন, আপনার নাম আমার নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল। আমির থেকে আম্মিরজান, কিন্তু মাঝখান থেকে এসমাদ এসে...'

আমিরের চোখ ক্রোধে আরও অধিকতর নীল রঙ ধারণ করলো। ওদিকে ওসনের শরীরও দুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে সোফায় পড়ে রয়েছে। তার পাশে একটা অবয়ব দাঁড়ানো। এই অবয়বটিকে আম্মিরা চেনে। কয়দিন আগে যে সব থেকে বেশি বিরক্ত করত তাকে। সেই ঘৌল।

'ভয় পাবেন না, এ দুটো মহিলা আগে থেকেই লাশ ছিল। কিছুদিন পূর্বেই তাদের আমি মেরে ফেলেছিলাম।'

আম্মিরা নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করলো। তার সামনে সাধারণ মানুষ দাঁড়ানো নয়। অন্তত কিছুসময় প্রতিরোধ করতে হবে। আমির বিষয়টা বুঝতে পেরে ক্রূর হাসি হাসলো।

'আপনি যে আপনার বাবার সুযোগ্য সন্তান, তা অনেক ভালো করে প্রমাণ করলেন।'

'কী চায়?'

'সঠিক বলেছেন কী চাই। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'মানে?'

আমির কিছু বলল না। শুধু অবয়বটিকে ইশারা দিয়ে সামনে থাকা আয়নার ভেতর প্রবেশ করলো। ঘৌল তার খচ্চরের মতো পা নিয়ে আম্মিরার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ পাশের ড্রয়ার থেকে একটা ছোটো কাচের বোতল বের করে আম্মিরা ঘৌলটার দিকে ছুড়ে মারলো। এখানে জমজম কূপের পানি ছিল। আহত কুকুরের ন্যায় কুঁইকুঁই করতে করতে ঘৌলটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরজা খোলা দেখে সেদিকে দৌড়ে বের হওয়ার চেষ্টা বিফলে গেল আম্মিরার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পড়ে গেছে। উঠতে গিয়ে খেয়াল করলো,

হাঁটুতে বেশ ব্যথা লেগেছে। নিচে থেকে ফোন উঠিয়ে দেখে তা একদম শেষ। ল্যান্ডলাইন চেক করে দেখলো তা কাজ করছে না।

হতাশ হয়ে আম্মিরা এক জায়গায় এসে বসলো। পাশের দেয়ালে তার বাবার ছবি টাঙানো। একটু উঠে তা হাতে নিয়ে বেশ কিছুসময় কাঁদলো। আম্মিরার পেছন থেকে একটা হুংকার এলো। অবয়বটা আবার এসেছে। বিদঘুটে বিশ্রী অবয়ব। ছবির ফ্রেম রেখে প্রাণপণে ছুটছে আম্মিরা। কিচেনের পাশে দরজাটা হালকা একটু খোলা। সেদিক থেকে বের হতে গেলে পেছন থেকে পায়ের গোড়ালি টেনে ধরলো অবয়বটি। একদম উঁচু করে ফেলেছে আম্মিরাকে। জানালা ধরে প্রাণপণে ছুঁটার চেষ্টা করছে আম্মিরা, কিন্তু পারছে না।

জানালার ওপাশে আম্মিরা দেখতে পেলো জিবাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদ্ভুত সম্মোহনি চাহনি নিয়ে। তার চোখদ্বয় থেকে সবুজ রঙের আলো ঠিকরে পড়ছে। আম্মিরা অনেক জোরে জিবাদকে ডেকে চলেছে, কিন্তু তার গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বের হচ্ছে না।

হুট করে জিবাদের শরীর থেকে কেমন যেন সবুজ রঙ উঠছে। একটু পর শত শত সবুজ প্রজাপতির রূপে জিবাদ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আম্মিরার হাত একটু শিথিল হওয়াতে অবয়বটি টানতে টানতে তাকে উপরে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। আম্মিরার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না। এটা ওটা আঁকড়েও সে অবয়বটিকে থামাতে পারছে না। খুবই জলদি তার শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লো।

'যুবরাজ! যুবরাজ! আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

আন্দ্রেয়াজ নিজে থেকেই বিড়বিড় করে এসব বলে যাচ্ছে। আনাহিতা যার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে নতুন এক আন্দ্রেয়াজকে দেখছে সে। ক্ষিপ্ত গতিতে গাড়ি চলছে। আন্দ্রেয়াজের গা থেকে চন্দন কাঠ ও আতরের সুগন্ধ এখন অধিকতর প্রকট। বুকের ভেতর ঢিপঢিপ আওয়াজ অনুভব করতে পারলো আনাহিতা।

'আপনার জন্য আমার অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল, মহামান্যিতা।'

'মহামান্যিতা কে? আর আপনি এরকম করছেন কেন?'

আন্দ্রেয়াজ কিছু বললেন না। গাড়ি আম্মিরার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। পলকের ন্যায় তারা এখানে এসে পড়লো। গাড়ি ঢুকতেই না থামিয়ে সেখান থেকে নেমে পড়লো আন্দ্রেয়াজ। তাও ভালো সময় থাকতে আনাহিতা গাড়ির স্টেয়ারিং ধরেছিল।

নুসফা মাটিতে বসে আছে। মনে হচ্ছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এসমাদ পাশে বসে আছে।

'যুবরাজ, আমি অনেক সময় ধরে আপনাকে আহবান করছিলাম।'

এসমাদ পেছন ফিরে আন্দ্রেয়াজের দিকে তাকালো। তার চোখগুলো লালবর্ণ ধারণ করে আছে। পুরো বাড়িতে পেরেক ঠোকানো আছে। ভুলবশত নুসফা সেখানে পা দিয়ে ফেলেছিল।

'আম্মিরজান, কেমন আছেন?'

এসমাদ চুপ করে রইলো। আন্দ্রেয়াজের পেছনে আনাহিতা এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখতে পেয়েই এসমাদ হিংস্র গতিতে তার গলা চেপে ধরলো। দুটো চোখ দিয়ে নীল বর্ণের আভা ঠিকরে বের হচ্ছে। কঁকিয়ে উঠলো আনাহিতা।

আন্দ্রেয়াজ এসমাদকে সাবধান করে বলল, 'যুবরাজ এসমাদ, ভুলে যাবেন না, উনি মহামান্যিতা। সম্মান করুন তাকে।'

এসমাদ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মহামান্য, উনি কেন নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করলেন?'

'বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে পারেননি?'

এসমাদ আনাহিতার গলা ছেড়ে দিলো। ধপ করে মাটিতে বসে পড়লো সে। কাশতে কাশতে আনাহিতা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কারা?'

আনাহিতার করা প্রশ্নে জবাব দেওয়ার আগ্রহবোধ করলো না কেউ। নুসফা অনেক সময় ধরে বাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'মহামান্য, আম্মিরজানকে আয়না জগতের মাধ্যমে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখনো সময় আছে, তাকে উদ্ধার করার।'

নুসফার মুখ থেকে কথাটা শুনে এসমাদ পুনরায় আনাহিতার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো। সে জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে হতবিহ্বলের ন্যায়।

'আপনারা সকলে জিন?'

তার এরকম প্রশ্নে এসমাদ বিদ্রুপমূলক হাসি হাসলো। হাঁটু গেড়ে আনাহিতার সামনে বসলো, একদম তার মুখোমুখি হয়ে।

'আমরা যা আপনিও তাই, মহামান্যিতা।'

'কে মহানান্যিতা? কী বলতে চাচ্ছেন?'

'কেন বিশ্বাস হয় না?'

'না, জিনরা কখনো ভালো হয় না।'

'তবে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে দেখান।'

বসা থেকে উঠে আনাহিতা অনেকটা আত্মবিশ্বাসের জোরে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে চাইলো। অথচ পারলো না। তার অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে উঠলো এসমাদ।

'আপনাকে এজন্য আমার সহ্য হয় না, মহামান্যিতা।'

আন্দ্রেয়াজ ধমক দিয়ে বললেন, 'যুবরাজ এসমাদ, আপনি নিজেকে সংযত করেন।'

'দুঃখিত মহামান্য, অন্তত আজকে পারবো না।'

এসমাদের কথার কোনো উত্তর দিলেন না আন্দ্রেয়াজ। নিজের শক্তি প্রয়োগ করা শুরু করলেন। একটু পরেই তিনি সব পেরেক উঠাতে সক্ষম হলেন। চট জলদি বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেও কোনো সুফল হলো না। আম্মিরাকে নিয়ে আয়না জগত অতিক্রম করে গেছে তারা। ক্রোধে, আক্রোশে এসমাদ কিছুসময় পাগলের মতো করলো।

আন্দ্রেয়াজ আবারও বললেন, 'আপনি নিজেকে স্থির রাখুন, যুবরাজ।'

খলবলিয়ে জবাব দিলো এসমাদ, 'কীভাবে রাখবো? জিবাদ সুরক্ষা বন্ধনী প্রদান করেছিল, আম্মিরাকে। আর মহামান্যিতা কিনা!'

'উনি বুঝতে পারেননি।'

আন্দ্রেয়াজ আনাহিতার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু একটা বুঝার চেষ্টায় মত্ত সে। এসমাদ গিয়ে তার সামনে বসে পড়লো।

'আমাদের খুব শীঘ্রই আফারীতদের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। এমনকি সেটা এখনই, যুবরাজ।'

'কিন্তু আম্মিরজান!'

আন্দ্রেয়াজ হাত দিয়ে নুসফাকে থামতে বললেন।

'ওঠেন যুবরাজ, এজন্য আপনাকে বলেছিলাম, ইনসান ভালোবাসার জিনিস নয়। আপনাকে এটা শোভা পায় না। শাহজাদীকে সাহায্য করেন। উনি আঘাতপ্রাপ্ত।'

আন্দ্রেয়াজ হাওয়ায় স্পর্শ করতেই একটা বলয় তৈরি হলো।

'ভেতরে প্রবেশ করুন আপনারা। এখান থেকে যেতে আপনাদের সুবিধা হবে।'

আনাহিতাকে একটা ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নুসফাকে কোলে নিয়ে এসমাদ বলয়ের ভেতর প্রবেশ করলো।

'আপনারা কারা?' আন্দ্রেয়াজের পেছন থেকে আনাহিতা প্রশ্নটা করলো।

বলয় বন্ধ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। তবুও সেদিকে তাকিয়ে আন্দ্রেয়াজ বললেন, 'ইফ্রীত।'

কেঁপে উঠলো আনাহিতার শরীর। আন্দ্রেয়াজ তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভয় পাচ্ছেন?'

আনাহিতা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আপনাকে আমার একটুও ভয় লাগে না। সত্যি করে বলেন, আপনি ইফ্রীত্ব নন।'

আন্দ্রেয়াজ নিজের ডান হাত দিয়ে আনাহিতার গালে স্পর্শ করলেন। প্রচণ্ড গরম তার হাত। পিছিয়ে গেল আনাহিতা। গালটা জ্বলে যাচ্ছে। আন্দ্রেয়াজ বললেন, 'বলেছিলাম না, আমি আগুন।'

আন্দ্রেয়াজের শরীর থেকে আগুন বের হচ্ছে। শুভ্র চামড়াভেদ করে আগুনের হলুদ স্তর বের হয়ে আসছে। হঠাৎ সবকিছু ঝাপসা হয়ে এলো আনাহিতার কাছে। এমনকি আন্দ্রেয়াজও। ঢলে পড়লো কাঠের মেঝেতে।

কাঠের সিঁড়িতে বসে সোফায় পড়ে থাকা দুটো বিভক্ত হওয়া লাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আনাহিতা। এ লাশ দুটোকে খুব শীঘ্রই সরিয়ে ফেলতে হবে। ইতোমধ্যে দুর্গন্ধ বের হওয়া শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে এখন তার। মাথায় ইফ্রীত্ব শব্দটা ভনভন করে ঘুরছে। সবেমাত্র আলো ফুটতে শুরু করেছে। রাতের ঘটনাগুলো এখনো সে মিলাতে পারছে না। লম্বা একটা নিশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বাকি সব কাজ পরে, আপাতত লাশ দুটো গোপন করতে হবে।

প্রফেসর জিবরানের দেওয়া ডায়ারিটা আনাহিতা এখনো পড়েনি। গোসল করে এসে সেটা খুলে বসলো। পুরো ডায়ারিতে তেমন কিছুই লেখা নেই। মাঝের দিকে শুধু আনাহিতার দ্বিতীয় মা সাবিরার ফোন নম্বর ও ঠিকানা লেখা। হতাশ হয়ে গেল। সে ভেবেছিল অন্তত এখানে কিছু একটা পাবে।

চিত হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। আনাহিতার চোখের কার্নিশ বেয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। তার বাবা তাকে বহু আগেই এমন কিছু হবে যে, তার ধারণা দিয়ে গিয়েছিল। ছোটো বেলা থেকে নিজেকে তার অদ্ভুত লাগতো। এমনকি আন্দ্রেয়াজের সাথেও তার পরিচয়ের ধরণ অনেকটা অদ্ভুত ছিল।

পুরো বাড়ি কবরস্থানের মতো নির্জন। আবার ভাবতে গেলে বাড়িটা এখন কবরস্থানই। বেসমেন্টে দুটো লাশ পুঁতে রাখা আছে। আনাহিতার এজন্য একটুও ভয় লাগছে না। উঠে বসে ডায়ারিতে থাকা সাবিরার নাম্বারে কল করলো। দশবার চেষ্টা করেও ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরলো না। অবশেষে আনাহিতা সিদ্ধান্ত নিলো, সাবিরার সাথে একবার দেখা করা উচিত হবে।

অধ্যায়– একত্রিশ

দুম করে টেবিলে স্যুপের বাটিটা রাখলেন সাবিরা। শব্দটাতে হকচকিয়ে উঠলো আনাহিতা। তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে সাবিরা বললেন, 'সকাল সকাল না খাইয়ে দিতে পারি না তোমাকে, খেয়ে নাও।'

কৃতজ্ঞতার সুরে আনাহিতা বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, মাদার।'

তার অনেকটা খিদে লেগেছিল। গোগ্রাসে স্যুপ গিলছে। সাবিরা মুখ কালো করে বললেন, 'তোমার বাবা আমাকে কম জ্বালায়নি, তুমিও এসেছো জ্বালাতে। খেয়েই চলে যাবে, এখানে এক মিনিটও থাকবে না।'

আনাহিতা খাওয়া বন্ধ করে দিলো। খাবার দিয়ে কথা শুনানো মোটেও তার পছন্দ নয়। স্যুপের বাটি থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো। হালকা বাতাসে তার কপালের একগুচ্ছ চুল দুলে উঠলো। অভিমানী সুরে সে বলল, 'আমি জ্বালাতে আসিনি, বাবার ডায়ারিতে আপনার ঠিকানা লেখা ছিল। আপনি কিছু জানেন কিনা, তা জানতে এসেছি।'

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন সাবিরা, বললেন, 'এই! আমি কী জানবো, হ্যাঁ? আমি কী জানবো? তোমার বাবার সাথে ডিভোর্সের পর আমার আর কখনো কথা হয়নি।'

আনাহিতা একটু দমে গেল। মিনমিন করে বলল, 'আপনি কি নিশ্চিত?'

সাবিরা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আমাকে কি তোমাদের মতো পাগল ছাগল মনে হয়? জিবরান ছিল একজন উন্মাদ!'

'দেখেন, উনি আমার বাবা।'

সাবিরা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ জানি তো, এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে যাও!'

আনাহিতা আর এক চামচ স্যুপও মুখে তুললো না। বাটিটা একটু দূরে সরিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'ধন্যবাদ, খাবার দেওয়ার জন্য। পুনরায় একবার মনে করার চেষ্টা করেন তো, বাবা আপনাকে কিছু বলেছিলেন কিনা?'

'বললাম তো বলেনি।'

'ঠিক আছে।'

আনাহিতা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চলে যেতে প্রস্তুতি নিলে একটি সাত বছরের বাচ্চা তার সামনে এসে দাঁড়ালো। মোটামুটি বড়ো ধরণের একটি বাক্স হাতে ধরে আছে। সেটা ওর সামনে এগিয়ে ধরলো। বলল, 'আপনার বাবা মরে যাওয়ার দশদিন আগে এসে মমকে এটা দিয়ে গিয়েছিলেন।'

আনাহিতা অবাক হয়ে বাক্সটি নিজের হাতে নিলো। পেছন থেকে সাবিরা নিজের ছেলেকে ধমক দিয়েও অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। আনাহিতা ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বলল, 'আপনি এটার কথা আমার কাছে অস্বীকার করছিলেন কেন?'

'জানি না, যাও তো যাও মেয়ে! আর কখনো আমার বাড়িতে এসো না।'

'সত্যি বলতে আমার ইচ্ছাও নেই আর আসার।'

বাক্স হাতে নিয়ে গটগট করে সে গেটের কাছে এসে পড়লো। পেছন থেকে সাবিরা একবার ডাকলে সেদিকে তাকালো, 'কিছু বলবেন?'

একটু ইতস্তত করে সাবিরা বললেন, 'একটু অনুগ্রহ করো আমার পরিবারের উপর। তারা যেন আমাদের বিরক্ত না করে।'

'কারা?'

'তুমি যাদের জন্য তৈরি।'

আনাহিতা কিছু সময় সাবিরার দিকে তাকিয়ে রইলো। সংসারের কাজ করতে করতে মহিলাটির মুখের নকশা বদলে গেছে। তার বাবার সাথে যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন দারুণ সুন্দরী ছিলেন। হঠাৎ এই রুঢ় ভাষী মহিলাটির জন্য বড্ড মায়া হলো আনাহিতার। হালকা হেসে বলল, 'আমি চাইবো, তারা যেন আপনাদের বিরক্ত না করেন। যদিও জানি না তারা কে। শুভ বিদায়।'

রাস্তায় নেমেই বড্ড কান্না পেয়ে গেল আনাহিতার। এখন পর্যন্ত কালকের ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত হয়নি। জিবাদকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আচমকা তার বড্ড খারাপ লাগলো।

বাক্সটা হাতে নিয়ে সারাদিন আনাহিতা এখান থেকে ওখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটে বেড়ালো। কিছুই ভালো লাগছে না তার। সবচেয়ে খারাপ অনুভব হচ্ছে আন্দ্রেয়াজের জন্য। ব্যক্তিটা কে ছিলেন? সত্যিই ইফ্রীত্ব? তাকে কেন মহামান্যিতা

বলা হলো? আম্মিরা মেয়েটাই-বা এখন কোথায় রয়েছে। ওদের কথোপকথন অনুযায়ী আম্মিরাকে আয়না জগত দিয়ে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন নেওয়া হলো? আর নিলোই-বা কে?

মার্বেল খচিত এক কবরের উপর অলস ভঙ্গিতে বক্সটা নিয়ে বসে পড়লো আনাহিতা। আম্মিরার বাড়ির পথে যে কবরস্থানটা পড়ে, এটা সেই কবরস্থান। অন্ধকার হতে এখনো ঘন্টা দুয়েক বাকি। কালো পুরোনো গাছে ঘেরা জায়গাটি। আনাহিতা বাক্স খুলে একে একে তার ভেতরকার জিনিসগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

তিনটা জিনিস আছে এতে। একটা ডায়ারি, একটা লকেট ও আরেকটা কাগজ। আনাহিতা সর্বপ্রথম কাগজটি খুলে দেখলো। যোদ্ধাবেশে আন্দ্রেয়াজের ছবি আঁকা রয়েছে এতে। ছবিটার উপর হাত বুলিয়ে দেখলো একবার। এটা তারই আঁকা। ছয় বছর বয়সে এঁকেছিল সে।

লকেটটা হাতে নেওয়ার আগে ডায়ারিটা নিজের হাতে তুলে নিলো আনাহিতা। এটাই মূলত তার বাবা প্রফেসর জিবরানের ডায়ারি। এত গোপন করার কোনো কারণ সে খুঁজে পেলো না। ডায়ারির পৃষ্ঠা উলটিয়ে তা পড়া শুরু করলে বুঝতে পারলো এত গোপনীয়তার কারণ। তাতে লেখা ছিল, 'আমার বন্ধু ইবনে ওদুদ, বেশ শৌখিন মানুষ ছিল। তার সাথে আমার পরিচয় হয় যখন আমাদের বয়স সবেমাত্র উনিশ। ডানপিটে স্বভাবের ছিল ওদুদ আর আমি ঠিক তার উলটো। তবে দুজনেই সমান ভ্রমণপিপাসু। বিশ বছর বয়সে আমরা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তুর্কিতে বেড়াতে যাই। অথচ তখনও কেউ জানতাম না, এ যাত্রার ফলে ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে।

তুর্কির গ্রামগুলো সাদামাটা। থাকতে মন্দ না। আমি আর ওদুদ মিলে পাহাড়ি অঞ্চলের এক গ্রামে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিই। ওদুদের আবার এক বদভ্যাস ছিল, তা হলো- কোনো নারীকে সহ্য করতে পারতো না। মেয়েদের থেকে বলতে গেলে দশ হাত দূরে থাকত। এমন না যে, তার মধ্যে কোনো সমস্যা ছিল। তবুও মেয়েদের সে সহ্য করতে পারতো না।

সৃষ্টিকর্তার চিন্তা-ভাবনা আমরা কখনো বুঝতে পারবো না। যে ওদুদ কিনা মেয়েদের দেখতে পারতো না, সে-ই তুর্কির এক ছোট্ট গ্রামের সাধারণ কৃষকের মেয়ে আমালির প্রেমে পড়লো! আমালি সত্যিই অনেক সুন্দরী ছিল। গ্রামের আর দশটা মেয়ের থেকে ভিন্ন। ওদুদ ঠিক করলো সে মেয়েটিকে বিয়ে করবে। অথচ আমালির বিবাহ ঠিক ছিল তার বাল্যকালের প্রেমিকের সাথে।

ওদুদ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে গ্রামে হুলস্থুল কাণ্ড হয়ে যায়। সেইবার কোনোমতে আমি ও ওদুদ জান নিয়ে ফিরেছিলাম গ্রাম থেকে! কিন্তু তুর্কি ছাড়িনি আমরা। দিন দিন আমালির জন্য ওদুদের অবস্থা বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কোনোমতে তাকে মানানো যাচ্ছিল না। মাসখানেক পর ওর মধ্যে কেমন যেন এক পরিবর্তন আসতে শুরু করলো। সারাদিন রুমে থাকা, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে থাকা।

আমি বড্ড চিন্তায় পড়ে গেলাম, তাই বাংলাদেশে ওদুদের বাবার কাছে খবর পাঠালে তিনি বললেন, আমরা যেন অতি দ্রুত তুর্কি থেকে এসে পড়ি। এদিক দিয়ে ওদুদ দিন দিন হিংস্র আচরণ নিজের মধ্যে আয়ত্ত করছিল। ওর পিতার কথামতো আমি দুজনের জন্য প্লেনের টিকিট কেটে ফেলি। বিপত্তি বাঁধলো একদিন সকালে। ওকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার কেন যেন মনে হলো, সে আমালির কাছে গেছে।

নিজের বন্ধুর জন্য আমি জানের ভয় না করে আমালির গ্রামে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ওদুদ ও আমালির বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। যা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু আমি বিষয়টা নিয়ে ঘাটায়নি, যেহেতু এটাতে আমার বন্ধুর সুখ নিহিত ছিল। ওদুদকে আমালির গ্রামে রেখে আমি লন্ডন এসে পড়ি। যেহেতু আমি পড়াশোনা করছিলাম। সে আর ওই গ্রাম ছেড়ে আসেনি। একটা মেয়ের জন্য সব বিসর্জন দেওয়া আমার মোটেও ভালো লাগেনি।

আমি তেইশ বছর বয়সে পুনরায় তুর্কিতে ওদুদের কাছে বেড়াতে যাই। তখন ওই গ্রামে মূখ্যমণি হচ্ছে ওদুদ। বলতে গেলে সেই গ্রামের রাজা। তার সম্পদের প্রাচুর্যতা চোখে পড়ার মতো। আমাকে সে অনেক ভালো করে আপ্যায়ন করলো। আমালি তখন তৃতীয়বারের মতো গর্ভবতী। কোনো কারণবশত তার সন্তানেরা বেঁচে থাকে না। এ নিয়ে তাদের দু'জনের চিন্তার শেষ নেই।

একদিন নির্জনে ওদুদ আমাকে সব বিষয় খুলে বলল। আমালির সাথে বিয়ে করার জন্য সে কালো যাদু ও গইলান জিনদের আশ্রয় নিয়েছিল। জিনরা এখন তার সন্তানদের মাধ্যমে এর প্রতিদান নিচ্ছে। প্রত্যেকবার সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাতদিনের মাথায় গইলানরা এসে তার বাচ্চাকে জঘন্য উপায়ে মেরে চলে যায়।

ওদুদের এত ধন-সম্পত্তি সব মূলত এই জিন ও কালো যাদুর দ্বারা পেয়েছে, কিন্তু এখন যাদু-ই তার গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। সে প্রায় আমার পায়ে ধরলো আমি যাতে তাকে সাহায্য করি। আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারবো, তা জানি না। কিন্তু বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে না করতে পারিনি। এটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো পাপ। যার ফল কিনা বয়ে

বেড়াতে হচ্ছে আমার মেয়ে আনাহিতার এবং সবচেয়ে বেশি যার ভুগতে হচ্ছে সে হলো, ওদুদের মেয়ে আম্মিরজান।'

এর পরের বেশ কয়েকটা পৃষ্ঠায় কিছু লেখা নেই। খুঁজে খুঁজে আনাহিতা লেখাযুক্ত পৃষ্ঠা বের করলো। পড়তে পড়তে ঘাম ছুটে গেছে ওর। আবার পড়া শুরু করল, 'আমালির তৃতীয় পুত্রসন্তানেরও পূর্বের দুজনের মতো মৃত্যু ঘটে। ওদুদ এ ঘটনায় একদম দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আমালিও দিন দিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল। ওদুদ ঠিক করলো এবার একটা কিছু করবে সে, এতে যা হওয়ার হবে।

সে যে হোজ্জার সাহায্যে কালো যাদু করেছিল, বেশ কসরত করে তার ঠিকানা খুঁজে বের করলাম আমরা। কিন্তু ততদিনে সেই হোজ্জা মরে গেছে। এখন সবকিছু তার যুবতী মেয়ে ওসনের দখলে। মেয়েটা অনেক ধূর্ত ও পিচাশ ছিল, যা পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি।

ওসনে সবকিছু শুনে ওদুদকে একটা পরামর্শ দিলো, সেটাকে ঠিক পরামর্শ না, কুমন্ত্রণা বলা চলে। যেহেতু গইলানরা হচ্ছে যাদুকর জিন, সেহেতু তাদের থেকেও শক্তিশালী কাউকে লাগবে এসবের থেকে পেছন ছাড়াতে। ওদুদ নিজের সন্তান বাঁচানোর জন্য যেকোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিল।

আমি বন্ধুর জন্য নিজের পড়াশোনা পিছিয়ে দিয়ে এক বছরের জন্য তুর্কিতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওদুদ রোজ যায় ওসনের সাথে দেখা করতে। তারা আসোলে কী করার চেষ্টা করছে, তখনও আমি তা জানতাম না। ওদুদ বলতো পরে আমাকে সব বলবে।

প্রায় তিনমাস পর আমালি চতুর্থবারের মতো গর্ভবতী হলো। ওদুদের চিন্তা আরও দশগুণ বেড়ে গেলেও মনেপ্রাণে কিছু একটা করছিল সে। একদিন সফলও হলো। গর্ভবতী হওয়ার মাস দুয়েক পর কোথা থেকে যেন ধবধবে সাদা ও নীল চোখের একটা বিড়াল রোজ আমালির কাছে এসে বসে থাকত। কিছু খেতো না, কিছু করত না, শুধু আমালির সাথে সারাদিন বসে থাকত।

অদ্ভুত বিষয় হলো, ওদুদ বিড়ালটাকে দেখে বড্ড ভয় পেতো। আমালি বিড়ালটাকে অনেকটা আদর করত। সারাদিন সেটির সাথে কথা বলা তার নিত্যদিনকার কাজ হয়ে উঠেছিল। বিড়ালটি আসার পর থেকে ওদুদের ধন সম্পদ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল, সাথে সম্মানও। আমি অবাক হয়ে এসব দেখতাম। অন্তত এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে, বিড়ালের সাথে কোনো রহস্য রয়েছে। সত্যিই আমার ধারণা ভুল ছিল না।

বিড়ালটি সাধারণ বিড়াল ছিল না। গইলানদের প্রধান শত্রু হচ্ছে ইফ্রীত্ব, কিন্তু যেদিন থেকে মহামান্য আন্দ্রেয়াজ ক্ষমতা লাভ করেছেন, সেদিন থেকে গইলানরাও নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। এটা আমাকে ওদুদ বলেছিল। ওদুদ ক্ষমতাশীল এক গইলানের কবলে ছিল। ওসনে মূলত ওদুদের মাধ্যমে ইফ্রীত্বদের আহবান করত।

ওদুদ তখন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি কী হতে চলেছে। বিড়ালটি সাধারণ কোনো ইফ্রীত্ব ছিল না। মূলত ওসনে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মহামান্য আন্দ্রেয়াজের প্রণয়িনী মহামানিনী ইলহানাকে পৃথিবীতে আসতে বাধ্য করেছিলেন।

ইলহানা! হুরের মতো সৌন্দর্য যার। তলোয়ারের মতো ধারালো মুখের এক একটি বাণী। চোখের দৃষ্টি মুক্তার মতো। নিজের বুদ্ধি, সৌন্দর্য, উপস্থিত জ্ঞান দিয়ে তিনি মহামান্যকে পেয়েছিলেন। কিন্তু আফারীতদের কল্যাণের জন্য আটশত বছর ধরে তারা একে অপরকে গ্রহণ করেননি। সাধারণ ইফ্রীত্ব থেকে ইবাদতের মাধ্যমে প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা তারা হয়ে উঠেছিলেন মহামান্য ও মহামানিনী। শুধুমাত্র দুজন ইনসানের জন্য তারা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।

ইলহানা বিড়াল রূপে আমালির সাথে সবসময় থাকতেন। ধীরে ধীরে আমালির গর্ভের সন্তানকে অনুভব করা শুরু করলেন তিনি। মহামানিনী এখানে থাকার সময় বহু ইফ্রীত্বের আনাগোনা চলতো। আমি নিজেও অনেককে দেখেছি। ঠিক সাতমাস পর আমালির পেটে ব্যথা শুরু হলো। প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

বাড়িতে সেদিন কোনো লোক নেই, আমি আর ওদুদ ব্যতীত। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। ওদুদ বাইরে গিয়ে দাঈ আনতে চাইলেও পারলো না। সেদিন প্রথমবার আমরা ইলহানার ইনসানরূপ দেখতে পেরেছিলাম। চোখ ঝলসানো সৌন্দর্য। আমালির চতুর্থ সন্তান হলো এক ফুটফুটে মেয়ে এবং তা মহামানিনীর হাতে।

ওদুদ ভয়ে ছিল নিজের মেয়েকে নিয়ে। একমাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও যখন কিছু হলো না, বুঝতে পারলো ইলহানার জন্য মেয়েটা বেঁচে গেল। তিনি তখন থেকে মানুষ রূপে দেখা দেওয়া শুরু করলেন ওদুদকে। মহামানিনী অনেক ভালোবাসতেন আম্মিরজানকে।

ধীরে ধীরে বাচ্চাটি বড়ো হওয়া শুরু করলো। যখন আম্মিরজানের বয়স ছয় মাস, তখন ইলহানা পুনরায় আফারীত রাজ্যে ফিরে গেলেন।'

চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। অনেক সময় ধরে পিপাসা লেগেছে আনাহিতার। ডায়ারি পড়া বাদ দিয়ে ব্যাগ থেকে বোতল বের করে একটু পানি পান করে নিলো। আলোর স্বল্পতা হওয়ার দরুন মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে আবার পড়তে শুরু করলো, 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাওয়ায় আমিও চলে এলাম লন্ডনে। পৃথিবী নিজ গতিতে চলতে লাগলো। আমি মাঝেমধ্যে আম্মিরার খবর নিতাম। ছোটো তুলতুলে একটা বাচ্চা মেয়েটা।

এদিকে আমার পড়াশোনা শেষের দিকে। আম্মিরার চার বছরের জন্মদিন উপলক্ষে ওদুদ আমাকে তুর্কিতে যাওয়ার আমন্ত্রণ দিলো। আমিও যাওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। এবার তুর্কিতে গিয়ে আমি এক নতুন ওদুদকে দেখতে পেলাম। কেমন যেন হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হলাম, তার বাড়িতে ওসনেকে দেখতে পেয়ে।

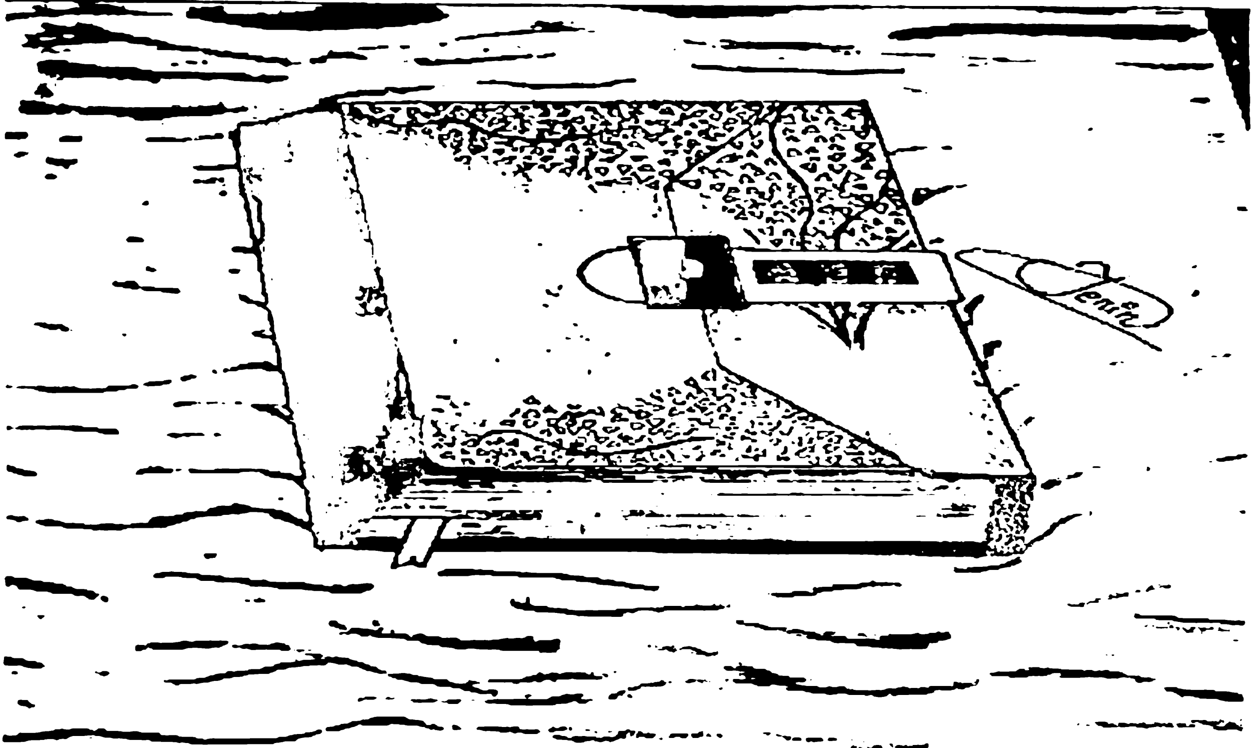
ওখানে যাওয়ার কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ওদুদ আমাকে পুরো ঘটনা খুলে বলল। ইলহানা আম্মিরজানকে নিয়ে যাবে তার বিশ বছর পূর্তি হলে। অনেকদিন ধরে ইফ্রীত্বদের বাদশাহ আমির চাচ্ছিলেন মানুষের মধ্যেও তার বংশধর তৈরি হোক। অবশেষে অনেক চিন্তা করে আম্মিরজানকে তারা বেছে নিয়েছেন।

মেয়ের জন্য পাগল প্রায় ওদুদ। ওসনের কথায় নিজের বাচ্চাকে আরও খারাপের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শুধু নিজের বাচ্চা না, মানুষের জন্যও বিষয়টা ভালো হতো না। ওসনের সাথে একজন ইফ্রীত্ব জিনিরি ছিল। তার মাধ্যমে সব ঘটনা একজনকে জানানো হয়, যাতে মহামান্যিতাকে থামানো যায়। আমিরের সহোদর যুবরাজ এসমাদ...'

এরপর আর কিছুই লেখা নেই। অনেক খুঁজেও আনাহিতা আর একটি শব্দও পেলো না। হতাশ হয়ে পড়লো সে। পুনরায় আবার ডায়ারির শুরু থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খুঁজলো, তাতে নতুন একটা জিনিস পেলো, সেটা হলো তুর্কিতে তারা যে গ্রামে বাস করত সেই গ্রামের নাম। বাক্সের ভেতর সব ঢুকিয়ে আম্মিরার বাসায় এসে পড়লো আনাহিতা। বিরক্তিতে তার মুখ তেতো হয়ে আছে। নতুন করে কতগুলো প্রশ্ন তার সামনে এসে গেছে।

বাড়ির ভেতর ঢুকতেই কিছু একটা আনাহিতার পায়ে এসে লাগলো। একটা চাবি আকৃতির লকেট। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে দেখে ওটাও বাক্সতে ঢুকিয়ে প্লেনের টিকেট কনফার্ম করলো সে। আপাতত সবকিছুর উত্তর তুর্কির সেই গ্রামে গিয়েই পাবে হয়তো।

অধ্যায়– বত্রিশ



গ্রামটি সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে হওয়ায় পথঘাটে খুব বেশি মানুষের উপস্থিতি নেই। আনাহিতা দু'দিন আগে তুর্কিতে এসেছে। গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুদিন সময় লেগে গেছে তার। গ্রামটির পরিবেশ বেশ নির্জন। আধুনিকতার ছোঁয়া খুব একটা লাগেনি এখানে। নিজেদের বাড়ি কোথায়, কোনদিকে ছিল কিছুই মনে করতে পারছে না আনাহিতা।

হতাশ হয়ে একটা হোটেলে বসে পড়লো। ফর্সা মুখ রোদে পুড়ে একদম লাল হয়ে গেছে। ওয়েটারকে ডেকে কিছু খাবার অর্ডার করে মোবাইল বের করলো। আচমকা একটা লোক তার টেবিলে এসে বসলো। লোকটার পরনে

ভেড়ার চামড়ার তৈরি পোশাক। গলাটা পরিষ্কার করে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় তুর্কির স্থানীয় ভাষায় বলল, 'কোথা থেকে আসা হয়েছে?'

'আমেরিকা।'

'টুরিস্ট?'

'বলতে পারেন।'

ওয়েটার এসে আনাহিতার সামনে বিভিন্ন খাবার রেখে চলে গেল। কিন্তু লোকটি যায়নি। তার সামনে খেতেও কেমন যেন লাগছে আনাহিতার। বুঝতে পেরে লোকটি মুখ খুলল, 'আরে খেতে পারেন, সমস্যা নেই। তো কোথায় উঠেছেন?'

আনাহিতা একটু বুদ্ধি করে একটা হোটেলের নাম বলে দিলো। আসোলে সে কোনো হোটেল বুক করেনি, কারণ নিজের বাড়ি খুঁজতে হবে তো। লোকটার মতলব এখনো সে জানে না। লোকটা বলল, 'গ্রাম দেখবেন পুরোটা? বিনিময়ে কিছু দিলেই হবে।'

'দেখবো। তার আগে বলেন এ গ্রামে কি কোনো পরিত্যক্ত বাড়ি আছে?'

'চারটে আছে। আপনি কোনটার কথা বলছেন?'

'ইবনে ওদুদ বা জিবরান শেখ নামে দুজন থাকত। তাদের বাড়ি চেনেন?'

আনাহিতার মুখ থেকে দুজনের নাম শুনে মুখটা কালো হয়ে গেল লোকটির। হঠাৎ ধমকিয়ে উঠলো আনাহিতাকে, 'উঠেন! আপনাকে এখনই সেফের কাছে নিয়ে যাবো।'

ওই এলাকার প্রধানকে সেফ বলে। লোকটির কথা শুনে সে বুঝল, তাদের পরিত্যাক্ত বাড়িতে খারাপ কিছু আছে। হতভম্ব হয়ে আনাহিতা বলল, 'আমি কেন তার কাছে যাবো?'

'কারণ আপনি যাদের খোঁজে এসেছেন, তারা এ গ্রামের কালো অধ্যায়!'

খাবার ছেড়ে উঠতে আনাহিতার বড্ড কষ্ট লাগছিল, তবুও ওয়েটারকে বিল দিয়ে ব্যাগপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শুধু আল্লাহর উপর ভরসা রেখেছে সে। সেফ কিছু জানতে পারেন। এজন্য কোনো কথা না বলে যেতে শুরু করলো।

ঘুমন্ত আম্মিরার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমির। টানা চারদিন তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে গভীর ঘুম থেকে জাগ্রত হচ্ছে আম্মিরা। এটা না করলে এ জায়গায় খুব বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারতো না সে। পৃথিবী থেকে বহু দূরের এক জায়গায় তারা রয়েছে। আপাতত কেউ

এখানে পৌঁছাতে পারবে না। আম্মিরাকে নড়তে দেখে তার মুখের সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালো আমির। তিনি বললেন, 'ওঠেন, আম্মিরজান।'

অচেনা পুরুষালি কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল আম্মিরার। প্রথমে খুব একটা বুঝতে পারেনি কোথায় আছে সে। যখন পুরোটা মনে হলো ঝট করে উঠে বসলো। চারদিকে চোখ বুলিয়ে রুমের পরিবেশটা প্রথমে চেনার চেষ্টা করলো।

'মস্তিষ্কে এতটা চাপ প্রয়োগ করে লাভ নেই। আপনি এখানে প্রথমবার এসেছেন।'

গলাটা বড্ড শুকনো হয়ে আছে। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলো আম্মিরা। বলল, 'একটু পানি খাবো।'

'তাও ভালো নিজের বীরত্ব দেখাতে যাননি। শুধু পানি পান করতে চেয়েছেন।'

রুপোর তৈরি পাত্রে পানি পান করলো আম্মিরা। মনে হচ্ছে কয়েক শতাব্দী পর পিপাসা মিটলো। একটু সম্মতি ফিরে পেতেই আম্মিরা বলল, 'আমাকে কেন এখানে নিয়ে এলেন?'

'তাছাড়া তো কোনো উপায় ছিল না। প্রথমে আপনার পিতা, পরবর্তীতে জিবাদ। এদের সুরক্ষা বন্ধনী ভেদ করা সম্ভব নয়। বোকা মহামান্যিতা। তার জন্যই আজকে আপনি এখানে।'

'মহামান্যিতা?'

'জিবরানের মেয়ে আনাহিতা।'

আমিরের কথা কিছু বুঝতে পারছে না আম্মিরা। প্রচণ্ড মাথা ঘুরাচ্ছে তার। টানা কয়েকদিন ঘুমানোর জন্য এমন হতে পারে। বিষয়টা আমির আন্দাজ করতে পেরে আম্মিরার কপালে হাত রেখে বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন। মুহূর্তেই তার চোখ থেকে ঘুম উধাও হলো। আমির সরে এসে তার থেকে দূরে গিয়ে বসলেন।

'আমাকে সব খুলে বলুন।'

'আপনাকে বলার মতো কিছুই নেই। শুধু এতটুকু বলতে পারি, আপনার গর্ভে খুব শীঘ্রই আমার সন্তান আসতে চলেছে।'

আমিরের কথায় আর্তনাদ করে উঠলো আম্মিরা, 'এটা কখনো সম্ভব নয়।'

'সম্ভব এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আপনার জন্মের সময়ই তা নির্ধারণ করেছিলাম আমি আর মহামানিনী ইলহানা।'

'আপনারা ঠিক করার কে?'

'আমরাই সব।'

'আপনি এসমাদকে দেখে ভয় পান, তাই না?'

'নাহ তো! একটুও না। আমি ভয় পাই মহামান্যকে দেখে। তিনি আমাকে আর বেশিদিন বাঁচতে দেবেন না। তার আগে আমি মানুষদের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব রেখে যেতে চাই।'

'আল্লাহ তা কখনো করবেন না।'

আম্মিরার কথায় গা দুলিয়ে হাসলেন আমির।

'এসমাদ আমার থেকে রাজ তাজ কেড়ে নিয়েছে। আমি আপনাকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দেবো। সব শোধ!'

আম্মিরার সামনেই আমির বৃহদাকার সাপে রূপান্তরিত হলো। ভয় পেয়ে গেল আম্মিরা। কিন্তু সাপরূপী আমির কিছু করলেন না। কক্ষ থেকে চলে গেলেন। সে যাওয়ার পর বেশ কিছু সময় কাঁদলো আম্মিরা। তার সাথেই কেন এসব হচ্ছে। মনে মনে কয়েকবার এসমাদকে ডাকলো। কোনো লাভ হলো না। আচ্ছা এসমাদও কি এখন তার কথা মনে করছে?

অধ্যায়– তেত্রিশ

আনাহিতা গালিচার উপর বসে আছে। তার সামনে গ্রামের সেফ বসে নিজের লম্বা দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন। লোকটার ভ্রুযুগল হালকা কুঞ্চিত। তিনি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি হঠাৎ তাদের বাড়ির খোঁজ কেন করছেন?'

আনাহিতা মেকি উপহাস অধরে ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'আমার বাবার নাম হলো, জিবরান শেখ।'

সেফ লোকটি তার সুরমাযুক্ত নয়নের দৃষ্টি নিয়ে আনাহিতাকে অবাক হয়ে দেখছেন। কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত তিনি। কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত বছর পর আপনি কেন এখানে ফিরলেন? জিবরান শেখ তো শয়তান পালন করতেন!'

'আপনি তাকে চিনতেন?'

'আমাদের সমবয়সি বা আমাদের থেকে বড়ো কে না চেনে তাকে? ইবনে ওদুদের বন্ধু ছিলেন তিনি।'

'হ্যাঁ, তার বন্ধুর নাম ইবনে ওদুদ। তার ব্যাপারে কিছু জানেন? আমি মূলত তার ব্যাপারেই খোঁজ করতে এসেছি।'

'তেমন তো জানি না, শুধু এটা জানি উনি জিনদের সাথে খুব খারাপ কিছু করেছিলেন। যার শাস্তিস্বরূপ তার স্ত্রী আমালিকে মেরে ফেলে তারা। বর্তমানে কোথায় আছেন জানি না।'

'এদের বাড়িগুলো কোথায় আমাকে বলতে পারবেন?'

'পারবো, কিন্তু ওগুলো এখন পরিত্যক্ত। গ্রামবাসী একবার জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল।'

'ওহ!'

'আপনার ওখানে না যাওয়াই ভালো।'

'তবুও যদি বলতেন ঠিকানাটা।'

'সমস্যা নেই, আমিই নিয়ে যাবো। আজকে তো প্রায় সন্ধ্যা হলো, আপনি আমার বাড়িতে বিশ্রাম নিতে পারেন।'

আনাহিতা কৃতজ্ঞতার সুরে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনার বাবা, ইবনে ওদুদ, এরা কি জীবিত?'

'নাহ! বিগত কয়েক মাসের ব্যবধানে দুজনেই মরে গেছেন।'

'দুঃখিত!'

সেফ হাঁক ছেড়ে কাউকে ডাকলেন। কিছু সময় পর একটা মেয়ে এলো। নির্দেশ দিলেন মেয়েটিকে, 'তাকে ভেতরে নিয়ে যাও। ভালো করে আপ্যায়ন করবে।'

মেয়েটে কুর্ণিশের ভঙ্গিতে বলল, 'জি সেফ, নিয়ে যাচ্ছি।' তারপর আনাহিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন আমার সাথে।'

মেয়েটির পেছন পেছন ভেতরে যাচ্ছে আনাহিতা। কেমন উদ্ভট যেন সে। পায়ের গোঁড়ালি বাঁকানো, পিঠে একটা কুঁজ। দাদুর কথা মনে হলো আনাহিতার। তার মতোই দেখতে। পরক্ষণেই এ চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিলো।

বেশ রাত এখন। সেফ-এর বাড়িতে রাতের ভোজটা ভালোই ছিল। আনাহিতা কাঠের তৈরি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। আকাশে অনেক বড়ো একটা চাঁদ চারদিকে আলোকিত করছে। সেই আলোতে নিজেদের পুরোনো বাড়ি দূর থেকে দেখছে আনাহিতা। অনেক বছর পূর্বে তার বাবা এরকম নির্জন রাতেই গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাকে নিয়ে। এখন বাড়িটি মৃত। কে জানে হয়তো তাদের আনাগোনা আছে বাড়িতে।

'ব্যায়িম।'

আনাহিতা পেছন ঘুরে দেখে সেই অদ্ভুত মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুর্কি ভাষায় সাহেবানকে বায়িম বলে, এটা জানে আনাহিতা। তার হাতে জিবরানের ডায়ারি। আনাহিতার হাতে ডায়ারি এগিয়ে দিতে দিতে মেয়েটি বলল, 'ব্যায়িম, আপনি এবার পড়ুন। পুরোটা পাবেন এখন।'

অবাক হয়ে আনাহিতা হাত বাড়িয়ে ডায়ারিটা হাতে নিলো। মেয়েটি বলল, 'আমি দরজার পাশেই রয়েছি। জলদি পড়ে শেষ করবেন। এরপর এখান থেকেও চলে যেতে হবে।'

আনাহিতা ডায়ারির পৃষ্ঠা উলটিয়ে অবাক হয়ে গেল। সত্যিই আরও লেখা আছে ডায়ারিতে। পড়া শুরু করল সে, 'মহামান্যিতা ইলহানা ও বাদশাহ আমিরের অভিপ্রায় ছিল এরকম, আম্মিরজান যখন বিশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাকে

ইফ্রীত্ব রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় আমিরের সন্তান তিনি গর্ভধারণ করে জন্মদান করবেন।

মানুষ সর্ব উৎকৃষ্ট জীব। এতে করে আফারীতদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু ওসনের সাথে থাকা জিনিরি গিয়ে সবকিছু শাহজাদা এসমাদকে বলে দেন। আমির যেরকম ধূর্ত ও শয়তান, ঠিক তার উলটো হলো এসমাদ। এক অনন্য ইফ্রীত্ব। মহামান্যের পর যে সব থেকে বেশি শক্তিশালী। শুধু আমির বড়ো হওয়ায় বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত হননি সে। তিনি এসব জেনে সেদিনই প্রথমবারের মতো পৃথিবীতে আসেন।

তখন আম্মিরজানের বয়স মাত্র চার বছর। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই স্মৃতিটা। যখন এসমাদ আর আম্মিরজান একে অপরের সম্মুখীন হলো। আমরা সকলেই সেদিন বাইরে বসে বাতাসের আমেজটাকে উপভোগ করছিলাম। এসমাদ মহামান্য পর্যন্ত এ বিষয়টা নিয়ে যেতে চায়নি। সে চেয়েছিল আম্মিরজানকে মেরে ফেলবে।

হায়! অদৃষ্ট তো অন্যকিছু ভেবে রেখেছিলেন। সাদা সাপ রূপে সে ছোট্ট আম্মিরজানের সামনে এলো। আমাদেরই সামনে সব হলো। কিন্তু মারতে পারলো না এক অমোঘ টানে। পদ্মচোখী আম্মিরা ও নীল চোখের এসমাদ এমন বন্ধনে আবদ্ধ হলো, যা অনেক বড়ো কিছু ঘটিয়ে ফেললো। ইফ্রীত্বদের অভ্যন্তরে কী হয়েছে সঠিক জানা নেই আমার, কিন্তু মহামান্য প্রথমবারের মতো নিজ প্রণয়িনী ইলহানাকে শাস্তি দিলেন।

তিন বছরের জন্য উনি ইফ্রীত্ব রাজ্যে যেতে পারবেন না এবং বিড়াল ব্যতীত আর কোনো রূপ ধারণ করতে পারবেন না। এছাড়াও নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থ হবেন। বাদশাহ আমিরের শাস্তি দেওয়া হলো তার রাজতাজ কেড়ে নিয়ে এবং সিংহাসনচ্যুত করে। অজ্ঞতা ইলহানা থেকে গেল এই আম্মিরার কাছে তার পোষ্য বিড়াল হয়ে।

ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু হয়নি। আমি আগেই বলেছিলাম ওসনে প্রচণ্ড ধূর্ত এক মেয়ে। ইলহানার কাছে এমন এক শক্তি আছে, যার মাধ্যমে নিজের রূপ, যৌবন ও বয়স ধরে রাখা যায়। মহামান্য তার ইবাদতের দ্বারা এমন এক ক্ষমতা পেয়েছিলেন, যার ফলে তিনি যখন চাইবেন তখন তার মৃত্যু হবে। তার থেকেই ইলহানা এ ক্ষমতা পেয়েছিল।

শাস্তির ফলে মহামান্য সাময়িক এ ক্ষমতা কেড়ে নেন। এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল ওসনে, ওদুদ ও আমালির বোন ডেফনা। তারা এই ক্ষমতা

পাওয়ার জন্য ইলহানাকে আটক করে ফেললো। আমি অজান্তেই মহামানিনীকে বন্দি করতে সাহায্য করেছিলাম। এই তুর্কি দেশের কোথাও একটা বই আছে, যাতে ইলহানা বিষয় বিস্তারিত ও তার শক্তি পাওয়ার উপায় এবং সে আসলে কোন দ্বীপে বন্দি, তা বিস্তারিত লেখা আছে। এসব ওসনের সাথে যে জিনিরি ছিল সে লিখে গেছে।

ওসনে বা ওদুদ কেউ জানতো না তাদের ব্যবহার করা হয়েছিল। গইলানরা মূলত তাদের মাধ্যমে মহামানিনীকে আটক করে ফেলে। সে কোথায়, এটা ওই বইতেই লেখা আছে। আমরা যেদিন বিড়ালরূপি ইলহানাকে আটক করে নিয়ে যাই, সেদিন পথিমধ্যেই খাঁচাটি হারিয়ে যায়। এরপর থেকে শুরু হয় আমাদের উপর অভিশাপ।

মহামান্য প্রচণ্ড ভালোবাসেন তার প্রণয়িনীকে। ওসনে বা ওদুদ তারা নিজেরাও ক্ষমতাটা পায়নি। একমাত্র তাদের কারণে আন্দ্রেয়াজ ও ইলহানার আটশ বছরের প্রণয় অমিলিত থেকে গেল। ইলহানা বন্দি হওয়ার পর থেকে নানা বিষয় ঘটতে থাকে আমাদের সাথে। তিনমাস পর আমালির জঘন্যভাবে মৃত্যু হয়। বেশ ভয় পেয়ে যায় ওদুদ।

ওসনেও তখন নিরুপায়, কারণ তার সাথে থাকা ইফ্রীত্ব জিনিরিকে ইলহানা কোথায় তা বলতে চাইনি দেখে মহামান্য ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনকি ওসনেও জানতো না ইলহানা কোথায়। জিনিরি মরে যাওয়ার পর সে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লো। এসবের জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিলো তুর্কি ছেড়ে চলে যাবে।

ছোট্ট আম্মিরাকে নিয়ে ওদুদ বাংলাদেশে তার বাবার কাছে চলে গেল। ডেফনা ও ওসনে চলে গেল আমেরিকা। আমি কেন যেন যাওয়ার আগ্রহবোধ করলাম না। আসোলে আমাকে তখন অন্য এক নেশায় পেয়েছিল। এক ইফ্রীত্ব জিনিরি রোজ রাতে আমার কাছে আসতো। আমার ইজরা। কত সুন্দর নীল চোখ ছিল তার।

ওদুদ চলে যাওয়ার পর আমি তুর্কিতে একমাত্র তার কারণে থেকে গেলাম। আমাদের গভীর প্রণয় শুরু হলো। সেই দিনগুলো আমার জীবনের সেরা সময় ছিল। আর কখনো তেমন ভালো সময় পাইনি। ইজরা আফারীতদের থেকে লুকিয়ে আমার কাছে আসতো এবং আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। মহামান্য যাতে ঘুণাক্ষরেও টের না পান। অথচ আমরা তখন জানতাম না মহামান্য সব জানতেন।

কয়েকমাস পর ইজরা গর্ভবতী হলে ইফ্রীত্বরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। বলাবাহুল্য, ইনসান দ্বারা জিন গর্ভবতী হতে পারে। আমি পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে পাশের জঙ্গলের সেই গুহা দিয়ে আফারীত রাজ্য প্রবেশ করতে চাচ্ছিলাম। ইজরা বলেছিল এখান দিয়ে তাদের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। তবে আমি প্রবেশ করতেও পারিনি, আমার ইজরা আর ফেরতও আসেনি। এসেছে পদ্ম পাপড়িতে মোড়ানো আমার মেয়ে আনাহিতা। যার জন্ম মহামান্য আন্দ্রেয়াজের জন্য। যে কিনা খুঁজে বের করবে সেই বইটি ও মুক্ত করবে ইলহানাকে।

এসব তার জন্ম লগ্নেই আমাকে বলে দেওয়া হয়। শুধু আনাহিতা নয়, আম্মিরজান ব্যতীতও ইলহানাকে মুক্ত করা যাবে না। আমি এর বেশি লিখে যেতে পারলাম না। খুব শীঘ্রই আমাকে মেরে ফেলা হবে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে আমার মেয়ে আনাহিতা ও আম্মিরজানের জন্য। তাদের সামনে খুব বড়ো বিপদ। এসমাদ বা জিবাদ তাদের রক্ষা করবে, আমি তা জানি। কিন্তু মহামান্য! তিনি যেমন মহৎ তেমনই ভয়ংকর। কী হবে তা সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কেউ জানেন না। এসব কিছুর পেছনে ওদুদের লোভ। ওহ! সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে যেন এমন লোভ আর কেউ না করে।'

'এরপরেরটুকু আমি আপনাকে বলবো।'

চমকে গেল আনাহিতা। পড়ার মধ্যে এতটুকু ডুবে গিয়েছিল যে আশেপাশে কি হচ্ছে টের পায়নি। তার সামনে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে লাঠিতে ভর করে।

'আমার নাম গুল। এর বেশি কিছু এখন জানতে চাইবেন না। জলদি চলেন। নয়তো বাঁচতে পারবেন না। আমাদের সূর্যোদয়ের আগে জঙ্গলে পৌঁছাতে হবে।'

আনাহিতা কী বলবে ভেবে পেলো না, কিন্তু জঙ্গলে যেতে হলে অবশ্যই সে যাবে। সেখানেই আছে আফারীত রাজ্যে প্রবেশ করার পথ। আর তার আন্দ্রেয়াজ!

অধ্যায়– চৌত্রিশ

দূর থেকেও এসমাদকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নুসফা। মসৃণ চুলগুলো বাতাসের বেগে দুলছে। অনেকদিন পর তাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখলো সে। ঘন জঙ্গলভেদ করে উড়ন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রাসাদের দিকে আসছে। এসমাদ বারান্দায় ঘোড়াটাকে রেখে কক্ষের ভেতর প্রবেশ করলো।

রাশভারী এসমাদকে দেখে মৃদু হাসছে নুসফা। কক্ষে প্রবেশ করেই মাথার তাজ ও তরবারি ছুড়ে ফেলেছে এদিক ওদিক। মেঝে থেকে সেগুলো উঠাতে উঠাতে নুসফা বলল, 'কী হয়েছে, যুবরাজ?'

দুম করে আসনে বসে পড়ল এসমাদ। মেজাজ তার সপ্তম আসমান ছোঁয়া। নুসফা তার পাশে এসে বসলো। বলল, 'দাদীজানের নিকট গিয়েছিলাম।'

'কী বললেন আপনাকে দেখে?'

'আমি নাকি একজন ইনসানের জন্য বেশি দুশ্চিন্তা করছি, এটা নাকি আমাকে শোভা পায় না।'

হেসে ফেললো নুসফা।

'দাদিজান প্রবীণ। তার এসব মনেই হবে।'

'এদিকে মহামান্য পিতাকে নির্দেশ দিয়েছেন, খুব শীঘ্রই যেন আমার অভিষেক করা হয়।'

'এটা তো খুব ভালো খবর।'

'কীভাবে? কারও চিন্তা হচ্ছে না আম্মিরজানের জন্য?'

'আপনি নিজেকে স্থির রাখেন।'

এসমাদ উঠে দাঁড়ালো। কারুকার্য খচিত একটি পেয়ালা থেকে সামান্য সুরা পান করলো।

'শাহাজাদী! মহামান্য কীভাবে নিজেকে এত স্থির রেখেছেন? আম্মিরজানের কিছু হলে মহামানিনীকে মুক্ত করতে অসুবিধা হবে।'

'মহামান্যকে আমি বুঝতে পারি না, যুবরাজ। আসল কথা হলো তাকে সঠিক কেউ বুঝতে পারে না।'

'আম্মিরজান এখন কোথায় কী অবস্থায় আছে কে জানে।'

এসমাদের অভিব্যক্তি দেখে বড্ড খারাপ লাগলো নুসফার। আফারীতদের যুবরানি ও ভবিষ্যত এসমাদের সহধর্মিণী তিনি, অথচ এসমাদ সামান্যতম অনুভব করে না তাকে। তার সবকিছুতে একজনই, আর সে আম্মিরজান।

'আপনি চিন্তা করবেন না, যুবরাজ। সব সঠিক হবে। মহামান্যিতা রওনা হয়েছেন, এটা জানেন?'

এসমাদ বিদ্রুপ হাসি হাসলো, 'আমি যদি পারতাম, তবে তাকে সেদিনই মেরে ফেলতাম, শাহাজাদী।'

কথা বলতে বলতে সে হেঁটে প্রাসাদের জানালার কাছে এলো। নিচে ইফ্রীত্ব প্রজারা নিজেদের কর্মে ব্যস্ত। ইনসানদের পৃথিবী থেকে প্রেক্ষাপট কতটা ভিন্ন এখানে। প্রজাদের থেকে চোখ সরিয়ে এসমাদ আকাশের দিকে তাকালো। আচ্ছা আম্মিরা কি এখন আকাশ দেখছে? হঠাৎ কেন যেন তার মনে হলো আম্মিরাও এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

ছোটো জানালা দিয়ে আম্মিরা মাথা বের করে দিলো। এখান থেকে সামান্য আকাশ দেখা যাচ্ছে। সাদা ও নীল রঙের মেঘগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। তার এসমাদও তো এমন সাদা ও নীল রঙের সম্বনয়ে তৈরি। নাকি আগুনের? আসলেই কি এসমাদ একজন জিন? আমির তো তাই বলে গেলেন, কিন্তু এসমাদের প্রতি তার প্রণয় অনুভূতি তো কম না। সে যে জায়গায় আছে মনে হয় না, এটা পৃথিবীর কোনো জায়গা।

খেয়াল করলে সূক্ষ্ম একধরণের পার্থক্য পাওয়া যায়। নিচে ঘৌলটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওটাকে দেখে অনেক ঘেন্না লাগে আম্মিরার। তাকে মাথা বের করতে দেখে ঘৌলটা ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বলল।

বেশ কয়েকদিন খাওয়া হয়নি আম্মিরার। পচা গলিত হাতে করে খাবার নিয়ে এসেছে ঘৌলটা। দৃশ্যটা দেখে আরও বমি বমি ভাব আসছে। তার দিকে সে খাবার এগিয়ে দিলো। 'খেয়ে নেন, ইনি কিন্তু ভালো রাঁধুনি।'

কথাটি বলতে বলতে আমির ভেতরে প্রবেশ করল। তাকে দেখে বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলো আম্মিরা। ঘৌলটা তার সামনে খাবার রেখে চলে গেল। আমির বললেন, 'এদিকে নিজের মুখ ঘুরান।'

আম্মিরা মুখ ঘুরালো না। খাবারের থালা নিজের দিকে টেনে নিয়ে একটু মুখে দিলো। প্রচণ্ড তেঁতো খাবার। চোখ-মুখের ভাব দেখে আমির আবার বললেন, 'এসবই এখন থেকে আপনার খেতে হবে।'

'কেন?'

'জিন সন্তান গর্ভে ধারণ করা এত সহজ নয়। সাধারণত জিন দিয়ে ইনসান গর্ভবতী হয় না।'

'তাহলে আপনি কেন আমাকে আটকে রেখেছেন?'

'আপনাকে আমি ছেড়ে দিতাম, কিন্তু আমি আর মহামানিনী ঠিক করেছিলাম আপনার দ্বারা সন্তান লাভ করবো। এই সামান্য ঘটনাকে বিকৃত করলেন, যুবরাজ এসমাদ। ফল স্বরূপ দুজন নির্দোষ সত্তা শাস্তি পেলাম। সেই এসমাদ কিনা আপনাকেই ভালোবেসে ফেললো? তাও চার বছরের ছোটো মেয়েকে? শাস্তি তো তারও পাওয়া উচিত।'

আমিরের কথায় কেঁদে উঠলো আম্মিরা। সে বলল, 'তবে আমার দোষ কী?'

'আপনি ওদুদের সন্তান, এটাই আপনার দোষ। ওই ব্যক্তিটার জন্য মহামানিনী ইলহানা বন্দি। তিনি আপনাকে কত ভালোবাসতেন জানেন?'

'আমি জানতে চাই না।'

'সেটা আপনার ব্যাপার। আমি হয়তো-বা দুই প্রহর আসবো না। পালানোর চেষ্টা করেও লাভ নেই। এটা আপনার পৃথিবী নয়।'

আম্মিরার কক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন আমির। তার পুরো শরীর জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। একটা অন্ধকার কক্ষে এসে নিজের আসল রূপে ফিরলেন। তার রূপ অনেক ভয়ংকর। সাধারণ কোনো ইনসান দেখলে ভয়েই মৃত্যুবরণ করত। মেঝেতে বসে পড়লেন তিনি। বড্ড পিপাসিত হয়ে আছেন। সামনে সাদা রঙের একটি রুমাল রাখা। এতে আম্মিরার রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। আর মাত্র দুই প্রহর। তারপর সে যা চায় তার অর্ধেক বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।

আমির চলে যাওয়ার পর বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদলো আম্মিরা। অনেকটা সময় নিয়ে। নিজের বাবাকে মনে করার চেষ্টা করলো। এখনকার কষ্টের থেকে জন্মের সময় মরে গেলেই বেশি উত্তম ছিল। কয়েকদিন ধরে গোসল করেনি সে। এমনকি কাপড় সেই একটাই পরিধান করে আছে।

উঠে বসলো আম্মিরা। কক্ষে ছোটো একটা আয়না আছে। কান্না বন্ধ করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজের চেহারা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। কতটা নিঁখুত মুখ। হাত দিয়ে একবার আয়নায় স্পর্শ করলো। মাথার চুল খোলা ছিল। আচমকা খেয়াল করলো চুলে সবুজ রঙের

একটি প্রজাপতি আটকে রয়েছে। হাত দিয়ে ওটা খুলে আনতেই আয়না থেকে একটা পুরুষালি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আসসালামু আলাইকুম।'

চমকে একটু পিছিয়ে গেল আম্মিরা। আয়নার ওপাশে জিবাদ দাঁড়িয়ে আছে। খুশিতে নেচে উঠলো আম্মিরার মন। সে বলল, 'জিবাদ।'

'শব্দ করবেন না, আম্মিরজান। এটা আমার অবয়ব। আমি আপনার নিকটে পৌঁছাতে পারছি না, তাই অবয়ব পাঠালাম। আমি যা বলবো তা তিনবার উচ্চারণ করে আয়নাতে স্পর্শ করবেন।'

'কিন্তু আমির আর ওই ঘৌল?'

'বিশ্বাস করুন, আম্মিরজান। আমি আপনার মা আমালিকে ওয়াদা করেছিলাম। আপনার কিছুই হবে না। বিলম্ব করবেন না। আমার সাথে সাথে পড়ুন।'

জিবাদ কিছু একটা বলতে শুরু করলে তার সাথে আম্মিরাও তা তিনবার উচ্চারণ করে আয়নায় স্পর্শ করলো। মুহূর্তেই আয়নার ভেতর প্রবেশ করলো। চারপাশে শুধু আয়না। জিবাদকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না সে।

'এদিকে, আম্মিরজান। জলদি আসেন।'



একটা আয়নার ভেতর থেকে জিবাদ ডাকছে। তার পেছন পেছন ছুটছে আম্মিরা। পথ যেন শেষই হচ্ছে না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে তাকে। হাঁপিয়ে উঠেছে। জিবাদ তাড়া দিলো, 'দয়া করে দাঁড়াবেন না। আপনার পেছনে ঘৌলদের সেনা প্রধান আসছে।'

আম্মিরা খেয়াল করলো, সত্যিই সেই ঘৌলটা তার পেছন পেছন আসছে। আরও দ্রুত দৌড় দিলো। একটু দূরে একটা সাদা আলোর বলয় দেখা যাচ্ছে। জিবাদের অবয়ব সেদিকে ইশারা করে বলয়ের ভেতরে প্রবেশ করলো। আম্মিরা নিজের জীবনের সর্বোচ্চ দ্রুত গতিতে দৌড়ালো বলয়ে প্রবেশ করার জন্য।

সূর্যের আলো সরাসরি এসে আম্মিরার চোখের উপর পড়লো। আলো কিছুটা সয়ে এলে সামনে তাকিয়ে দেখলো জিবাদ দাঁড়ানো। হঠাৎ চুলে টান লাগায় আর্তনাদ করে উঠলো আম্মিরা। সেই ঘৌলটা এসে গেছে। জিবাদ হুংকার দিয়ে উঠলো, 'আমি যুবরাজ জিবাদ তোমাকে আদেশ করছি, এখান থেকে চলে যাওয়ার। যদি এর বিপরীত হয়, তবে তা কখনো ভালো হবে না।'

ঘৌলটা জিবাদের আদেশ শুনলো না। উলটো এক দলা থুতু ফেলে আম্মিরাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলো। কালবিলম্ব না করে জিবাদ লম্বা একটা সবুজ তরবারি বের করে ঘৌলটাকে টুকরো টুকরো করে ফেললো। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে আম্মিরা। ঘৌলটার মৃতদেহ চারিপাশে পড়ে রয়েছে।

'ওঠেন, আম্মিরজান।'

জিবাদের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো আম্মিরা। হাঁটতে পারছে না ঠিকমতো। ভেতর থেকে প্রচণ্ড দুর্বল অনুভব হচ্ছে। তার দুর্বলতা বুঝতে পেরে জিবাদ কোলে তুলে নিলো তাকে। অভয় দিয়ে বলল, 'চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। আমি থাকতে কিছুই হবে না আপনার।'

অনেকটা ভরসা পেলো আম্মিরা। ক্লান্তিতে চোখ বুজে এলো তার।

অধ্যায়– পঁয়ত্রিশ

স্বচ্ছ পানিতে পা ডুবিয়ে বেশ খানিকটা স্বস্তি পেলো আনাহিতা। অনেক সময় ধরে হাঁটার ফলে ব্যথায় পা টনটন করছিল। শীতল পানির ছোঁয়ায় একটু আরামবোধ হচ্ছে এখন। জঙ্গলটা পুরোপুরি নির্জন নয়। পাখির কলরবে মুখরিত। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পানির শব্দ সাথে পাখির কুঞ্জন প্রকৃতিতে আলাদা মাধুর্যতা এনে দিয়েছে।

এমন সময় আন্দ্রেয়াজের কথা খুব মনে হলো। এমনই এক পরিবেশে তার সাথে প্রথম দেখা হয়। আনাহিতা স্মৃতিমন্থন করতে চোখ বুজে নিলো। জলের শব্দ এখন আরও বেশি শুনতে পাচ্ছে। আন্দ্রেয়াজ তার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কীভাবে যেন তাকে ভালোবেসে ফেললো।

সেই যে ভার্জিনিয়ার এক শীতের রাতে হঠাৎ করে উষ্ণ ছোঁয়ায় কেঁপে উঠেছিল আনাহিতা। ওটা তো আন্দ্রেয়াজই ছিলেন। জলের শীতলতা আরেকটু বেশি করে অনুভত হচ্ছে। চোখ বন্ধ করেই সে বিড়বিড় করে বলল, 'জল শীতল আর সে অশীতল উত্তাল অনুভূতি।'

আন্দ্রেয়াজের সাথে নানারকম ঘটনা হুড়মুড় করে আনাহিতার মস্তিস্কে প্রবেশ করছে।

'আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই না?'

হঠাৎ কারও কণ্ঠ শুনে চোখ খুলে আনাহিতা দেখলো তার সামনে গুল দাঁড়িয়ে আছে, হাতে বিভিন্ন বনজ ফল নিয়ে। বড্ড খিদে অনুভব হলো আনাহিতার। সে বলল, 'কিছুটা ক্লান্ত।'

'তবে এগুলো খেয়ে নেন, সতেজবোধ করবেন।'

ফলগুলো এগিয়ে দিলো গুল। সেখান থেকে একটা ফল নিয়ে তাতে কামড় বসালো আনাহিতা। ফলটা খেতে বেশ মিষ্টি। সে বলল, 'আপনি বসেন আমার পাশে।'

'তা বসতে পারি।'

গুল আনাহিতার পাশে এসে বসলো। মহিলাটির পায়ের গোঁড়ালি বাঁকানো। হাঁটতে একটু কষ্ট হয়। সে বলল, 'কেন আপনাকে সেফের বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম, জানেন?'

'কেন?'

'তারা আপনাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল।'

ফল চিবুতে চিবুতে আনাহিতা জিজ্ঞেস করলো, 'তার কারণ?'

'ইবনে ওদুদ তো নিজের সব সম্পত্তি বন্ধুর নামে, মানে আপনার বাবার নামে লিখে দিয়েছিল। সেফ তো আর দখলে যেতে পারেনি, কারণ সকলেই বেঁচে আছে।'

'এজন্য মারতে হবে? আমাকে বললে এমনিই দিয়ে দিতাম।'

গুল কিছু বলল না। আনাহিতাকে ইশারায় হাঁটতে বলল। সারাদিন পুরো জঙ্গলে হেঁটে বেড়ালো তারা। উদ্দেশ্যহীনভাবে নয়, গুল তাকে উত্তরদিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখন হয়তো দিনের শেষভাগ চলছে। রোদ অনেকটা স্তিমিত। একটা গাছের গোড়ায় বসে পড়লো আনাহিতা। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। গুল বলল, 'হাতের ওসব ফেলে দেন, সেগুলো আর কোনো কাজে আসবে না আপনার।'

'কী বলছেন? ল্যাপটপ, মোবাইল, সব ফেলে দেবো?'

আনাহিতার কথায় গুল সামান্য হেসে বলল, 'নিজ শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, এজন্য বলছেন একথা।'

'আপনি কীভাবে জানেন?'

'জানি আমি। একজন ইফ্রীত্ব আপনি।'

কথাটা শুনে আনাহিতার চমকানো উচিত ছিল। তবে তার বাবা সরাসরি না বললেও বুঝেছিল তার মা ইফ্রীত্ব হলে সে নিজেও ইফ্রীত্ব হবে। আনাহিতা কিছু বলল না। এই ইফ্রীত্ব শব্দটা তার কাছে গালির মতো লাগছে! গুল তাড়া দিলো, 'চলেন, আর বসা যাবে না।'

আচমকা অনেক বড়ো একটা সাপ আনাহিতার সামনে এসে তার পায়ে কাঁমড় বসিয়ে দিলো। ব্যথা ও ভয়ে কঁকিয়ে উঠলো সে। গুল চট জলদি করে এসে সাপটাকে ছাঁড়িয়ে নিলো।

'প্রাণী দেখেই এমন ভুল করলো। ভয় পাবেন না। কিছুই হবে না আপনার।'

হাত দিয়ে রক্ত থামানোর চেষ্টা করছে আনাহিতা। ব্যস্ত হয়ে সে বলল, 'একটু সাহায্য করেন তা নয় বিষ উঠবে।'

'হ্যাঁ উঠেছে তো, কিন্তু সেটা আপনার না।'

গুল ইশারায় সাপটিকে দেখালো। নিজের শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে নিথর হয়ে পড়ে রইলো সাপটি। আনাহিতা অবাক হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকালো। রক্ত কেন কিছুই নেই ক্ষতের জায়গায়। শুধু কাপড়টা একটু ছিঁড়ে আছে।

আনাহিতা মুখে হাসি টেনে বলল, 'আমার তো কিছু হলোই না, উলটো সাপটি মরে গেল!'

গুল সামান্য হেসে বলল, 'আপনার শক্তি কত বোঝেন তাহলে। এখন ওঠেন। আমাদের আরও অনেক পথ যেতে হবে।'

আনাহিতা উঠে দাঁড়ালো। গুলের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনার যেখানে যাওয়ার কথা ছিল। ইফ্রীত্বদের কাছে।'

'আপনি আসলে কে?'

'সবসময় জানতে হয় না।'

'আমি কে সেটা জানেন?'

'বললাম তো ইফ্রীত্ব।'

'আচ্ছা, আমাকে মহামান্যিতা কেন বলা হয়?'

'কারণ আপনি মহামান্যের জন্য তৈরি।'

'আন্দ্রেয়াজ! কীভাবে?'

'উহুঁ, তাকে নাম ধরে বলবেন না। সম্মান করুন। তারা কিন্তু আমাদের কথোপকথন শুনতে পান।'

'কে?'

গুল একবার আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো। কিছু না বলে দুজনেই এগিয়ে যেতে লাগলো।

অধ্যায়– ছত্রিশ

এত রকমের খাবার জীবনে খুব কমই দেখেছে আম্মিরা। বিশাল এক রুপোর থালায় সবকিছু সাজানো। কোথা থেকে কী খাবে, তা নিয়ে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

'কী ভাবছেন?'

'জিবাদ, আমি এত খেতে পারবো না।'

'চেষ্টা করুন। আপনি বেশ কয়েকদিন কিছু খাননি।'

আম্মিরা থালা থেকে কিছু খাবার উঠিয়ে মুখে দিলো। বেশ সুস্বাদু। জিবাদ তাকে এক রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছে। আগের যুগের রাজা-বাদশাহরা যেমন রাজপ্রাসাদে থাকতেন তেমন। এমনকি আম্মিরা যে পোশাক পরিধান করে আছে, ওটাও অদ্ভুত।

'এ জায়গাটা কোথায়, জিবাদ?'

'আমরা বর্তমানে সামূম রাজ্যে রয়েছি।'

'মানে জিন রাজ্য?'

'বলতে পারেন।'

'আমি কখনো ভাবিনি জিনের সাথে আমার উঠা বসা হবে।'

'মাঝেমধ্যে ভাবনা-চিন্তার বাইরেও বহু কিছু ঘটে যায় আমাদের সাথে।'

'আপনি আমাকে কীভাবে চেনেন?'

'আপনার মা আমালির মাধ্যমে। তিনি আমার কাছে অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন আপনাকে সুরক্ষিত রাখি সবসময়।'

'ওহ আচ্ছা।'

আহার শেষ করে আম্মিরা বিছানায় গিয়ে বসলো। এত ভারী পোশাক পরে থাকতে তার খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে।

'এদিকে আসুন, আম্মিরজান।'

জিবাদের কথায় বারান্দায় এসে দাঁড়ালো আম্মিরা। চারদিকে আতরের গন্ধে মম করছে।

'ওটা কি জানেন?' জিবাদ আঙুল দিয়ে ইশারা করলো দূরের এক জায়গায়।

একটা দূর্গের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে। আম্মিরা কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ওটা?'

'আফারীত রাজ্যের সীমানা ওখান থেকে শুরু।'

'এসমাদ আছে ওখানে?'

'বলতে পারেন।'

বুকের ভেতর হুহু করে উঠলো আম্মিরার। কতদিন চলে গেছে এসমাদকে দেখে না সে। ইশ! এ জায়গা থেকে চিল্লিয়ে এসমাদকে ডাকতে মন চাচ্ছে। জিবাদ বলল, 'এসমাদের আসল রূপ দেখলে ভয় পাবেন।'

আম্মিরা মৃদু হাসলো, 'অবয়ব দেখে আমি ভালোবাসিনি।'

জিবাদ কিছু বলার পূর্বে দরজায় এক প্রহরী শব্দ করায় দুজনেই সেদিকে তাকালো।

'আপনাদের বাদশাহ নুরাইন আহবান করেছেন।'

জিবাদ উত্তর করলো, 'আমরা অতি শীঘ্রই যাচ্ছি।'

প্রহরীর পেছন পেছন আম্মিরা ও জিবাদ বের হয়ে এলো। কক্ষ থেকে বের হয়ে আশ্চর্যচকিত হয়ে গেল আম্মিরা। মনে হচ্ছে মহলটি সোনার তৈরি। বিশাল বিশাল পিলার একেকটি। সাথে আসবাবপত্রগুলো জ্বলজ্বল করছে। আম্মিরার হাত ধরে জিবাদ একটি কক্ষ নিয়ে এলো। কক্ষের ভেতর বেশ কয়েকজন বসে আছেন। এরমধ্যে সবার মাঝে যিনি বসেছেন তার চেহারা দেখার মতো। বড্ড নূরানী চেহারা।

আম্মিরা বুঝতে পারলো ইনিই বাদশাহ নুরাইন। তিনিই প্রথম সালাম দিলেন, 'আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের অপেক্ষা করছিলাম। আসন গ্রহণ করুন।'

সালামের জবাব দিয়ে জিবাদ ও আম্মিরা গিয়ে একটা আসনে বসলো। আম্মিরার বড্ড অদ্ভুত লাগছে। এতগুলো জিনের মধ্যে একমাত্র ইনসান সে। বাদশাহ নুরাইন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন, আম্মিরজান?'

'ভালো।'

'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

আম্মিরা হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়ালে হো হো করে হেসে উঠলো নুরাইন।

'আমাদের আসল রূপ দেখলে আরও ভয় পাবেন।'

'তবে না দেখাই উত্তম।'

'বলতে পারেন। আপনাকে সবকিছু মনে করানোর চেষ্টা করছিলাম। ভালো হলো যা ঘটে গেল তাতে। যুবরাজ জিবাদ, আপনি কি তাকে চাবিটা দিয়েছিলেন?'

'জি, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আম্মিরজান সেটা হারিয়ে ফেলেছেন।'

'কীসের চাবি, জিবাদ?'

'আপনাকে একটা লকেট দিয়েছিলাম মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা একটা বইয়ের চাবি, যেখানে মহামানিনীর ব্যাপারে লেখা আছে।'

'কিন্তু ওটা বর্তমানে কই সেটা আমি জানি না।'

'সমস্যা নেই। যুবরাজ জিবাদ, অতি শীঘ্রই আমাদের আফারীত রাজ্যে যেতে হবে।'

'সেটা কেন?'

'মহামান্যের নির্দেশ। যুবরাজ এসমাদের রাজ্য অভিষেক হতে চলেছে। আপনার রাজ্যেও এ নির্দেশ গেছে।'

এসমাদ নাম শুনে ধক করে উঠলো আম্মিরার বুক।

'কিন্তু আম্মিরজানকে একা রেখে যাওয়া সমীচীন হবে না।'

'কে বলল তাকে রেখে যেতে হবে? মহামান্যের কঠোর নির্দেশ, আমরা যেন আম্মিরজানকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাই।'

জিবাদ কঠিন সুরে বলে উঠলো, 'অসম্ভব!'

'আমরা নিরুপায়, যুবরাজ জিবাদ।'

শেষের কথাগুলো বলার সময় নুরাইনকে অনেক চিন্তিত দেখালো। মনে হচ্ছে তিনি কোনো বিষয় নিয়ে বড্ড আশঙ্কায় আছেন।

অধ্যায়– সাঁইত্রিশ

রাতে এ জঙ্গলটাকে দেখতে আরও বেশি অদ্ভুত লাগছে। বিশাল বিশাল গাছের ফাঁক দিয়ে হালকা চাঁদের আলো উঁকি দিচ্ছে। আনাহিতার বারবার মনে হচ্ছে, পেছনে কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে। মাথা ঘুরিয়ে তা দেখতে গেলে গুল ধমকিয়ে উঠলো, 'পেছনে তাকাচ্ছেন কেন?'

'কী হবে তাকালে?'

'আপনি চক্রে আবদ্ধ হয়ে যাবেন। রাতের বেলা এ জঙ্গলে পেছনে তাকাতে নেই।'

'ওহ!'

গুল শিকার করা কিছু পাখি আগুনে ঝলসে নিচ্ছে। পোড়া মাংসের দারুণ গন্ধ বের হয়েছে।

'গুল, একটা কথা বলি?'

'বলেন।'

'আপনিও কি জিন?'

'হ্যাঁ।'

এটাই ভেবেছিল আনাহিতা। তার একটুও ভয় লাগছে না। মোটকথা, এসব বিষয়কে মেনে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। শুকনো কাঠ পোড়ার শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে আনাহিতা বলল, 'আপনার আর বাবার কথায় বুঝলাম আমি হচ্ছি ইফ্রীত্বের সন্তান, কিন্তু আমার সবকিছু ইনসানের মতো কেন?'

'কে বলল আপনার সব ইনসানের মতো? তাহলে বলা যায় ইনসানরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে সে বিষয়ে আপনি অবগতই নন। নিজের মধ্যে অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন।'

আনাহিতা সম্মতিতে মাথা দুলালো। নিজের মধ্যে অনেক বিচিত্র জিনিসের অনুভব করতে পারতো সে। তবে ঘুণাক্ষরেও কখনো এটা মাথায় আসেনি যে, সে ইনসান নয়, জিন।

'আমি তো মানুষও, তাই না?'

'জি।'

'জানেন, আপনাদের মহামান্যের সাথে আমার অনেক ভালো পরিচয়।'

'অসম্ভব কিছু নয়।'

'তিনি একটুও ভালো না। আমার ভালোবাসা বুঝেননি।'

গুল অবাক হয়ে আনাহিতার দিকে তাকালো।

'আপনি মহামান্যকে ভালোবাসেন?'

'হ্যাঁ, আমি তো তার জন্যই তৈরি।'

গুল আক্ষেপের সুরে বলল, 'আপনি বিষয়টা বুঝতে পারেননি।'

'কী সেটা?'

কোনো জবাব না দিয়ে গুল রান্নায় ব্যস্ত হয়ে গেল। বেশি সময় চুপ থাকতে না পেরে আনাহিতা প্রশ্ন করলো, 'আমার মা কীভাবে মরে গিয়েছিলেন?'

'সেটা মহামান্য জানেন।'

'উনি সবই জানেন? তার অনেক ক্ষমতা থাকলে ইলহানাকে মুক্ত করছেন না কেন?'

গুল আগুনে একটু খোঁচা মেরে বলল, 'উনি সব জানেন না, সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত সেই ক্ষমতা কারও কাছেই নেই। তবে শক্তিশালী। পৃথিবীতে যেমন এক দেশের শাসকের থেকে অন্যদেশের শাসকের ক্ষমতা বেশি হয়, ঠিক তেমন।'

'ইফ্রীত্বদের শাসক তিনি?'

'নাহ, আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।'

আনাহিতা খাবার বেশ তৃপ্তি সহকারেই খেলো। এত সময় পর সারাদিনের পরিশ্রম টের পেলো সে। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে তার। গুল আগুনের পাশে বসে এক দৃষ্টিতে সব ছাই হওয়া দেখছে। সে বলল, 'মহামান্যিতা।'

'জি বলুন।'

আনাহিতার দিকে তাকালো গুল। রাতের অন্ধকারে বেশ ভয়ংকর দেখাচ্ছে তাকে। একটা নিশ্বাস নিয়ে সে আনাহিতাকে বলল, 'যেকোনো পরিস্থিতিতে চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিস্থিতিটাকে আগে অনুভব করার চেষ্টা করবেন।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'সময় হলে বুঝবেন।'

'ও।'

হঠাৎ নিজের কাঁধে পানির মতো ভেজা কোনো তরল পদার্থ অনুভব করতে পারলো আনাহিতা। চকিতে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো একটা বিশাল কালো সাপ তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। গুল চিৎকার করে বলল, 'মহামান্যিতা, সরে যান। এটা শয়তান জিন!'

আনাহিতা পিছিয়ে গেলেও গুল এগিয়ে এলো। মুহূর্তেই সাপটি গুলকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললো। তার ছিন্নভিন্ন দেহ একপাশে পড়ে রইলো। নিজের বাবার দেওয়া বাক্স ব্যতীত সবকিছু রেখে আনাহিতা ছুটছে প্রাণপণে। পেছন পেছন সেই কালো সাপরূপী জিনটি ফোঁস ফোঁস করে আসছে।

কিছু একটার সাথে লেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আনাহিতা। বাক্স খুলে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সেগুলো ভেতরে ভরে নিচ্ছে সে। এমন সময় সেই লকেট তার সামনে এলো, যেটা তার বাবা জিবরান রেখে গিয়েছিল। আচমকা আনাহিতার মনে হলো, এ লকেটে কিছু একটা আছে।

গলায় পড়ে নিলো তা। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটো কালো রং ধারণ করলো। এক আলাদা পরিবর্তন নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারছে। জিনটি এখন ঠিক তার মাথার উপর। কীভাবে এ জিনিসটা করতে পারলো আনাহিতা জানে না। কিন্তু সামান্য হাতের ছোঁয়ায় সাপটির দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত করে ফেললো।

অধ্যায়– আটত্রিশ

সূর্যের মিষ্টি আলো আনাহিতার চোখে এসে লাগছে। ঘুমের ঘোরেই হাত দিয়ে নিজের মুখ আড়াল করার চেষ্টা করলো সে। বেশ ভালো ঘুম হয়েছে। হঠাৎ রাতের কথা মনে হতেই লাফ দিয়ে উঠে বসলো। কী সব ঘটনা ঘটে গেল। একটা গাছের নিচে শুয়ে আছে সে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে সাপটার দেহ খোঁজার চেষ্টা করলো। পেলো না। সামনে বাক্স থেকে সব জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আনাহিতা উঠে গিয়ে ডায়ারিটা হাতে তুলে নিলো। কয়েকটি পৃষ্ঠা বের হয়ে আছে। সে কৌতূহল হয়ে সেখানকার কিছু লেখা পড়ে অবাক হয়ে গেল। নতুন করে কিছু লেখা দৃশ্যমান হয়েছে, 'আনাহিতা! আজকে তোমার প্রথমবারের মতো মহামান্যের সাথে দেখা হলো। কীরকম অদ্ভুত দেখা, তাই না? ছোটোবেলা থেকেই আমি তোমার মধ্যে মহামান্যের জন্য একধরনের অনুভূতি দেখেছি। তখন সে তোমার কাছে স্বপ্নপুরুষ, কিন্তু এখন বাস্তব। অনেক চেষ্টা করেও তাকে তোমার থেকে দূরে রাখতে পারলাম না।

সেদিন ওদুদের সাথে দেখা হয়েছিল। সে বলল খুব শীঘ্রই কিছু একটা হতে চলেছে। নিজের মেয়ের জন্য বড্ড চিন্তিত দেখালো তাকে। আমি জানি না সামনে কী হবে। শুধু এটুকু বলবো, তুমি নিজের থেকেও একজনের বেশি খেয়াল রাখবে। আর সে হচ্ছে, ওদুদের মেয়ে আম্মিরজানের। তোমার ক্ষমতা আছে বেঁচে যাবে। আম্মিরা সামান্য নির্দোষ ইনসান। তার কোনো ক্ষতি হতে দিয়ো না।'

আর কোনো লেখা নেই। এ লেখাটুকু যে তার আর আন্দ্রেয়াজের প্রথম দেখার পর জিবরান লিখেছিল, তা বেশ বুঝতে পারলো আনাহিতা। কিন্তু এটা বুঝতে পারছে না, একবারে কেন এ লেখাগুলো দৃশ্যমান হচ্ছে না। ডায়ারিটা

ভেতরে ঢুকাতেই একটা উজ্জল বস্তুর উপর তার দৃষ্টি পড়লো। আম্মিরার বাসায় যে চাবি আকৃতির লকেটটা পেয়েছিল, সেটা সামনে পড়ে আছে। হাত দিয়ে উঠাতে যাবে তখন একটা বক আকৃতির পাখি নিজের ঠোঁটে তা উঠিয়ে নিয়ে উড়ে চলে গেল।

'ইশ চলে গেল।'

'কী হবে এখন?'

দুজন ব্যক্তির কথায় আনাহিতা পেছন দিকে তাকালো। একটি বিশাল সিংহদরজা সামনে। এতসময় এ দরজাটি খেয়াল করেনি। উপরে আরবি অক্ষরে বিশাল করে লেখা 'আফারীত'। বুঝতে পারলো আনাহিতা নিজ গন্তব্যে এসে পড়েছে, কিন্তু কারা কথা বলল তাদের খুঁজতে লাগলো।

'মহামান্যিতা, আমরা এখানে।'

আনাহিতা এবার দরজার দিকে তাকালো। দরজার দু'পাল্লা এত সময় কথা বলছিল। সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

'ভেতরে যেতে চান?'

'হ্যাঁ, আপনারা কারা?'

'আমরা দরজায় থাকা প্রহরী জিন।'

বুকের ভেতর টিপটিপ আওয়াজ হচ্ছে তার। তবুও মনকে শান্ত করে বলল, 'আপনারা সরে দাঁড়ান, আমি ভেতরে প্রবেশ করতে চাই।'

প্রহরী বলল, 'মহামান্য এখনো আপনাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেননি।'

বড্ড রাগ হলো আনাহিতার। যে রাগে শরীর জ্বলে যায়। আন্দ্রায়াজের মুখটা ভেসে উঠলো মানসপটে। বিরক্তি মাখা সুরে আনাহিতা বলল, 'তবে তাকে বলুন আমি এসেছি।'

'তিনি জানেন, তবে আপনাকে একটি ঘটনা শুনতে হবে। তারপর ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি পাবেন।'

হতাশ হয়ে গেল আনাহিতা। দরজার সামনে মাটিতে বসে পড়লো। অনেক পিপাসা লেগেছে তার। তবুও শুকনো ঢোক গিলে বলল, 'একটু জলদি বলবেন, আমার পানির পিপাসা লেগেছে।'

দরজার এক পাল্লা থেকে আওয়াজ ভেসে আসা শুরু করলো, 'ইফ্রীত্ব রাজ্যে প্রাচীনকালে একটি নদী বহমান ছিল। তাতে এক ধরণের নীল জীব বসবাস করত। ছোটো ছোটো মূল্যবান ধাতু দিয়ে মুড়ানো ছিল তার শরীর। বলা হতো,

কোনো যুবতী জিনিরি যদি জীবটির রক্ত নিজের কেশে লাগিয়ে রাখে, তবে তার সৌন্দর্য হুরের মতো হবে, কিন্তু সেই জীবের দেখা পাওয়া ছিল দুষ্কর।

মর্মান্তিক এক দূর্যোগে সবগুলো জীব মরে যায়, একটা ব্যতীত। যদিও জীবের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকটা। তখনকার রাজ চিকিৎসকের স্ত্রী বায়না ধরলো- যেহেতু শেষ জীব, তবে ওটা চাই এবং না এনে দিতে পারলে নিজ স্বামীকে তিনি হত্যা করবে। উপান্তর না পেয়ে রাজচিকিৎসক তা আনতে গেল।

নদীতে বহু খোঁজাখুঁজির পর সেই জীবটাকে বের করতে সক্ষম হলো। তবে বিপত্তি বাঁধলো সেটি উঠানোর সময়। এত ভারী ছিল যে, দশজন যোদ্ধা ইফ্রীত্বও তা উঠাতে পারল না। অথচ একেবারে খেঁজুরের মতো ছোটো ছিল সেটি। দলে দলে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু যত শক্তিশালীই হোক, তা পারলো না।

কয়েকদিন পর দুর্বল বয়স্ক একটা ইফ্রীত্ব এসে তা উঠাতে সক্ষম হলো, এমনকি তা অনায়াসেই!

গালে হাত দিয়ে পুরো ঘটনাটা শুনলো আনাহিতা। সে বলল, 'এই ঘটনা শুনে কী হলো?'

'তেমন কিছু না মহামান্যিতা, তবে মনে রাখবেন বাইরে থেকে যাকে দুর্বল মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে সে দুর্বল নাও হতে পারে এবং কোনো ঘটনাকে তুচ্ছ ভাববেন না। মহামান্যিতা, আপনাকে অভিন্দন, আফারীত রাজ্যে স্বাগতম!'

সঙ্গে সঙ্গে বিশাল দরজার পাল্লাগুলো দুদিক হয়ে খুলে গেল। আনাহিতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মাটি থেকে উঠে বাক্সটা হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। ভেতরে ঢুকার পর প্রহরী দুটোকে দেখতে পেলো সে।

'দরজা খুলে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তবে আপনারা যে ঘটনাটি বললেন, ওটা মিথ্যা। যদি এমন জীব একটাই বেঁচে থাকত, তবে তা রাজচিকিৎসকের স্ত্রীর পরিবর্তে এ দেশের বাদশাহর স্ত্রী বা কন্যার কাজে ব্যবহৃত হতো।'

প্রহরীরা কিছু বলল না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। দূর থেকেই এসব কিছু দেখে সামান্য অধর বাঁকালেন আন্দ্রেয়াজ। তার পেছনে এসমাদের বাবা সিরাব দাঁড়ানো। সামনের গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে আন্দ্রেয়াজ বললেন, 'সিরাব, আপনি কি দেখেছেন মহামান্যিতা রাজ্যে প্রবেশ করেছেন?'

'জি মহামান্য, উনি কিন্তু বড্ড বিচক্ষণ।'

'গিয়ে তাকে স্বাগতম জানান।'

আনাহিতাকে নিজের কাছাকাছি দেখে আন্দ্রেয়াজ একটু বেশিই খুশি হলেন। ভবিষ্যতে কী হবে জানেন না, কিন্তু এসময়টা দারুণ।

ঘোড়ায় চড়িয়ে আনাহিতাকে ঠিক কোথায় নিয়ে এলো, তা বুঝতে পারছে না সে। একটা রাজপ্রাসাদের মতো জায়গায় বসে আছে। বিশাল কক্ষে সোনার তৈরি সব আসবাবপত্র। ছিন্ন ও জীর্ণ পোশাক এবং চেহারার বেহাল দশাতে বেশ কুণ্ঠিতবোধ করলো আনাহিতা। একজন বয়স্ক মতো লোক দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে আনাহিতা দাঁড়িয়ে পড়লো।

'স্বাগতম মহামান্যিতা, আমি সিরাব।'

বোকা হাসি হেসে আনাহিতা বলল, 'হ্যালো, আপনাকে দেখে ভালো লাগলো।'

আনাহিতার এমন কথায় বেশ অবাক হয়ে গেল সিরাব। পেছন থেকে নুসফা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। সে বলল, 'চাচাজান অবাক হবেন না, উনি কিছুটা অদ্ভুত।'

'সেটা আমি পূর্ব থেকেই অবগত। আপনি একটু দেখেন। আমি মহামান্যের নিকট যাচ্ছি।'

নুসফাকে দেখে বড্ড ভালো লাগলো আনাহিতার। উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনি জানেন না, আপনাকে দেখে আমার কতটা ভালো লাগছে।'

নুসফা হালকা হেসে বলল, 'আপনার সাথে তো আমার একবার কথা হয়েছিল। তবুও ভালো লাগলো কেন?'

'সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে আমার সাথে স্বাভাবিক কিছুই হয়নি।'

'তার কারণ আপনি নিজেই অস্বাভাবিক। আমার সাথে আসুন। আপনার পবিত্র হওয়া দরকার।'

উষ্ণ গরম পানি দিয়ে অবগাহন করার পর আনাহিতার প্রচণ্ড আরামবোধ হচ্ছে। গা দিয়ে চন্দন কাঠের সুতীব্র ঘ্রাণ বের হচ্ছে। একটা বৃহৎ আয়নার সামনে বসিয়ে তাকে তৈরি করছে নুসফা। জিনদের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নুসফা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এসব অদ্ভুত লাগছে না, মহামান্যিতা?'

'কালকে রাত পর্যন্ত লাগতো। যখন থেকে এ লকেটটা গলায় পরেছি, তখন থেকে লাগে না।'

আনাহিতা উঁচু করে লকেটটা দেখালো। সেটি দেখে নুসফা প্রশ্ন করল, 'এ লকেটের বিশেষত্ব কী?'

উত্তরে সব ঘটনা খুলে বললে নুসফা আবার উচ্চৈঃস্বর হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে আনাহিতা কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি হাসছেন কেন?'

'এ লকেট দ্বারা কোনো শক্তি পাননি আপনি। মহামান্যের ইচ্ছায় পেয়েছেন। আপনার জন্য ওসব কষ্ট শাস্তি ছিল।'

'এজন্যই লোকটা ভালো না। আম্মিরজানের কোনো খবর পাওয়া গেছে?'

'জি, উনি বর্তমানে বাদশাহ নুরাইনের কাছে সুরক্ষিত আছেন।'

আনাহিতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। নিজের বাবার সেই কথাগুলো স্পষ্ট তার মনে আছে।

'নুরাইন কে?'

'আপনি চিনবেন না।'

'আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন?'

'বলুন।'

'আম্মিরজানের বাড়িতে আমি পেরেক ঠুকেছিলাম। তবে সেই আমিই কেন ভেতরে প্রবেশ করতে পারলাম না?'

'কারণ আপনার মধ্যে সবসময় জিন সত্তা কাজ করে না।'

'কেন?'

'সঠিক জানি না।'

আনাহিতা হঠাৎ মন খারাপের সুরে বলল, 'আমার একজনের জন্য খারাপ লাগছে।'

'গুলের জন্য খারাপ লেগে লাভ নেই। ওটা বিভ্রম ছিল।'

আনাহিতা অবাক হয়ে নুসফার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, 'কী বলতে চাচ্ছেন?'

'সেদিন সন্ধ্যায় কবরস্থান থেকে আপনি আম্মিরজানের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, কিছু মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, ঢোকার পর খেয়েছি, তুর্কিতে আসার ব্যবস্থা করেছি। এরপর ঘুম।'

'নাহ! বাক্স নিয়ে বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখতেই আপনি আয়না জগতে প্রবেশ করেছিলেন। বিগত কয়েকদিনে যা কিছু হয়েছে তা পৃথিবীতে নয়, আয়না জগতে।'

আনাহিতা মৃদু চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'এটা হতে পারে না। আমার স্পষ্ট মনে আছে সব।'

আনাহিতার কেশে চিরুনি বুলিয়ে নুসফা বলল, 'এটাই হয়েছে। আপনি আয়না জগতে প্রবেশ করার পর সবকিছু পৃথিবীর মতোই ছিল। তবে যে ইনসানগুলোকে দেখেছেন তারা আর বেঁচে নেই। ওগুলো সব কারিন দ্বারা তৈরি একটা বিভ্রম ছিল। এমনকি গুলও, গ্রামের প্রধানসহ সব মানুষ। আর আফারীত রাজ্যে প্রবেশ করা এতটা সহজ নয়। যদি জঙ্গল দিয়েই প্রবেশ করা যেত, তবে এত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকত না।'

'এজন্যই গুল বলেছিল পেছনে না তাকাতে।'

'হ্যাঁ, তা নয় আপনি আয়না চক্রে আবদ্ধ হয়ে যেতেন।'

আনাহিতা সব শুনে ভ্রু কুঁচকে ফেললো। সব তো বাস্তবের মতোই ছিল। এমনকি প্লেনের সেই পচা খাদ্যটাও। তবে কেন নুসফা বলছে এসব বিভ্রম!

আয়নায় নিজেকে দেখে চিনতে পারলো না আনাহিতা। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে।

'আপনি অনেক সুন্দর, মহামান্যিতা।'

'শাহাজাদী, নুসফা।'

আনাহিতা ও নুসফা দুজনেই পেছনের দিকে তাকালো। একজন জিন দাসী কুর্ণিশ করা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। নুসফা প্রশ্ন করল, 'কিছু বলবে, ইজরা।'

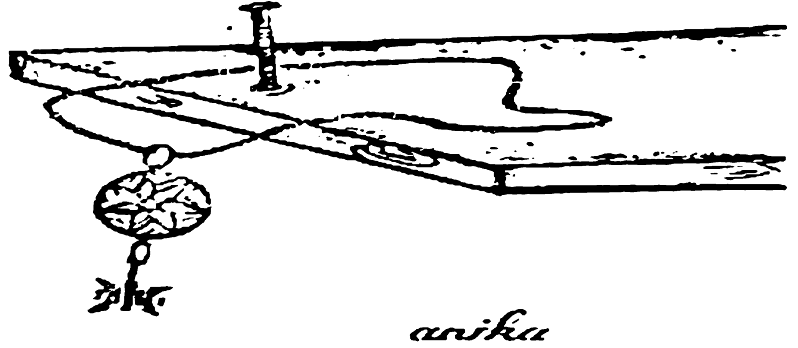
'মহামান্য আপনাদের ডাকছেন।'

ইজরা নাম শুনে হতবিহ্বল হয়ে গেল আনাহিতা। তার বাবাও তার মায়ের নাম বলেছিল ইজরা। ধপ করে উঠে দাঁড়িয়ে নুসফাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা বলেছিল আমার মায়ের নাম ইজরা।'

নুসফা সবকিছু গুছাতে গুছাতে বলল, 'জি, ইজরাই আপনার মাতা।'

আনাহিতা জীবনে প্রথমবার নিজের মাকে দেখলো। সারা জীবন বাবার থেকে শুনে এসেছে তার মা মরে গেছে। আসোলে কি তার বাবাও জানতো সঠিকটা? ইজরা একবার নরম চোখে আনাহিতাকে দেখে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। এতে বেশ মর্মাহত হলো আনাহিতা। নুসফা বিষয়টা বুঝতে পেরে বলল, 'কষ্ট পাবেন না, মহামান্যিতা। উনি আপনার সাথে এখন কথা বলবেন না। চলুন আমার সাথে।'

অধ্যায়– উনচল্লিশ



দো-তলা থেকে আনাহিতা নিচের দিকে তাকালো। বৃহৎ আকৃতির সিংহাসন রাখা হয়েছে সম্মানিতদের জন্য। অনেক লোক নিচের আসনগুলোতে বসে আছেন। আনাহিতা উপরের যে জায়গাটায় বসে আছে, তা খুব সম্ভবত মেয়ে জিনদের বসার স্থান। সব থেকে উপরে অনেক সুন্দর একটা সিংহাসন রাখা। যার কিরণে পুরো সমাবেশ আলোকিত হয়ে আছে।

'ওখানে মহামান্য বসেন।'

নুসফার দিকে একবার তাকিয়ে পুনরায় উপরে তাকালো আনাহিতা। জানতে চাইলো সে, 'তিনি আসবেন না?'

নুসফা কোনো জবাব দিলো না। আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দুজন নারীকে কুর্নিশ করলো। তারা নুসফাকে কিছু না বলে নিজেদের আসনে এসে বসলো। এমনকি আনাহিতাকে দেখেও দেখলো না। নারী দুটো কে, তা জানতে নুসফার

দিকে তাকালো আনাহিতা। তার চোখের ভাষা বুঝতে পেরে নুসফা বলল, 'একজন আমার মা, আরেকজন যুবরাজ এসমাদের মা।'

'ওহ!'

কিছুসময় পর নিচের বিশাল দরজা দিয়ে এসমাদ ও সিরাব প্রবেশ করল। সর্বপ্রথম ঢুকেই এসমাদ উপরে আনাহিতার দিকে তাকালো। আনাহিতার মনে হচ্ছে, ওই দৃষ্টি দিয়েই এসমাদ তাকে মেরে ফেলবে! এসমাদকে দেখিয়ে নুসফা বলল, 'উনি যুবরাজ এসমাদ। অবশ্য আপনার কাছে তার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পাশে যিনি, উনি হচ্ছেন যুবরাজের পিতা সিরাব। তাদের পেছনে যাকে দেখতে পাচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন আফারীতদের সেনাপ্রধান ওলাম। এবং সর্বশেষ যে জিনিরিকে দেখতে পাচ্ছেন, উনি আবুম, মহামানিনী ইলহানার বোন। একমাত্র তার কাছে সময়, কাল পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে এবং রাজ সদস্যদের মধ্যে একমাত্র নারী।'

নুসফা একে একে সকলের সাথে আনাহিতার পরিচয় করিয়ে দিলো। সকলেই নিজ নিজ আসনে তটস্থ হয়ে বসলেন। আচমকা সেই পরিচিত চন্দন কাঠের সুবাস পেলো আনাহিতা। সর্বোচ্চ উপরের সিংহাসনের দিকে তাকালো। কখন আন্দ্রেয়াজ এসে ওখানে বসেছেন, তা সে দেখেনি। জিন পোশাকে আরও কত মোহময় লাগছে আন্দ্রেয়াজকে। আনাহিতার মনে হচ্ছে, যুগ যুগ বছর পর সে তাকে দেখছে। আন্দ্রেয়াজ ভুলেও কিন্তু আনাহিতার দিকে তাকালেন না। দাম্ভিকতার সাথে সিংহাসনে বসলেন।

'যুবরাজ এসমাদের রাজ্য অভিষেকের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে ওলাম?'

'দুঃখিত মহামান্য, এখনো কিছু অংশ বাকি।'

'সেক্ষেত্রে আপনার আরও বেশি তৎপর হওয়া প্রয়োজন।'

'আমি চেষ্টা করবো।'

আন্দ্রেয়াজ কিছুসময় চুপ করে থাকলেন। আনাহিতার কিছুই মিলছে না। উপরে বসে থাকা আন্দ্রেয়াজের বাচনভঙ্গি কতটা বিপরীত! তিনি বলে উঠলেন, 'আজকে এই জরুরি তলবের একটিমাত্র কারণ। আমি আন্দ্রেয়াজ ঘোষণা করে দিচ্ছি, আজ থেকে ইফ্রীত্বদের নতুন বাদশাহ হচ্ছেন যুবরাজ এসমাদ।'

উপস্থিত সকলেই চমকে উঠলো। এমনকি এসমাদও। সিরাব প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'কিন্তু মহামান্য, কোনো আনুষ্ঠিকতা ব্যতীত এভাবে ঘোষণা করলেন?'

'সিরাব, আমি যা করলাম ভেবে-চিন্তেই করেছি। আপনার কোনো সমস্যা আছে, যুবরাজ এসমাদ?'

এসমাদ মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমার কোনো সমস্যা নেই।'

'যুবরাজকে রাজতাজ পরানো হবে অভিষেকের দিন। তার পূর্বে উনাকে অস্ত্র দান করা হবে। আগামীকাল সেটা মহামান্যিতা করবেন।'

আনাহিতার মনে হলো বাক্যটা সে পুরোপুরি শুনতে পেলো না। ভুল শুনলো, কিন্তু পাশ থেকে নুসফা বলার পর বিশ্বাস হলো আন্দ্রেয়াজ আসলেও তাকে একথা বলেছেন।

সভা থেকে বেশ কিছুসময় আগে এসেছে আনাহিতা। তার সামনে একের পর এক খাবার রেখে যাচ্ছে। অবশ্য এতে তার একটুও খারাপ লাগছে না। প্রচণ্ড খিদে অনুভব হচ্ছে, কিন্তু নুসফার অনুমতি ব্যতীত খেতেও মন সায় দিচ্ছে না।

'আপনি শুরু করুন, মহামান্যিতা। বসে থাকবেন না।'

আনাহিতা আগে থেকেই অনেক বেশি খাবার খেতে অভ্যস্ত। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নুসফা অবাক চোখে তার খাওয়া দেখছে। খেতে খেতে আনাহিতা জিজ্ঞেস করলো, 'আন্দ্রেয়াজ কোথায়?'

'মহামান্য কখন কোথায় থাকেন, সঠিকটা কেউ বলতে পারেন না।'

'উনি আমার সাথে কথা বললেন না কেন?'

'বলতে পারছি না।'

একটা ফল মুখে দিলো আনাহিতা। বেশ সুস্বাদু খেতে। সে বলল, 'আমি তো একজন দাসীর মেয়ে। তাও এত সম্মান পেলাম কীভাবে?'

নুসফা হকচকিয়ে উঠলো প্রশ্নতে। সচেতন হয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমরাও সঠিক জানি না। মহামান্য আপনার জন্মের পূর্বে বলেছিলেন, আপনি গুরুত্বপূর্ণ কেউ।'

'আপনারা কেউ জিজ্ঞেসও করেননি কখনো?'

'তাকে খুব কম প্রশ্ন করা হয়।'

'আচ্ছা, তার বয়স কত?'

'দেড় হাজার একশত বছরের উপরে।'

নুসফার মুখ থেকে বয়সের সংখ্যা শুনে ভ্রু কুঁচকাল আনাহিতা। প্রশ্ন করে ফেলল, 'মানে ষোলোশত বছরেরও অধিক?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক বয়স। আচ্ছা জিনরা অমর হয়?'

'নাহ তো।'

আনাহিতা পুনরায় খাবার খাওয়াতে মগ্ন হলো। একটু পরে আবার প্রশ্ন করল, 'একটা প্রশ্ন ছিল।'

'জি, বলেন।'

'তখন যে বললেন ইলহান্নার বোন আবুম সময়, কাল পরিবর্তন করতে পারেন, তবে তিনি তাই করে সব আগের মতো কেন করছেন না?'

'আবুম সময়, কাল পরিবর্তন করতে পারেন, সেটা সঠিক। তবে কারও জন্ম বা মৃত্যু ঘটাতে পারেন না। সেটা আল্লাহ ব্যতীত কেউ পারেন না। আর সে সময়, কাল পরিবর্তন একবারই করতে পারবেন। এটা যেদিন করবেন, সেদিনই তার মৃত্যু ঘটবে।'

আনাহিতা একটি পেয়ালাতে থাকা সুরা পান করলো। বেশ ভালো লাগলো খেতে।

'আমার কাছে অনেক ক্ষমতা রয়েছে, তাই না শাহাজাদী নুসফা?'

'মহামান্য বলতে পারবেন।'

পেট ভরে খেলো আনাহিতা। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বিছানায় গিয়ে আরাম করে বসে পড়লো। নুসফা চলে গেছে তাকে আরাম করতে দিয়ে। সুসজ্জিত একটা কক্ষে থাকতে দেওয়া হয়েছে আনাহিতাকে। ভারী পোশাকটা পরে থাকতে জঘন্য লাগছে। উপরের আলগা অংশগুলো খুলে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

'আপনি সবসময় অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুমান কেন?'

আন্দ্রেয়াজের কণ্ঠ শুনে তড়িঘড়ি করে চোখ খুলে ফেললো আনাহিতা। তার পাশে বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল সে, 'আপনি কখন এলেন?'

'আপনি যখন নিজেকে অর্ধনগ্ন করাতে ব্যস্ত ছিলেন!'

'ছি!'

আনাহিতা জলদি করে নিজের শরীরকে পাশে থাকা চাদরে মুড়িয়ে নিলো। হো হো করে হেসে উঠলেন আন্দ্রেয়াজ।

'হাসছেন কেন?'

'বস্ত্র পরিধান করে লাভ নেই। চলেন আপনাকে একটা গোপন কথা বলি।'

'সেটা কী?'

আন্দ্রেয়াজ মুখে কিছু বললেন না। উঠে বসে আনাহিতার গা থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন। মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখছে আনাহিতা। তিরতির করে কাঁপছে তার অধর যুগল। আন্দ্রেয়াজ তার পিঠের শেষভাগে স্পর্শ করতেই কেঁপে উঠলো আনাহিতা।

'আপনার এক বিশেষ জায়গায় বিশেষ চিহ্ন রয়েছে।'

'আপনি কীভাবে জানলেন?'

‘কারণ আপনি কখনো বিসমিল্লাহ বলে কাপড় পরিধান করেন না। শুধু আমি আপনার উপর এক পর্দা দিয়ে রেখেছি, তাই আর কেউ কিছু দেখতে পায় না।’

আনাহিতা হতভম্বের মতো বসে রইলো। আন্দ্রেয়াজ বিছানা থেকে উঠে পেয়ালায় করে কিছু পানীয় নিয়ে নিলেন। যে পোশাকটা আন্দ্রেয়াজ পড়ে আছে তার বিভিন্ন জায়গায় হিরে জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ আনাহিতার সেই পরিচিতি স্যুট পড়া আন্দ্রেয়াজের কথা মনে হলো। কতটা তফাৎ এখন। আনাহিতা পাশে থাকা পোশাকগুলো পড়ে নিলো।

‘আন্দ্রেয়াজ!’

আনাহিতার ডাকে পেছন ফিরে তাকালেন তিনি। সে প্রশ্ন করল, ‘সকলে বলে আমার জন্ম আপনার জন্য, তা কেন?’

‘সময় হয়নি এখনো কারণটা জানার।’

‘কেন?’

‘সব জানতে নেই। অভিষেক হয়ে গেলে আপনি আর আম্মিরজান ইলহানাকে মুক্ত করতে রওনা হবেন।’

‘ও আচ্ছা! তবে আমি বিশেষ কেউ নই, শুধুমাত্র আপনাদের সেবা করার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে।’

আনাহিতার চোখ অশ্রুতে টলমল করছে। বড্ড অভিমান হয়েছে বুঝাই যাচ্ছে।

‘এছাড়া কোনো কারণ নেই, মহামান্যিতা। ইলহানাকে মুক্ত করতেই হবে আপনাদের। এজন্য আপনি বিশেষ একজন।’

‘কিন্তু সে তো শয়তান।’

আচমকা আন্দ্রেয়াজ এসে আনাহিতার গলা টিপে ধরলেন। তার চোখ দিয়ে মনে আগুন ঝড়ছে। আন্দ্রেয়াজের এরূপ কখনো দেখেনি আনাহিতা। রাগে চোখ লাল করে বললেন, ‘আপনাকে এই মুহূর্তে আমি শেষ করে দিতে পারি, জানেন?’

খুব কষ্টে আনাহিতা মাথা নাড়ালো।

‘ইলহানা আমার প্রণয়িনী, এবং একমাত্র প্রণয়িনী। আপনাকে কথা বলতে দিই তার মানে এই নয় যে, আপনি সব সীমা অতিক্রম করবেন।’

আন্দ্রেয়াজ ছেড়ে দিলো আনাহিতাকে। চোখের দৃষ্টি দিয়েই একটা হুংকার ছেড়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আনাহিতা অনেকটা সময় নিয়ে কাঁদলো। তার জন্ম যে শুধু দাসত্ব করার জন্য, তা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছে। নিজেকে এখন আর বিশেষ কেউ মনে হচ্ছে না।

চোখের পানি মুছে একটু ঘুমাতে চেষ্টা করলো আনাহিতা। মনে মনে একটা জিনিসের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো নিজের সাথে। ইলহানাকে মুক্ত করে এবং আম্মিরজানকে সুরক্ষিত করে সে আর কখনো আন্দ্রেয়াজের মুখ পর্যন্ত দেখবে না।

ঘোড়ার গাড়িতে জীবনের প্রথম উঠেছে আম্মিরা। বেশ উপভোগ করতে পারতো বিষয়টা; যদি ঘোড়াগুলো দেখতে এত ভয়ংকর না হতো। অর্ধেক সাপ আর অর্ধেক ঘোড়া। দেখতেই কেমন বিশ্রী।

'ভয় পাচ্ছেন?'

শাহাজাদী জেস্মিয়ার কথায় মিষ্টি করে হাসলো আম্মিরা। এই জিনটাকে তার খুব ভালো লাগে। আম্মিরা তাকে প্রথমবার দেখেছিল যখন সে কালো যাদুতে আক্রান্ত ছিল। আবছা জাগ্রত অবস্থায় শুধু দেখেছিল জেস্মিয়া বিড়বিড় করে কিছু পড়ছেন। সেটাই প্রথম ও শেষবার।

এখানে এসে শুনলো তিনি বাদশাহ নুরাইনের ভবিতব্য স্ত্রী। ঘোড়ার গাড়ির ভেতর নুরাইন ও জিবাদ একপাশে, অন্যপাশে জেস্মিয়া ও আম্মিরা। পেছনে আরও অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ি। সকলে মিলে আফারীত রাজ্যে যাচ্ছেন এসমাদের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। জিবাদ গম্ভীর মুখ করে রেখেছে। তা দেখে টিপ্পনি কেটে জেস্মিয়া বললেন, 'আফারীতদের আপনি অনেক ভালোবাসেন, তাই না, যুবরাজ জিবাদ?'

'মোটেও না, তারা অসহ্য ও শয়তান।'

জিবাদের মুখ থেকে আম্মিরা একথা শুনে অবাক হয়ে গেল। সে প্রশ্ন করল, 'তাহলে এসমাদ শয়তান?'

জিবাদ জবাব দেওয়ার পূর্বে নুরাইন জবাব দিলেন, 'যুবরাজ এসমাদ শয়তান নয়। তিনি বাল্যকাল থেকেই মহামান্যের সান্নিধ্যে থেকেছেন। এবং যথেষ্ট যোগ্য একজন। শয়তান হলেন আমির।'

আমিরের নাম শুনে একটু দমে গেল আম্মিরা। কিছু না বলে বাইরের দিকে তাকালো। পৃথিবী থেকে এ জায়গাগুলো কত সুন্দর। বিশাল বিশাল ঝর্ণা দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সবুজ পাহাড়, নীল-সাদা মিশেলের আকাশ, যা এসমাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। ইশ! কতদিন পর তাকে দেখবে সে। সে কি জানে যে, তার আম্মিরজান আসছে?

অধ্যায়– চল্লিশ

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে এসমাদ। নুসফা কক্ষের একপাশে মনমরা হয়ে বসে আছে। এসমাদ আজকে অনেকটা খুশি, কারণ আম্মিরাকে নিয়ে জিবাদ রওনা দিয়েছে। খুব বেশিদিন হয়নি যে, সে আম্মিরাকে দেখেনি। তবুও মনে হচ্ছে না জানি কতযুগ ধরে দুজন বিচ্ছিন্ন। এসমাদের তৈরি হওয়া শেষ হলে নুসফা এগিয়ে এসে তার মাথায় যুবরাজতাজ পরিয়ে দিলো।

'আপনাকে বড্ড মোহনীয় লাগছে, যুবরাজ। অনেক খুশি নাকি?'

এসমাদ সামান্য হেসে বলল, 'আপনি জানেন, কেন এত খুশি আমি।'

'তা অবশ্য জানি, আম্মিরজান আসছে।'

গায়ে সুগন্ধী মাখিয়ে নিলো এসমাদ।

'কী অদ্ভুত, তাই না যুবরাজ? আপনি চার বছরের একটা বাচ্চা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন।'

'বিষয়টা তেমন না, নুসফা। আমি তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার নিষ্পাপ চাহনি আমাকে তা করতে দেয়নি। এজন্যই তো মহামান্যকে ওই কথা বলেছিলাম।'

'কোন কথা?'

এসমাদ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'কিছু না।'

তরবারি হাতে নিয়ে সে এগিয়ে এসে নুসফার কপালে হাত রাখলো। বলল, 'আপনার মতো একজন বন্ধু পাওয়া আমার জন্য সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়।'

নুসফা নিজের হাত দিয়ে এসমাদের হাত দুটো আঁকড়ে ধরলো। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক চিড়ে বের হয়ে এলো। মিনমিন করে বলল, 'চলেন যুবরাজ, তারা এসে গেছে।'

আম্মিরা অবাক হয়ে আশেপাশের সব দেখছে। ইফ্রীত্ব রাজ্যে প্রবেশ করেছে তারা। মার্বেলখচিত রাস্তার উপর দিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটে চলেছে বিশাল এক ভবনের দিকে। চারপাশের উৎসুক ইফ্রীত্ব জনতা গাদাগাদি করে এসব দেখছে। বৃহৎ আকারের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো আম্মিরাদের ঘোড়ার বাহন।

সর্বপ্রথম বাহন থেকে নুরাইন ও জিবাদ নেমে এলো। জেস্মিয়া নামতে চাইলে তাকে নুরাইন ধরে নামালেন। বাহন একটু উঁচু হওয়ায় লাফ দিয়ে নামতে হয়। আম্মিরা নিরীহভাবে জিবাদের দিকে তাকালো। জিবাদ নিজের হাত বাড়িয়ে দিলো। আম্মিরা তার হাত আঁকড়ে ধরতে যাবে এমন সময় একটা তীর তাদের দুজনের হাতের মধ্যকার বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলে গেল। চকিতে দুজনে তীরের উৎসের দিকে তাকালো।

প্রাসাদের উপরের বারান্দা থেকে এসমাদ ছুড়েছে তীরটা। এক দাম্ভিকতাময় অপহাস তার ঠোঁটে ঝুলছে। জিবাদ সেদিকে তোয়াক্কা না করে আম্মিরাকে বাহন থেকে নামালো। এসমাদকে দেখে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আম্মিরার। এসমাদের এমন রূপ তার সৌন্দর্যকে অন্য মাত্রায় দাঁড় করিয়েছে। একবার ছুঁয়ে দেখতে মন চাচ্ছে তাকে।

সিরাব, এসমাদ ও আরও কিছু রাজ সদস্য এসে জিবাদ ও নুরাইনকে স্বাগতম জানালেন। সিরাব বিচলিত সুরে বললেন, ‘নুরাইন, আমি অতি আনন্দিত আপনাকে দেখে।’

সিরাব অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ জিন, তাকে সকলেই সম্মান করেন। নুরাইন গিয়ে তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিলেন। তিনি বললেন, ‘রাজপিতা, এটা আমার সৌভাগ্য। যুবরাজ এসমাদ, আপনাকে অভিনন্দন।’

নুরাইনের কথায় ধ্যান ফিরলো এসমাদের। এত সময় ধরে সে আম্মিরার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ছিল। মেয়েটা কয়েকদিনেই এতটা সুন্দর হয়ে গেছে। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে মিষ্টি হেসে নুরাইনকে বলল, ‘আপনাকে কয়েক যুগ পর দেখতে পেলাম।’

‘এটা আমার সৌভাগ্য না দূর্ভাগ্য বুঝতে পারলাম না।’

‘দুটোই। আপনারা ভেতরে আসুন।’

জিবাদ আম্মিরার হাত এখনো ধরে আছে। তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হচ্ছে, এসমাদ চোর আর আম্মিরা রসালো আম। ছেড়ে দিলেই এসমাদ নিয়ে পালাবে। জিবাদকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রুপমাখা কণ্ঠে এসমাদ বলল, ‘যুবরাজ জিবাদ দেখছি কয়েকদিনে আরও বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছো।’

জিবাদ অহংকারী সুরে বলল, 'এসমাদ, মানতে হবে আমি তোমার থেকে বেশি সুর্দশন।'

'অবশ্যই সজারুর কাটার মতো চুলগুলো আরও সুন্দর!'

আনাহিতার বড্ড বিরক্ত লাগছে এখন। নুসফা তাকে ঘুম থেকে তুলে কালকের সেই জায়গায় বসিয়ে গেছে। কতটা আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছিল সে। পাশে এসমাদ ও নুসফার মা বসে আছেন। আজকেও তারা কোনো কথা বলেননি আনাহিতার সাথে। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষোভ নেই তার।

চারপাশে এত জিন, দেখতে আর ভালো লাগছে না। একবার নিচে তাকালো সে। এখনো কেউ আসেনি। ঠিক তখনই প্রহরী কিছু একটা বলল। প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রথমে সিরাব ও এসমাদ প্রবেশ করলেন। তার পেছনে বাদশাহী পোশাক পড়া ব্যক্তিটাকে আনাহিতা চেনে না। হঠাৎ ব্যক্তিটার পেছনে আম্মিরাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো সে। সকলেই তার দিকে তাকালো। সেদিকে তোয়াক্কা না করে দৌড়ে নিচে আম্মিরার কাছে গেল।

'আপনি ঠিক আছেন তো, আম্মিরজান।'

আনাহিতাকে নিজের দিকে অগ্রসর হতে দেখে কিছুটা পিছিয়ে গেল আম্মিরা। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, ভয় পেয়ে পিছিয়েছে। বিষয়টা এসমাদ বুঝতে পারলো।

'আম্মিরজান।' এসমাদের কণ্ঠস্বর শুনে সেদিকে তাকালো আম্মিরা। মনে হচ্ছে ব্যক্তিটার মুখে নিজের নাম কয়েক যুগ পর শুনতে পেলো। অনুভূতির রাজ্যে হঠাৎ সহস্র প্রজাপতি উড়ে চলল, 'আপনি ভয় পাবেন না, আনাহিতা উত্তম কেউ।'

এসমাদের কথায় আশ্বস্ত হলো আম্মিরা। আনাহিতা প্রশ্ন করে বসল, 'তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছো, আম্মিরজান?'

আম্মিরা মিষ্টি হেসে এগিয়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিলো।

'আমি তোমাকে ভয় পাই না, আনাহিতা। কখনো পাই না।'

আম্মিরার সৌন্দর্য দেখে অভিভূত আনাহিতা। এক দৃষ্টিতে অনেক সময় ধরে তাকে দেখছে। আম্মিরা প্রশ্ন করলো, 'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে এত কী দেখছো?'

সে সামান্য হাসলো। তারপর বলল, 'আম্মিরজান, তুমি অনেক সুন্দর হয়েছো!'

'তোমার সৌন্দর্যের কাছে এটা কিছুই না। আচ্ছা, তুমি এখানে কবে এসেছো?'

'গতকাল। জানো, এতগুলো জিনের মধ্যে থাকতে অদ্ভুত লাগছে।'

'তুমি নিজেও তো জিন!'

আম্মিরার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালো আনাহিতা। কথাটা কিন্তু সত্য। সে নিজেও জিন। ইতোমধ্যে তারা একটি কক্ষে প্রবেশ করেছে। দরজায় শব্দ হলে দুজনেই সেদিকে তাকালো। নুসফা এসেছে। আম্মিরা কথা বলে উঠলো, 'নুসফা ম্যাম, কেমন আছেন?'

তার ভ্রু কুঁচকে বলল, 'আম্মিরজান, এখনো আপনি আমাকে ম্যাম বলবেন? 'শাহাজাদী নুসফা' বললে বেশি খুশি হবো।'

তার হাতে বড়ো একটা থালা ছিল, যাতে বেশ কিছু খাবার রাখা। সেগুলো রাখতে রাখতে বলল, 'আপনারা কিছু খেয়ে নেন।'

'আপনিও বসেন।'

সে এসে তাদের পাশে বসলো। তার শরীর থেকে ভুরভুর করে সুগন্ধ বের হচ্ছে।

'দুজনে এত কী বিষয়ে কথা বলছিলেন?'

'দেখুন তো নুসফা, আম্মিরজান কত সুন্দর হয়েছে।'

'তা অবশ্য ঠিক, পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে। জানেন ইফ্রীত্বদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে?'

'কে?'

'মহামান্যিতা ইলহানা।'

আনাহিতা চট করে শয়তান বলতে গিয়েও থেমে গেল। আন্দ্রেয়াজ শুনলে খবর আছে তার।

'তার হাতেই কি আমার জন্ম হয়েছিল?'

'জি আম্মিরজান, উনি আপনাকে খুব ভালোবাসতেন।'

কথাটায় আনাহিতা প্রতিবাদ করলো, 'এটা ভুল নুসফা, তিনি যদি আম্মিরজানকে এতটাই ভালোবাসতেন, তাহলে তার গর্ভে ইফ্রীত্ব জন্মদানের চেষ্টা করতেন না।'

'মহামান্যিতা কিন্তু নিজের স্ব-জাতির মঙ্গলের নিমিত্তে এ কাজ করেছিলেন।'

নুসফা আর কিছু বলার পূর্বে এসমাদ কক্ষ প্রবেশ করলো। তাকে দেখেই নুসফা আনাহিতাকে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলো। আম্মিরা একাই এখন বিছানায় বসে আছে। এসমাদ ধীরে ধীরে তার সামনে এসে বসলো। সেই নীল চোখের ধ্বংসাত্মক চাহনি। এসমাদের শুভ্র নিখুঁত মুখে নিজের ডান হাত বুলালো আম্মিরা। প্রথমে কথা বলে উঠল এসমাদ, 'খুব কষ্ট গেছে ক'দিন, তাই না?'

'আপনি সত্যিই জিনদের যুবরাজ?'

'হ্যাঁ, আর আপনি আমার যুবরানি।'

এসমাদ কথাটা বলে আম্মিরার অধরযুগল নিজের অধীনে নিয়ে এলো। এ সময়টার অপেক্ষা দুজনে কত করেছে। দুটো বিচ্ছেদ হওয়া পিপাসিত প্রেমিক-প্রেমিকা নিজেদের পিপাসা মিটিয়ে নিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আম্মিরাকে ছেড়ে দিলো এসমাদ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আমির আপনার কোনো ক্ষতি করেনি তো?'

'করতে পারেনি।'

'তাকে মহামান্য পেলে মৃত্যু প্রদান করবে।'

'আপনার ভাই সে।'

'জানেন, এসব কিছু হচ্ছে আপনার বাবা ওদুদের জন্য।'

'সকলে এই এক কথা কেন বলে?'

'কারণ তিনি দোষী।'

'কিন্তু সে আমার বাবা।'

আম্মিরা মুখটা গোমড়া করে ফেললো। তাকে আরেকটু নিজের দিকে টেনে নিলো এসমাদ।

'যখন জানলেন আমি ইফ্রীত্ব ভয় লাগলো না?'

'উহুঁ, তা কেন লাগবে। আপনি দেখতে তো মানুষের মতো। তবে ওই ঘৌলটাকে দেখে ভয় লাগতো।'

এসমাদ হো হো করে হেসে উঠলো। বলল, 'তার থেকেও ভয়ংকর আমার রূপ। তবে আপনি তা কখনো দেখতে পাবেন না।'

এসমাদের বুকে মাথা রাখলো আম্মিরা। তারপর বলল, 'জানেন, আমাদের প্রথম চুম্বন ছিল এটা।'

'নাহ।'

এসমাদের বুক থেকে মাথা উঠিয়ে ভ্রু কুঁচকে ফেললো আম্মিরা। জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'আমাদের প্রথম চুম্বন ছিল আপনার রজঃক্রিয়া শুরু হওয়ার দিন।'

'আশ্চর্য!'

'এসব কথা থাক। এদিক থেকে ভালো যে, আমি আপনাকে পেয়েছি।'

'জিন আর ইনসানের মিলন হতে পারে?'

'হবে। আমাদের হবে।'

আম্মিরা এসমাদের বুকে আবার মাথা রাখলো। এখন তার বড্ড শান্তি লাগছে। ভেবেছিল কখনো আর এসমাদকে দেখতে পারবে না, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায় অন্য কিছু ছিল।

অধ্যায়– একচল্লিশ

সকলে একত্রে আহার করতে বসেছেন। নুরাইন ও জেস্মিয়া পাশাপাশি বসেছেন। তারা খুব একটা কথা বলেন না একে অপরের সাথে। দুজনের বিবাহ ঠিক করা, তবুও অচেনার মতো ব্যবহার করেন। তাদের পাশে জিবাদ বসেছে। এসমাদ সেই যে আম্মিরাকে নিজের কাছে নিয়েছে আর একা ছাড়েনি। বিষয়টা সিরাবের কাছে বড্ড দৃষ্টিকটু লাগলেও কিছু বলছে না আপাতত।

আন্দ্রেয়াজের জন্য সকলে অপেক্ষা করছে, শুধু আনাহিতা বাদে। সে নিজ ইচ্ছামতো খেয়ে চলেছে। আন্দ্রেয়াজ কক্ষে ঢুকে অভিবাদন গ্রহণ করে সবার সামনে গিয়ে বসলো। আনাহিতা একবার ফিরেও তাকালো না তারদিকে। তিনি বুঝেছেন কালকের ঘটনায় আনাহিতা তার উপর ক্ষুব্ধ। খাবার গ্রহণ করার সময় সকলে নানা বিষয়ে আলোচনা করে নিচ্ছে। পরশু এসমাদের রাজ্য অভিষেক। তার পরে হয়তো-বা ইলহানাকে মুক্ত করতে যাবেন।

আনাহিতা সকলের আগে খেতে বসায় তার খাওয়া শেষ হলো। সবার থেকে অনুমতি নিয়ে বাইরে নির্জন খোলা এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো। এ জায়গা থেকে আফারীত রাজ্য পুরোটা দেখা যায়। আনাহিতা কখনো ভাবেনি এসবের অভিজ্ঞতা হবে তার। নিচে প্রবেশদ্বারের জায়গায় ইজরা বসে আছে। তার পাশে ছোট্ট একটি শিশু। হয়তো ইজরার জিন সন্তান এবং আনাহিতার ভাই।

হঠাৎ নিজের বাবার জন্য বুকটা হুহু করে উঠলো তার। জিবরান মরে গেছে এখনো একমাস হয়নি। অথচ জীবন কতভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল। ইজরার থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে তাকালো সে। এখন রাত। পৃথিবী থেকে এ জায়গা ঠিক কতটা দূরে, তা সে জানে না। চন্দন কাঠের সুভাসে আনাহিতা টের পেলো পেছনে আন্দ্রেয়াজ এসে দাঁড়িয়েছেন। সেদিকে তাকানোর প্রয়োজনবোধ করলো না সে। আন্দ্রেয়াজ কথা বলে উঠলেন, 'মহামান্যিতা এই যে আজকের

সুগঠিত ইফ্রীত্ব রাজ্য দেখছেন, যদি এর জায়গায় শুধু ধ্বংস, মৃত্যু এসব দেখতেন, তবে কেমন লাগতো?'

'হঠাৎ একথা কেন বলছেন?'

'আমার পালক পিতার যখন মৃত্যু ঘটলো, তখন বুঝেছিলাম অসহায় শুধু ইনসানরা হয় না। তখন সবেমাত্র আমার বয়স একশত-এর মতো। সাবালক হইনি। ঠিক সেই সময় আমি ইফ্রীত্বদের অনেক করুণ অবস্থা দেখেছি।'

'এ ঘটনা আমি জানি।'

'আল্লাহর ইবাদত দিয়ে যে শক্তি পেলাম, সেটুকু ইফ্রীত্বদের জন্য ব্যয় করেছি। কতগুলো ত্যাগ স্বীকার করেছি, তা আপনি বুঝবেন না। একটু যখন গুছিয়ে নিলাম, তখন প্রথমবারের মতো আমি ইলহানাকে দেখি। আপনি এতটুকুতে অধৈর্য হয়ে গেছেন? ইলহানা শত শত বছর ধৈর্যর ফলে আমাকে পেয়েছিল।'

'তবে তাকে শাস্তি কেন দিয়েছিলেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আন্দ্রেয়াজ। বলা শুরু করলেন, 'আমাদের আটশত বছরের প্রেম ছিল, আনাহিতা। তবে কেন সে আমার থেকে পরামর্শ না করে আম্মিরজানের সাথে এমন কিছু একটা করতে গিয়েছিলেন? যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্ম নিতো, সেটা একমাত্র ঘৌলরা জানে। ওই যে পাহাড় দেখছেন না, সেটা একসময় আমাদের অধীনে ছিল। আমির সেই বিশেষ প্রক্রিয়া জানার পরিবর্তে পাহাড়টা ঘৌলদের দিয়ে দেয়। এতে করে অনেক ইফ্রীত্বের মৃত্যু ঘটে। শাস্তি দেওয়া স্বাভাবিক। অথচ আমি কি জানতাম এর ফলে তাকে হারাতে চলেছি?'

'ভালো করেছেন। সেও শয়তান। আপনিও শয়তান!'

আনাহিতা দৌড়ে চলে যেতে ঘুরে দাঁড়ালে আন্দ্রেয়াজ তাকে থামিয়ে দিলেন। হাত ধরে টেনে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। কালো চোখের মণিগুলো দিয়ে দৃষ্টিবন্ধ করে রেখেছেন আনাহিতাকে। বিদ্রুপমাখা স্বরে বললেন, 'আমরা শয়তান হলে, আপনি?'

'আমি ইনসান।'

'অর্ধেক ইনসান এবং অর্ধেক ইফ্রীত্ব।'

'একদম না।'

আনাহিতার কোমর দুহাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলেন আন্দ্রেয়াজ। মুখে হালকা হাসি টেনে বললেন, 'আপনার দুটো পালকযুক্ত ডানা আছে।'

ভ্রু কুঁচকে নিজের পেছনে তাকালো আনাহিতা। তারপর বলল, 'মিথ্যুক!'

'দেখতে চান?'

'অবশ্যই।'

আনাহিতার মুখের দিকে কিছুসময় তাকিয়ে থাকলেন আন্দ্রেয়াজ। ধীরে ধীরে তার চোখের রঙ পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি বললেন, 'ভয় পাবেন না তো?'

আনাহিতা মাথা নাড়িয়ে না বলল। আচমকা আন্দ্রেয়াজের পিঠের দুদিক থেকে দুটো আগুনের তৈরি ডানা বের হয়ে এলো। আনাহিতা বিস্ময় নিয়ে তা দেখছে। হঠাৎ নিজের পেছনে ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেলো সে! ভ্রু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার ডানা আছে!'

আন্দ্রেয়াজ মুচকি হেসে তাকে নিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে এলো। আনাহিতা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আন্দ্রেয়াজকে আঁকড়ে ধরলো। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি পড়ে যাবো।'

'আমার উপর ভরসা রাখুন। ডানাগুলো হালকা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন।'

আম্মিরার হাত শক্ত করে ধরে আছে এসমাদ। বেশ নির্জন জায়গাটা। চোখ ঘুরিয়ে সব দেখছে আম্মিরা। সে বলল, 'এত বড়ো প্রাসাদ কোনো প্রহরী নেই? জিনদের মধ্যে চোর বা আততায়ী হয় না?'

'কেন হবে না, অবশ্যই আছে। ইফ্রীত্বদের শয়তানদের থেকেও ভয়ংকর বলা হয়।'

'শুনেছিলাম।'

'হ্যাঁ, দরজাটা ধাক্কা দেন।'

এসমাদের কথামতো আম্মিরা দরজায় ধাক্কা দিলো। পুরো কক্ষ অন্ধকার, শুধু একটু স্থান ব্যতীত। যেখানে একটা ভাঙা তরবারি রাখা। এসমাদ আম্মিরাকে সেই তরবারির সামনে নিয়ে এলো। তারপর বলল, 'সেদিন বলেছিলেন অস্ত্রগুলো উঠাতে পারছেন না। জানেন, এটা একমাত্র অস্ত্র, যা আমি উঠাতে সক্ষম নই।'

'কেন?'

'এটা মহামান্যের।'

'তবে এটা তো ভেঙে গেছে।'

'জি, একটা দুর্ঘটনার জন্য।'

আম্মিরা কাঁচের উপরে হাত রাখলো। খুশি হয়ে বলল, 'জিনিসটা সুন্দর।'

এসমাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'আমরা খুব শীঘ্রই পৃথিবীতে ফিরে যাবো, আম্মিরজান।'

আম্মিরা পেছন ফিরে দেখে এসমাদের চোখে কেমন যেন নিরবতা বিরাজ করছে। একটু সামনে এগিয়ে তার গালে হাত রাখলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা এসমাদ, মহামান্যিতা ইলহানা ভালো না খারাপ?'

রাগত স্বরে বলল, 'আম্মিরজান, উনি ভালো কেউ নন।'

'মানে?'
এসমাদ কিছু বলল না। আম্মিরাকে বুকে টেনে নিলো।

আন্দ্রেয়াজ ও আনাহিতা উড়তে উড়তে অনেক উপরে উঠে এসেছেন। এখনো আনাহিতা ডানাগুলো নড়াতে সক্ষম হয়নি। আনাহিতা জানতে চাইলো, 'ডানা কি সবসময় এমনই থাকবে?'
আন্দ্রেয়াজ এক শব্দে জবাব দিলো, 'না।'

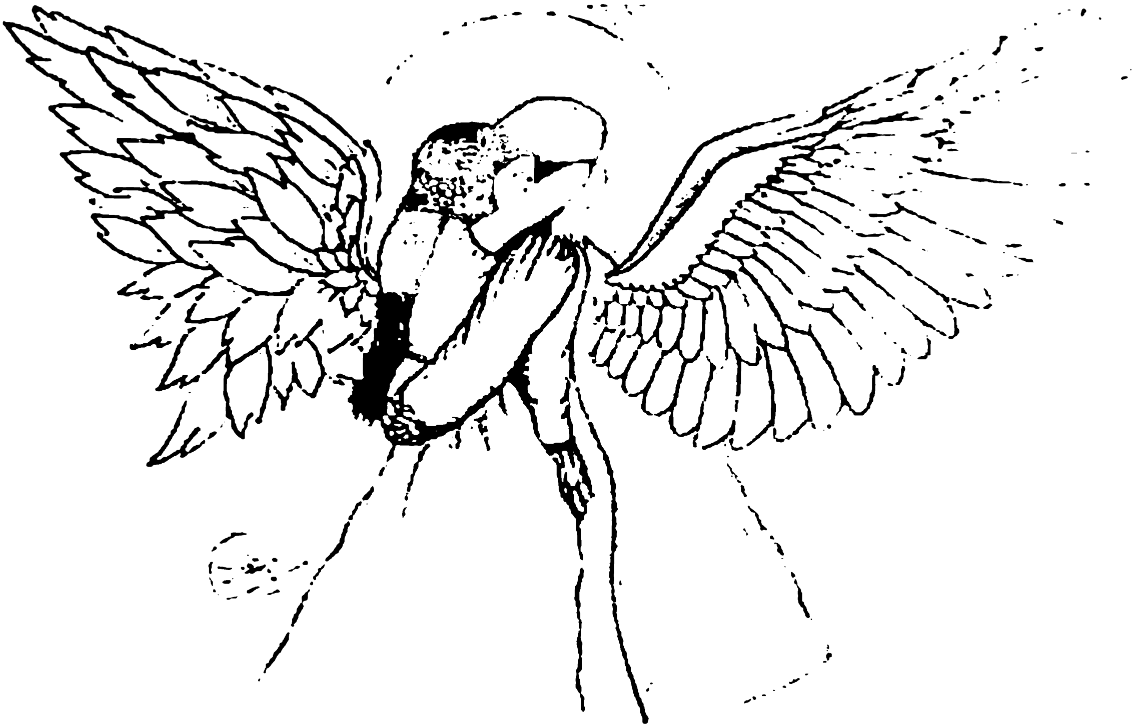
আনাহিতা ধীরে ধীরে নিজের ডানাগুলো নাড়াতে সক্ষম হলো। তারা আলিঙ্গন ভঙ্গিতে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। মৃদুমন্দ হাওয়া দিচ্ছে প্রকৃতি। আন্দ্রেয়াজের উষ্ণতা বড্ড ভালো লাগছে আনাহিতার।
'মহামান্যিতা।'
'হুম।'

আন্দ্রেয়াজ কিছু বলল না। এক হাত দিয়ে আনাহিতার মুখ উঁচু করে তার অধরে হালকা চুম্বন করলেন। হঠাৎ এমন করায় নিজের সমস্ত ভর আন্দ্রেয়াজের উপর ছেড়ে দিলো আনাহিতা। আচমকা একটা আগুনের গোলা উড়ে গেল আকাশে। আন্দ্রেয়াজ জলদি করে আনাহিতাকে সুরক্ষিত করলেন।

একটা যাওয়ার পর আরও কতগুলো আগুনের গোলা রাজ্যের দিকে আসার পূর্বেই আন্দ্রেয়াজ নিজের শক্তি দিয়ে সেগুলোর দিক ঘুরিয়ে ফেললেন। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে আনাহিতা। তাকে নিয়ে মাটিতে নেমে এলেন আন্দ্রেয়াজ। গোলার শব্দে সকলে বের হয়ে এসেছে।
'মহামান্য, এটা কীসের সংকেত ছিল?'
আন্দ্রেয়াজ উত্তেজিত সুরে বললেন, 'আমাদের উপর আচমকা আক্রমণ করা হয়েছে। এটা তার পূর্ভাবাস ছিল। যুবরাজ এসমাদ কোথায়?'
এসমাদ এ মুহূর্তে বের হয়ে এলো। সে আগেই গোলাটা দেখেছিল। তবে কাউকে বলার পূর্বেই ওটা এগিয়ে এসেছে। সে বলল, 'আমি এখানে, মহামান্য।'
আন্দ্রেয়াজ এসমাদকে আদেশ করলেন, 'সৈন্য তৈরি করুন। খুব সম্ভবত আমাদের উপর বড়ো কোনো আক্রমণ হবে।'
'মহামান্য, আমি জানতাম, তা সব তৈরিই আছে।'

এসমাদ পেছন ফিরে আম্মিরাকে দেখলো ভয়ে মেয়েটা জড়োসড়ো হয়ে আছে। একটু মুচকি হেসে তাকে আশ্বস্ত করলো এসমাদ। একটা অজানা আশঙ্কায় আন্দ্রেয়াজকে বড্ড চিন্তিত দেখাচ্ছে। এতদূর থেকেও প্রজাদের মৃদুগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আনাহিতা এসে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তার হাত দুটো আঁকড়ে ধরলো।

অধ্যায়– বিয়াল্লিশ



'আপনি এমন কেন করছেন, আম্মিরজান?'

'জানি না, কিন্তু আপনার যুদ্ধে যেতে হবে না।'

এসমাদকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আম্মিরা। এসমাদ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'আমি আফারীতদের বাদশাহ, তা সকলেই জানেন। হয়তো অভিষেক হয়নি। নিজ স্ব-জাতির ক্ষতি কীভাবে হতে দিই?'

'আমির কীভাবে হতে দিচ্ছেন?'

এসমাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সবকিছুর উত্তর হলে আল্লাহ তায়ালা ভালো-মন্দ তৈরি করতেন না।'

'আমি কখনো ভাবিনি আমেরিকার মতো উন্নত রাষ্ট্রে বেড়ে উঠেও এমন দিন দেখতে হবে। শেষে কিনা জিন প্রেমিক পেয়েছি!'

আম্মিরার এহেন বোকা কথায় হেসে দিলো এসমাদ। সে বলল, 'কী করবেন বলেন অদৃষ্টে ছিল।'

'আপনার যুদ্ধে না গেলে হয় না?'

এসমাদ কিছু বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় তাজ পরলো। নুসফা কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এসমাদ তাকে ভেতরে আসতে বলল। সে ভেতরে আসলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'যুবরাজ জিবাদ কোথায়?'

'বাইরে আছেন।'

'আমি উনার সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

'জি।'

এসমাদ যাওয়ার পূর্বে শেষবারের মতো আম্মিরাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিলো। হঠাৎ এসমাদের বুকের ভেতর প্রচণ্ড শূন্যতা অনুভব হচ্ছে। আম্মিরাকে কোনোভাবে হারাতে চায় না সে।

জিবাদ ও নুরাইন অন্য রাজ্যের প্রধান দেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এটা জিনদের একটা নিয়ম। নিজের যুদ্ধ নিজেকেই করতে হবে। আচমকা ঘৌলরা আফারীতদের উপর আক্রমণ করেছে। পুরো বিষয়টার পেছনে যে আমির রয়েছেন, তা সকলেই জানে।

এসমাদ মনে মনে পণ করলো, আজকে আমিরের অধ্যায় পুরোটা সমাপ্ত করে দেবে। কক্ষ থেকে কিছুদূরে জিবাদকে দেখতে পেলো এসমাদ, নিজের তরবারি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যস্ত সে। এসমাদকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?'

'জিবাদ, একটা কথা বলতে এলাম।'

'শুনতে পাচ্ছি।'

জিবাদের এরকম বিদ্রুপমূলক বাক্যকে তোয়াক্কা করলো না এসমাদ। বুকভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'আম্মিরা তোমারও আমানত। আমির কী পরিকল্পনা করেছে আমি জানি না। তবে আম্মিরাকে সুরক্ষিত রাখবে তুমি।'

জিবাদ মুচকি হেসে বলল, 'যুদ্ধে জয়ী হও বাদশাহ।

'আপনি তো আমার সহিত আগুন ও আমি মোমের অনুরূপ। যার স্পর্শে আমি একদম গলে তরলে রূপান্তরিত হয়ে যাই। তাহলে কেন এসব?'

আনাহিতার এহেন বক্তব্যে কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না আন্দ্রেয়াজ। চুপচাপ সামনে থাকা চকচকে তরবারির দিকে তাকিয়ে আছেন। ডান হাতের তর্জনী দ্বারা নগ্ন তরবারিতে একবার আঙুল বুলালেন। তারপর বললেন, 'যুদ্ধের ডঙ্কা কিন্তু বেজে গেছে, আনাহিতা। আপনি কি তা শুনেছেন?'

'নাহ। আমার শোনার প্রয়োজন নেই, মহামান্য।'

জারুল রঙের তাঁবুতে কাটা ছোট্ট জানালার বাইরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিলো আনাহিতা। তার চোখ ভর্তি অশ্রু। তরবারি রেখে আনাহিতার নিকট এসে দাঁড়ালেন আন্দ্রেয়াজ। তার থুতনিতে এক আঙুল লাগিয়ে মুখটা একটু উঁচু করলেন। মেয়েটার রূপ মনে হয় ইফ্রীত্ব রাজ্যে এসে আরও খুলে গেছে। তার কপালে ছোটো করে নিজের অধর স্পর্শ করালেন আন্দ্রেয়াজ। তারপর বললেন, 'আনাহিতা! আপনি যদি এই যুদ্ধে ভয় পান, তবে কেমনে হবে? সামনে যে মৃতয যুদ্ধ আসতে চলেছে। ভুলে যাবেন না, আপনি মহামান্যিতা।'

'বারবার মনে করানো কি আবশ্যক?'

'জি।'

'আপনি এখন রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবেন।'

'আমি যুদ্ধে গেলে হবে না?'

'আপনি যুদ্ধের জন্য বর্তমানে প্রস্তুত নন।'

এমন সময় এসমাদ তাঁবুর বাইরে থেকে আন্দ্রেয়াজের কাছে ভেতরে ঢুকার অনুমতি চাইলো। অনুমতি দিতে বললেন, 'আসুন যুবরাজ।' তারপর আনাহিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি এখন চলে যান, মহামান্যিতা।'

'আপনি নিজের খেয়াল রাখবেন।'

আন্দ্রয়াজ হালকা অধর প্রশস্থ করে বললেন, 'আমার মৃত্যু এত সহজ নয়।'

আনাহিতা শেষবার আন্দ্রেয়াজকে পুরো দৃষ্টি ভরে দেখে নিলো। বের হওয়ার সময় এসমাদ তাকে বলল, 'আম্মিরজানের খেয়াল রাখবেন, মহামান্যিতা।'

'জি।'

আনাহিতা বের হয়ে গেলে আন্দ্রেয়াজের দিকে তাকালো এসমাদ। আন্দ্রেয়াজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তৈরি, যুবরাজ?'

এসমাদ হ্যাঁ বোধক মাথা দুলিয়ে বলল, 'কসম অবিনশ্বর সত্তার, আজকে আমির নামক অভিশাপ সম্পূর্ণভাবে শেষ করবো। যে নিজের স্ব-জাতির ক্ষতি করতে পারে, তার বাঁচার অধিকার নেই।'

'তবে আপনি পূর্বদিক থেকে যুদ্ধ করবেন।'

'কেন?'

আন্দ্রেয়াজ তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, 'আমার একটা পরিকল্পনা আছে।'

'সেটা কী?'

'যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাবেন। এখন যাওয়া যাক।'

এসমাদ ও আন্দ্রেয়াজ দুটো নীল রঙের ঘোড়ায় চড়ে উড়ে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেল তারা। আন্দ্রেয়াজ নিজের পরিকল্পনা আরও একবার স্মরণ করে নিলেন। ঘৌলরা এই যুদ্ধের জন্য মারাত্মক মাশুল দিতে চলেছে।

অধ্যায়– তেতাল্লিশ

আবুম আয়না কক্ষে বসে যুদ্ধের সমস্ত কিছু দেখছেন। মাত্র তিন প্রহরেই আফারীতরা নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করে নিয়েছে। কতটা সুগঠিত ও শক্তিশালী সৈন্য ছিল, তা ভেবে অবাক হচ্ছেন। আজ নিজ বোন ইলহানার কথা অনেক বেশিই মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে আবুম একবার তার সাথে কথা বলেছিলেন আয়না জগতের মাধ্যমে। এটা কেউ জানে না। এরপর আর কখনো ইলহানা আসেননি। তবে আজকে মনে হচ্ছে, তিনি আবার আসবেন।

আবুমের আশঙ্কা সঠিক হলো। হঠাৎ তার ঘরের সব জানালা বন্ধ হয়ে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। চন্দনকাঠের সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো কক্ষ। আয়নাতে কিছু একটা জ্বলজ্বল করছে। আবুম বুঝতে পারলেন ইলহানা আয়না জগতের মাধ্যমে আবার এসেছেন। মূলত এটা ইলহানা নন, তার অবয়ব। খুশিতে আবুম আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইলহানা সত্যিই এসেছেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার মুখ ভেসে উঠলো আয়নায়। কথা বললেন আবুম, 'মহামানিনী আপনাকে দেখার জন্য আমার চোখ গুলো পানিশূন্য হয়ে গিয়েছিল।'

তার কথার কোনো গুরুত্বও দিলেন না ইলহানা, 'আবুম, আপনার কাছে আমি এসব বিষয়ে শুনতে আসিনি। একটা আদেশ করতে এসেছি।'

'আপনার সকল আদেশ আমি মেনে নেবো।'

'অতি দ্রুত সময়কাল পরিবর্তন করে দেবেন এবং তা এই মুহূর্তে।'

ইলহানার কথায় আবুম অবাক হয়ে গেলেন। কপালে চিন্তার ভাঁজ টেনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন মহামানিনী? এ যুদ্ধের ফলে কি আফারীতদের কোনো ক্ষতি হবে?'

'হ্যাঁ, আমির মরে যেতে পারেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আমি আপনাকে বহু আগেই আদেশ করেছিলাম আম্মিরজানকে মেরে ফেলতে।'

আবুম ঘুরে যুদ্ধের ময়দানে কী হচ্ছে তা দেখলেন। সত্যিই আমিরকে আটক করে ফেলেছে এসমাদ। তিনি আবার কথা বলতে শুরু করলেন, 'ওসনে কেন মারতে পারলো না আম্মিরজানকে?'

'আমি লজ্জিত, মহামানিনী। যতদূর জানি তিনি যাদুর মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন।'

'সেসব বাদ। এখনই সময়কাল পরিবর্তন করে দেবেন।'

'আম্মিরজান না থাকলে তো আপনি মুক্ত হতে পারবেন না।'

'সেটা যুবরাজ এসমাদের মনগড়া কথা। নয়তো মহামান্য রেগে গিয়ে আম্মিরজানকে মেরে ফেলতেন। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। আমির এমন তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন, আম্মিরজানের মৃত্যু আর সহজলভ্য নয়।'

'সেটা কী?'

'আপনার না জানলেও হবে।'

আবুমকে বড্ড চিন্তিত দেখাচ্ছে। বিষয়টা ইলহানা বুঝতে পারলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমার আদেশ মানবেন না, আবুম?'

'এতে করে আমার মৃত্যুও হতে পারে, মহামানিনী। আমি আপনার ছোটো বোন।'

'ক্ষমতার ক্ষেত্রে আত্মীয় হয় না। আমি শুধু একবার মুক্ত হই। আম্মিরজান ও মহামান্যিতা আনাহিতা এইদুজনের অদৃষ্টে জঘন্য মৃত্যু রয়েছে।'

'শুধুমাত্র আমির মরে যাবে, তাই আপনি সময়কাল পরিবর্তন করতে বলছেন?'

'না, তার অবশ্যই কারণ আছে। মৃত্যুর পূর্বে আপনার তা না শুনলেও হবে।'

'অন্তত আমাকে এটা বলে যান, আপনি কোথায় আছেন?'

'তা আমিও জানি না, আবুম। আমাকে গইলানরা আটক করেনি। অন্তত এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত।'

'মহামান্যকে ব্যাপারটা আমি বলবো।'

'সে সময় পাবেন না। সময়কাল এখনই পরিবর্তন করবেন। আর একবারও এটা ভেবেছেন মহামান্যিতার জন্ম কেন হলো? মহামান্যের কাছে আমার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আনাহিতা।'

ইলহানার মুখে বেদনা ফুটে উঠলো। তা যেন আবুম না দেখতে পান, সেজন্য সাথে সাথেই আয়না থেকে মিলিয়ে গেলেন তিনি। বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল আবুমের। সম্পর্কে সে ইলহানার বোন। অথচ নিজের বোনের চিন্তা একবারও করলেন না। একমাত্র সেই জানে ইলহানা কতটা শয়তান। তবুও আদেশ অমান্য করবেন না তিনি। সময়কাল এখনই পরিবর্তন করে দেবেন।

'আপনি এরকম কিছুই করবেন না, আবুম।'

জিবাদ এতসময় ধরে আবুম ও ইলহানার সমস্ত কথা শুনছিল। তাকে দেখে একটুও বিচলিত হলেন না আবুম। মিনমিন করে বললেন, 'যুবরাজ জিবাদের দেখি চোরের স্বভাব রয়েছে।'

দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো জিবাদ। সে বলল, 'আমি আপনাকে আদেশ করছি, এরকম না করতে।'

আবুম বিদ্রুপ হাসলেন, 'আমি আপনার আদেশ কেন শুনবো?'

'মহামান্যের আদেশ তো শুনবেন? আমি এখনই যুদ্ধের ময়দানে খবর পাঠাবো।'

'সেটার সময় আপনি পাবেন না।'

আচমকা নিজের নখ জিবাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন আবুম। তার নখের মধ্যে এমন এক উপাদান রয়েছে, যা শক্তিশালী জিনকেও মেরে ফেলতে পারে। ব্যথায় মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লো জিবাদ। তার শরীরে মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সুঁচ কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

'আপনি কিছুটা ইনসান দেখে আমার প্রতিরোধ করতে পারলেন না, জিবাদ।'

আবুমের কালো চোখগুলো ক্রূর হাসি হাসছে। জিবাদের সামনে থেকে উঠে এসে তিনি কিছু পড়া শুরু করলেন। মুহূর্তেই তার সামনে একটি বলয় তৈরি হয়ে গেল। জিবাদ বুঝতে পারলো আর কিছু সম্ভব নয়। বহুকষ্টে উঠে তিনি কক্ষের বাইরে এলেন।

অনেকটা আসার পর আনাহিতাকে দেখতে পেলো। আনাহিতা দূর থেকে জিবাদকে আহত অবস্থায় দেখে দৌড়ে এসে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'জিবাদ, আপনার কী হয়েছে।'

নিজের কষ্ট সংবরণ করে সে বলল, 'মহামান্যিতা আমার কাছে খুব বেশি সময় নেই।'

'কেন?'

আনাহিতাকে সব খুলে বলল জিবাদ। সে সব শুনে বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আর কোনো উপায় নেই, জিবাদ?'

'নাহ! কারণ এসমাদ বা মহামান্য কেউ প্রাসাদে নেই। আমার কথা মন দিয়ে শুনুন, আমি জিবাদ নই।'

জিবাদকে ছেড়ে দিলো আনাহিতা। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, 'তবে আপনি কে?'

'আমি তার অবয়ব। জিবাদের দেহ সুরক্ষিত আছে তার রাজ্যে। আপনি যে ঔষধ তার উপর ছিঁটিয়ে দিয়েছিলেন, এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি অবয়ব মরে গেলেও তার কিছু হবে না।'

'এখন কী করবো আমি?'

'ইলহানা একটা জলজ্যান্ত শয়তান। সময়কাল পরিবর্তন হলে জিনরা ব্যতীত সকলে সব ভুলে যাবে। এমনকি আপনিও।'

'আর আম্মিরজান?'

'তারও কিছুই মনে থাকবে না। সব বদলে যাবে। প্রেক্ষাপট, স্থান সব। আপনার কোনো শক্তি থাকবে না। আমি আপনাকে একটা শক্তি দিয়ে যাচ্ছি, এর ফলে আপনি সঠিক সময়ে সব মনে করতে পারবেন। আমার কাছে আর সময় নেই, মহামান্যিতা।'

জিবাদের অবয়ব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ওদিকে কক্ষ থেকে আবুমের কণ্ঠস্বরও স্তিমিত হয়ে এলো। বেশ জোরেই পড়ছিল সে। জিবাদের অবয়বকে মাটিতে রেখে আনাহিতা সেদিকে এগিয়ে চললো। আবুমের শরীরে চিমসা লেগে গেছে। শেষবারের মতো কিছু একটা উচ্চারণ করে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়লো আবুমের দেহ।

অধ্যায়– চুয়াল্লিশ

ঠান্ডার মধ্যেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে আম্মিরার। কোথাও অতি ক্ষীণ স্বরে একটা পাখি ডেকে চলেছে। মনে হচ্ছে শীতের কারণে পাখিটির গলার মাধুর্যতা স্তিমিত হয়ে গেছে। সামনে বসে থাকা নীল চোখের বৃদ্ধাটি ইতোমধ্যে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। তার হাত প্রচণ্ড কাঁপছে। সেভাবেই হাতে থাকা ডায়ারিতে বন্ধ করলেন।

'তারপর কী হলো? সময়কাল পরিবর্তন হয়ে গেল?'

মহিলাটি একটা শুকনো ঢোক গিললেন। তিনি মিনমিন করে বললেন, 'সেটা তো লেখা নেই ডায়ারিতে। আসলে আর কিছুই লেখা নেই।'

'কেন?'

'হয়তো-বা এখনো ঘটনাগুলো ঘটেনি, তাই। কিংবা ডায়ারি লেখক আর লিখতে পারেননি।'

কথাটা বলে মহিলাটি মিষ্টি করে হাসলেন। আম্মিরাকে বড্ড অধৈর্য দেখালো তাতে। প্রশ্ন করতে থাকলো সে, 'এসমাদ, আন্দ্রেয়াজের কী হলো? তারা কি জানলো না সময়কাল পরিবর্তন হয়ে গেছে? ইলহানা সে কি মুক্তি পাবে? হঠাৎ তারই বা কী হলো, যার জন্য সময়কাল পরিবর্তন করে দিলেন? জিবাদ কি সত্যিই মরে গেল?'

'না তার অবয়বের মৃত্যু হয়েছে।'

'আনাহিতা, আম্মিরা তাদেরই-বা কী হলো?'

মহিলাটি কিছু না বলে মিষ্টি করে হাসলেন। আম্মিরা কোনোভাবেই নিজের উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারছে না, তাই দেখে সে আবার প্রশ্ন করলো, 'আপনি এ ডায়ারি কোথায় পেয়েছেন?'

'আফারীতরা এনে দিয়েছে।'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো আম্মিরা। তার সাথে মহিলাটিও হাসছেন, রহস্যময় হাসি। 'আম্মিরা।'

লাইব্রেরিয়ান এর ডাকে আম্মিরা পেছনে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনেক আগে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে, এখনো কী করছো?'

'একটা ডায়ারি পড়ছিলাম জুমার। আসলে পড়ছিলাম না, কাহিনি শুনছিলাম। এই যে আন্টি শোনাচ্ছিলেন।'

লাইব্রেরিয়ান ভ্রু কুঁচকে মহিলাটির দিকে তাকালো। কপালে ভাঁজ টেনে বলল, 'এ তো অন্ধ। তোমাকে কীভাবে ডায়ারি পড়ে শোনাবে?'

আম্মিরা অবাক হয়ে সামনে তাকালো। এতসময় খেয়াল করেনি, তবে এখন সত্যিই বুঝতে পারছে মহিলাটি অন্ধ। তার মানে তিনি সবকিছু বানিয়ে বলেছেন? এজন্যই গল্প শুরু করার আগে তার নাম জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলেন। তাই তো ভাবছে, এসমাদের প্রেমিকার নাম আম্মিরা হলো কেন? তবুও কিছু না বলে আম্মিরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মহিলাটিকে বিদায় না জানিয়ে চলে যেতে চাইলে লাইব্রেরিয়ান জুমার বলল, 'বাচ্চা মেয়ে, এভাবে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে নেই।'

'জি।'

'যাও, বাড়িতে যাও।'

আম্মিরা লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেল। জুমার একবার মহিলাটিকে দেখে নিজের ডেস্কের দিকে হাঁটা শুরু করলে পেছন থেকে শুনতে পেলো, 'জুমার, আজ থেকে দশ বছর পূর্বে তোমার ভাই একটা ষোলো বছরের মেয়েকে গর্ভবতী করেছিল। তবে বাচ্চাটিকে অস্বীকার করায় মেয়েটি গর্ভপাত করার জন্য বাধ্য হয়েছিল। গর্ভপাতের পর মেয়েটি মরে যায়। মনে আছে, সেটা?'

জুমার চমকে গিয়ে পেছনে তাকালো। মহিলাটি তার দিকে তাকিয়ে আছেন। জুমার প্রশ্ন করল, 'এটা তো আমি আর আমার ভাই ছাড়া আর কেউ জানে না। আপনি একথা কীভাবে জানলেন?'

'জানে। তোমার সাথে থাকা তোমার কারিন জানে।'

হিম হয়ে গেল জুমারের শরীর। নির্জন লাইব্রেরিতে তার ঢোক গেলার শব্দও স্পষ্ট শোনা গেল। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল সে, 'কে আপনি?'

মহিলাটি কিছু বললেন না। তার মুখের সাদা চামড়া ভেদ করে নীল বর্ণের রক্তশিরাগুলো বের হয়ে আসছে। চোখের মণি দুটো পুরোটা কালো। কালো বর্ণের শুষ্ক ঠোঁট একবার ভিজিয়ে নিলেন। জুমার তখনই মাটিতে ধপ করে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি করে আম্মিরা বাড়ি পৌঁছাতে চাচ্ছে। অন্ধকার প্রায় নেমে এসেছে। নিশ্চিত আজকে আন্টির কাছে বকা খাবে। এতে তার ক্ষোভ নেই একটুও। মাথায় এখন শুধু আফারীত ঘুরছে তার। ইশ! আম্মিরজান নামটা শুনতে

কত সুন্দর শোনা যায়। আজকে থেকে সে সকলকে বলবে, তাকে যেন এই নামে ডাকে। মহিলা বানানো গল্প বললেও একদিক থেকে ভালো করেছে।

আম্মিরা তুর্কিতে এসেছে, মাসখানেক হবে। তার বাবা-মা খুব ছোটোবেলায় মরে গেছেন। বর্তমানে আম্মিরা এক আন্টির কাছে থাকে। তার স্বামী সম্প্রতি তুর্কিতে নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। সেই সূত্রধরে এখানে আসা। কাছের একটা কলেজে পড়ে আম্মিরা। বই পড়ার প্রতি প্রচুর ঝোঁক তার। সেজন্য রোজ লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে। আজকে হঠাৎ অচেনা বৃদ্ধা তাকে বই পড়ে শোনাতে চাচ্ছিলেন, তা শোনার নেশায় এত দেরি হয়ে গেছে।

কমদামে একটা পুরোনো বাড়ি পাওয়ায় আম্মিরার আঙ্কেল তা কিনে নিয়েছেন। বাড়িটা কেমন যেন, নির্জন, ভয়ংকর। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো, এই বাড়ির ভেতর তিনটে কবর আছে। রোজ আসতে যেতে তা দেখতে পাওয়া যায়। আম্মিরা ভুলেও কোনোদিন সেদিকে তাকায় না। আজকে কী মনে করে সেদিকে তাকালে দেখতে পেলো, কালো পোশাক পরা একটি লোক কবরের উপর বসে আছে। তাকে তাকাতে দেখে নিজের দিকে ডাকলো লোকটি। আম্মিরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রথমে ভেবেছিল যাবে না। পরবর্তীতে কী মনে করে সেদিকে এগিয়ে গেল। একটু পর প্রশ্ন করল, 'আমাকে ডেকেছিলেন?'

কালো পোশাক পরা ব্যক্তিটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। আম্মিরার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না ব্যক্তিটি। তাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে পুনরায় আম্মিরা বলল, 'কিছু বলবেন আমাকে?'

লোকটি হঠাৎ নিজের হাত উঁচু করে তাকে দেখালো। বড্ড শুষ্ক হাত। চামড়া ফেটে সেখান থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। আম্মিরা ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'আপনি তো ব্যথা পেয়েছেন!'

লোকটির হাত ধরার জন্য হাত এগিয়ে দিলে হঠাৎ একটা শুভ্র হাত এসে আম্মিরার হাত আঁকড়ে ধরলো। সাথে চিরচেনা সেই পুরুষালি কণ্ঠ শোনা গেল, 'স্টপ!'

আম্মিরা শুভ্র হাতের অধিকারীর দিকে তাকালো। সুগন্ধী আতরে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আশেপাশের বায়ুমণ্ডল। ব্যক্তিটির নীল চোখের দৃষ্টিতে আম্মিরা কিছু একটা খুঁজে পেলো। হয়তো তা কালের গহবরে মিলিয়ে যাওয়া প্রতীতি।

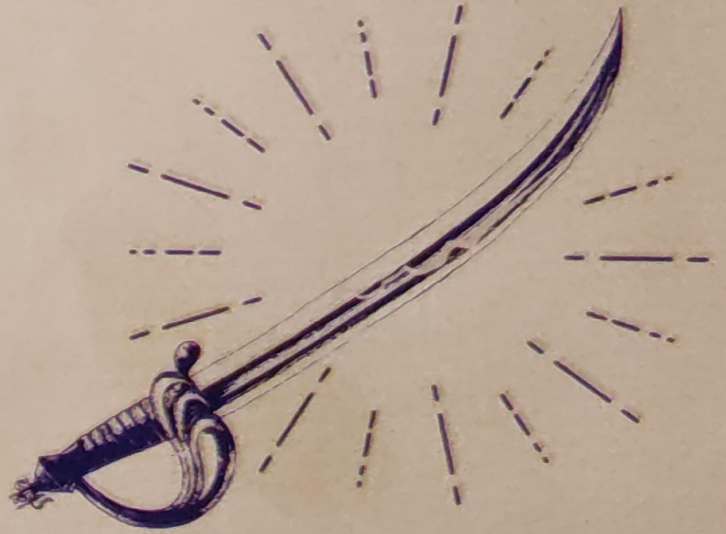
চলবে...

নোট


আলোর ঠিকানা
প্রকাশনী

সামিয়া খান প্রিয়া

সাদেক হোসেন খান ও রাজিয়া খানের দ্বিতীয় সন্তান। সম্প্রতি টাংগাইলের কুমুদিনী সরকারি মহিলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী লেখিকার লেখা এই প্রথমবার বইয়ের পাতায় উঠে এসেছে "আফারীত" নামেই।



Cover Design : Sazal Chowdhury